রসিকরঞ্জন।

ক-৭৭১

শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক নানাবিধ

ছন্দে বিরচিত হইয়া,

ইদানীং

পুনঃ সংশোধিত হইয়া।

কলিকাতা।

শ্রীযুত বেণীমাধব দের

অনুমত্যানুসারে

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

চিৎপুর রোড বটতলা ২৪৬ নং ভবনে।

শকাব্দাঃ ১৭৮২।

সূচিপত্র।

অথ বন্দনাদি ....

অথ আত্ম পরিচয় ....

অথ গ্রন্থের সূচনা ....

অথ গ্রন্থারম্ভঃ ....

অথ মার্কণ্ডের প্রশ্নান্তর রাজপুত্রের নারী নিন্দ

অথ মার্কণ্ডের মুনি হইতে নারীর প্রসংশা ..

অথ রাজা চন্দ্রসেনের উপাখ্যান ১

অথ রাজার নিকটে সন্ন্যাসীর আগমন .. ১

অথ ফল ভক্ষণে রাণীর গর্ভ ধারণ বিবরণ .. ১

অথ রাজপুত্রের মৃগ অন্বেষণে কন্যা দর্শন .. ১

অথ চারি বন্ধুর কন্যা অন্বেষণে গমন ... ১

অথ চারি বন্ধু অরণ্যে গমন ১

দৈত্য শ্রীমৎ কথোপকথনে রাজপুত্রের উপদেশ ২

অথ চারি বন্ধুর অরণ্যে হইতে গমন ২

অথ কন্যা আশে সাধুপুরে প্রবেশ ....

অথ কন্যার বিরহ খেদোক্তি বর্ণনা ......

অথ সদাগর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন ......

অথ প্রশ্নোত্তর ....

অথ রাজার প্রতি রাজপুত্রের উপদেশ ......

অথ সদাগরের পুত্রবধুর বিলাপ ......

অথ ভার্য্যাসহ সদাগরের পুত্রে বনে গমন ..

অথ অরণ্যে সাধুবধুর মাণিক প্রাপ্ত ......

অথ কাক ও সর্প বিবরণ ....

অথ ভার্য্যার প্রতি পক্ষির ক্রোধ ......

অথ [illegible] বিবরণ ....

দাগরের পুত্র ভার্য্যাসহ বাটী আগমন	[illegible]
ভার্য্যা শোকে পতির বিলাপ	৪৩
সাধুসুতের স্তবাস্তর প্রাণ পরিত্যাগ	৪৫
সদাগর সবংশে প্রাণ পরিত্যাগ	ঐ
রাজার মধ্যম পুত্রের উপদেশ	৪৬
অমৃত ফল ভক্ষণে উপপতির মৃত্যু	৫০
উপপতি শোকে সাধু স্ত্রীর বিলাপ	৫১
ফল ভক্ষণে উপপত্নীর মৃত্যু	৫৩
সদাগরের বিলাপ বর্ণন	ঐ
বিনাদোষে শুক বধ	৫৫
দাস দাসীর বিবাদ সূচনা	ঐ
ফল ভক্ষণে দাসীর লাবণ্য প্রকাশ	৫৭
ীর পরিচয়ে সদাগরের মৃত্যু	৫৮
চারে রাজার সবংশে মরণ	ঐ
পুত্রের বিবাহ	৫৯
: ধরে কন্যা হরণ	৬০
রবন্ধুর অরণ্যে দেশে গমন	৬১
মেধো কন্যা দর্শন এবং রূপ বর্ণন	ঐ
গার কন্যা বন্ধুগণ নিকটে দূতী প্রেরণ	৬২
র বন্ধুগণ সদাগরের বাটী গমন	৬৪
াগরের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও নদী তীরে গমন	ঐ
শ্নের উত্তর নদীতীরস্থ অস্থি বিবরণ	৬৫
্যাসীর যুবতী সহিত কথোপকথন ও রতিদান ভিক্ষা বিবরণ	৬৬
বতীর সন্ন্যাসীর প্রতি উত্তর	৬৮
্যাসীর প্রত্যুত্তরান্তর চাতুর্য্য দ্বারা যুবতীর ধর্ম্ম রক্ষা	ঐ
ধুপুত্রের অকস্মাৎ মূর্চ্ছা বিবরণ	৭০
াষহীনা পুত্রবধূকে জলে বিসর্জ্জন	৭১

রমণীর ভ্রাতার সহিত দরশন .... ঐ
সর্পাঘাতে সন্ন্যাসীর প্রাণ পরিত্যাগ ৭০
সদাগরের কন্যা সর্পাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ ৭১
বন্ধুগণের রত্নপুর গমন ও নগর বর্ণন ৭৫
অথ রত্নপুরে দেবালয়ে রাজ কন্যা দর্শনে বিপ্রসুতের
মোহিত ৭৬
চারিবন্ধুর রূপ দর্শনে নগর বাসীর খেদোক্তি ৭৮
চারিবন্ধুর রাজ সভায় গমন ৮০
রাজা বিপ্রসুতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ৮১
প্রশ্নোত্তর ও চারিমুণ্ড বিবরণ ৮২
মন্ত্রী আলয়ে সন্ন্যাসীর আগমন ৮৩
শাবির দেশের রাজা রত্নপুরে মন্ত্রী প্রেরণ ৮৪
মন্ত্রী ভার্য্যা নিকট হইতে বিদায় হইয়া পুনরায় গৃহ
প্রবেশ ও উপপতি দর্শনে খেদ ৮৫
মন্ত্রী রাজসভায় গমন এবং কারাগারে বদ্ধ ৮৭
কথাতার লিখনে গর্ত্ত মধ্যে গির্ত্ত বিবরণ ৯১
কথাতার পুত্রের বিবাহে বর যাত্রগণের দুর্গতি ..... ঐ
[illegible] ঘটনা বিবরণ ৯২
মন্ত্রী প্রতি রাজা তুষ্ট হইয়া হেতু জিজ্ঞাসা ৯৪
মন্ত্রীর স্ত্রীর বিলাপ ৯৬
মন্ত্রীর স্ত্রী উপপতির সহিত মৃত্যু ৯৭
রাজকন্যার বিবাহ সজ্জা .... ঐ
বিপ্রপুত্রের বিবাহ সময়ে কন্যা হরণ ৯৯
রাজপুত্রের প্রবোধ সূচনা ১০০
রাজপুত্র স্ত্রী রাজ্যে গমন এবং তাথকার বর্ণন ১০১
স্ত্রী রাজ্যের পূর্ব্ব বিবরণ শ্রবণে পাত্রসুত পলায়ন ১০৪
রাজপুত্র পাষাণ মূর্ত্তি স্পর্শনে পাষাণ হওনের বিবরণ ১০৬
রাজপুত্র পাষাণ দেহ হৈতে মুক্ত ও স্ত্রীর প্রাপ্ত ১০৭

রাজপুত্রের পলাবার চেষ্টা ও কন্যার প্রবোধ ১২৯
রাজার প্রতি মন্ত্রীর উপদেশ ১৪৬
চিত্রকলার স্থানে চোরের সন্ধান প্রাপ্ত ১৫০
চোরধরা বিবরণ ১৫১
রাজপুত্রের বন্ধনেতে কন্যার খেদ ১৫৫
রাজপুত্রকে কারাগারে বদ্ধ ১৫৬
রাজপুত্রের স্তবে ভগবতীর আগমন ১৫৬
রাজপুত্রের পূর্ব্ব জন্মের বিবরণ ১৫৮
রাজপুত্রের বিবাহ ১৫৯
রাজপুত্র ছলে বিপরীত রতি বাঞ্ছা ১৬১
রাজকন্যার মান ১৬২
রাজপুত্রের দেশে যাত্রা ১৬৩
রাজকন্যার বিরহ ও রাজপুত্রের স্বর্গে গমন ১৬৫
তাম্রধ্বজের বিবাহ ১৭৫

ইতি সূচিপত্র সমাপ্তঃ।

ুকুমারীর গন্ধর্ব্ব গ্রন্থ বিবরণ ১০৯
াগরের পুত্র বিবস্ত্র রাজ্যে গমন ১১১
রাজ্যের পূর্ব্ব বিবরণ ১১১
ুর ত্রিনেত্র রাজ্যে গমন ১১২
ুপুত্রের স্ত্রীর প্রাণ দান, ... ১১৩
ুপুত্রের গুটিকা প্রাপ্ত ১১৪
ুপুত্রের বিবাহ ১১৫
প্রপুত্রে মৎস্যদেশ গমন এবং তথাকার বর্ণন ১১৬
রাজ্যের পূর্ব্ব বিবরণ ও ঊষা হরণ এবং বাণ রাজার
লক্ষ্মী ত্যাগ ১১৮
শরাজার দশদশা ১২১
রাজ্যের প্রসংশা ১২৩
পুত্র ভার্য্যা সহ মিলন ১২৬
জপুত্র কান্যকুব্জ দেশে গমন ১২৭
জপুত্রের সহিত দূতীর মিলন ১২৯
াগর কন্যার রূপ বর্ণন ১৩০
ুকন্যার সহ রাজপুত্রের স্নান স্থলে দর্শন ১৩২
ালিনী সহ সাধুকন্যার কথোপকথন ১৩৩
জপুত্রের সাধুকন্যা সহ বিবাহ ১৩৪
জপুত্রের শারী সহ কথোপকথন ১৩৫
জপুত্রের বন্ধু সহ মিলন ১৩৬
জপুত্রের কান্যকুব্জ দেশ হৈতে চিত্রকর্ণে গমন ১৩৮
রাঙ্গিণীর বিরহ বর্ণন ১৩৯
জপুত্রের সহিত ঐ কন্যার মিলন ২৪১
জপুত্রের বিবাহ ১৪৩
জপুত্রের সম্ভোগ ১৪২
ী কন্যার পুরে পুরুষের কথা শ্রবণ করেন ১৪৫
জপুত্রের রাজার কন্যাগারে প্রবেশ ...... ঐ

রসিকরঞ্জন।

মার্কণ্ডেয় মুনির ভাষিত।

রাজা চন্দ্রসেনের উপাখ্যান।

দ্রৌপদী। নমঃ ব্রহ্ম নিরাকার, নিত্যানন্দ নির্ব্বিকার, সারা-
ৎসার পরাৎপর, পরমা প্রকৃতি। তেজঃময় সত্যান্তর, বাক্য
। অগোচর, ব্যাপ্ত বিশ্ব চরাচর, নিরন্তর স্থিতি।। সর্ব্বভূত
ভূতে রত, বেদ বিধি অবর্ণিত, আত্মারূপে দেহে স্থিত, অলক্ষ্য
কৃতি। একে পঞ্চ পঞ্চে এক, বিশ্ব বিঘ্ন বিনায়ক, চরাচর
তারক, চমক আকৃতি।। স্থূলাধিক স্থূলান্তর, ক্ষীণাধিক
ণাকর, অধো ঊর্দ্ধ নিরন্তর, চমৎকার গতি। নচক্ষে দৃষ্টির
র্য্য, নকরে কারণ ধার্য্য, অদেহে ব্যাপীত রাজ্য, বিশ্বপূজা
ত।। ভাঙ্গিতে ভক্তের খেদ, ভবে মাত্র ভাব ভেদ, অভেদ
ইক ভেদ, সাকার মুরতি। শাক্তের শক্তির আশ, শৈবে
শিব দাস, সৌরে সূর্য্য সুপ্রকাশ, ভাবেতে ভকতি।। অ-
নি জনিত জন্ম, ব্রহ্মে জানে ব্রহ্মকর্ম্ম, গানপত্যে জানি
া, কহে গণপতি। ঘুচাতে ভবের ভার, বহুমত অবতার,
বারে শক্তিকার, এ সব ভারতী। পঞ্চভূত সুবিকাশ, স্বর্গ
। জলাকাশ, বহ্নি বায়ু সুপ্রকাশ, রূপে প্রজাপতি। সপ্ত
ক্রমত্রয়, ইঙ্গিতে বিশ্বের লয়, অনায়াসে সৃষ্টি হয়, যে
ায় স্থিতি।। সরস্বতী শাকম্ভরী, যা রাধা সা ক্ষেমঙ্করী,
মাতা বেদাধারী, দক্ষকন্যা সতী। লোকপাল সহস্রাক্ষ

দেব নর যক্ষ রক্ষ, ঐক্যভাবে হয় মোক্ষ, অনন্যে অগতি॥ কি মহিম চমৎকার, কালেং অবতার, নাশি তার যার বার, উদ্ধারিলে ক্ষিতি। করে যেবা ভেদ জ্ঞান, ভবে তার নাহি ত্রাণ, কালে করে অপমান, না পায় নিষ্কৃতি। কি করিবে পুণ্য তায়, এ কুল ও কুল যায়, অকুলে আকুল তায়, উপায় বিস্মৃতি॥ একপক্ষে পক্ষ যেন, যথা ছিন্ন নবঘন, সমীরণে স্থির নন, নাহি যেন গতি॥ শুন তবে সারতত্ত্ব, অন্তরে ভাবিয়া সত্য, গুরুদত্ত পরমাত্ম, চিন্ত দিবা রাতি। না হইবে ভুলে ভুল, ভবার্ণবে পাবে কূল, গুরু হৈলে সানুকূল, নির্ব্বাণ মুকতি॥

গ্রন্থকারের পরিচয়।

পয়ার। ভাগীরথী তীরে ধাম শান্তিপুর গ্রাম। শিষ্ট জাতি অনেক বসতি অনুপাম॥ মহারাজা তেজচন্দ্র চন্দ্র জিনি তেজে। বিরাজিত রাজধানী বর্দ্ধমান মাঝে॥ তার ধর্ম্ম কর্ম্ম যত খ্যাত এ সংসারে। বর্ণিতে বাহুল্য সাধ্যে কি কব বিস্তারে॥ বিপ্র কুলোদ্ভব রাজ অধিকার বাসী। ধন্য মান্য পুণ্যে বিনাশিলে পাপরাশি॥ শ্রীযুত বৈদ্যনাথ ঘোষাল নাম খ্যাত। দীন দ্বিজে অন্নদানে তোষে অবিরত॥ তাহার তনয় শ্রীগোপালচন্দ্র জ্যেষ্ঠ। সাক্ষাৎ গোপাল তুল্য দান্ত শান্ত শিষ্ট॥ মধ্যম শ্রীশিবচন্দ্র শিব সম মতি। অসন্তোষ নাহি রোষ সদাচার রতি॥ সর্ব্বগুণে গুণান্বিত শাস্ত্রেতে বিদ্বান। সদা মন সদালাপে সহ জ্ঞানবান॥ ইষ্ট নিষ্ঠ মিষ্টবাক্য সদা তুষ্ট মন। দয়া দানে দীন জনে তোষে অনুক্ষণ॥ তার অনুগত দ্বিজ দীন হীন ক্ষীণ। জল হীন জলাশয়ে যেন বাস মীন॥ বারেন্দ্র কুলেতে জন্ম ধর্ম্ম হীন অতি। আছে মাত্র শিবপদ অগতির গতি॥ অগ্রদ্বীপ নবদ্বীপ জম্বুদ্বীপ মাঝে। তার মধ্যে মধ্যদ্বীপ অধিক বিরাজে॥ উত্তর পূর্ব্বে ভাগীরথী শোভা চমৎকার। অতুল্য তুলনা তুল্য নাহি দেখি আর॥

দ্বীপ মাজিদা নামেতে আছে খ্যাতি। তথা বাস ঙ্কি
ত্র গাঢ় অনুগত ॥ শ্রীযুক্ত শ্রীহরচন্দ্র দ্বিজশুদ্ধ নন। তাঁর
ত অকিঞ্চন রাজনারায়ণ ॥ ভট্টাচার্য্য উপাধিতে খ্যাতয়ে
কাশ। এই গ্রন্থ প্রকাশিতে হৈল অভিলাষ ॥ শিবচন্দ্র
ঘোষাল দিলেন অনুমতি। তত্ত্বাদেশে রচিলাম ভাবি মত্রে-
তী ॥ অতএব এই মাত্র মম নিবেদন। বিবেচনা পূর্ব্বক
বিয়া গুণীগণ ॥ স্বীয়জ্ঞানে শুধিবেন যথা আছে ভুল।
জ্ঞানে অকিঞ্চনে হবে অনুকূল ॥ জ্ঞানিগণ গুণ মাত্র করে
ীক্ষণ। যথা হংসে নীরে ক্ষীর করয়ে ভক্ষণ ॥ এইমাত্র
বেদন বুঝিবা পণ্ডিত। ভাষায় কবিতা নাহি জগতে
দিত ॥

গ্রন্থ সূচনা।

ত্রিপদী। রসিক রঞ্জন নাম, গ্রন্থ রস গুণধাম, নিষ্ঠভক্ষ
মধুর অধিক। রসিকের রসে মত্ত, করে রস উদ্দীপন, অরসি
কে হইবে রসিক ॥ নবরস অনুপম, আছে পরমাত্ম প্রেম,
অন্ধকার ভ্রম যায় দূরে। গ্রন্থরূপ শশধরে, প্রেমচন্দ্র দীপ্ত
রে, গ্রন্থদৃষ্টে মনোদুঃখ হরে ॥ রত্নপুর রাজ্যে ধাম, রাজা
শিখীধ্বজ নাম, অনুপম অন্যের সংসারে। পুত্র তাম্রধ্বজ
র, সাস্তমতি সদাচার, দান্ত শান্ত কৃতান্তে না ডরে ॥ ধর্ম্ম
র্ম্মে সদা মত্ত রাজকার্য্যে অযতন, দেখি শিখীধ্বজ নরপতি।
জ্র বিভা দিতে চায়, পুত্র অসম্মত তায়, আইলা মার্কণ্ড মহা-
তি ॥ শিখীধ্বজ তদন্তরে, মুনিরে প্রণাম করে, কহে নিজ
ঃখ বিবরণ। শুনি মুনি রাজসুতে, ডাকি কহে আনন্দেতে,
জসুত কহে ততক্ষণ ॥ নারী বহু দোষযুতা, কহে নারী দোষ
থা, শুনি মুনি কহে পুনর্ব্বার। রমণীর গুণ যত, বেদে
াছে অবর্ণিত, হেন বুদ্ধি কে দিলে তোমার ॥ এত বলি
নিরাজ, কহিছে নারীর কাজ, সাবিত্র্যাদি রতী দময়ন্তী।
সার সংসার মাঝে, নারী সার নিজ কাজে, এ বিষয়ে নাহি

কর ভ্রান্তি ॥ যে জানে নারীর মর্ম্ম, সেই সাধে সর্ব্বকর্ম্ম, তবে এক শুন বিবরণ। পূর্ব্বে ছিল এই দেশে, কহি শুন সবিশেষে, নারী কার্য্য সাধে যেই জন ॥ অচিন্ত্য নগরে ধাম, রাজা চন্দ্রসেন নাম, রাজ্য তার অতুল্য অসীমা। তার পুত্র দৈবগতি, বনে গিয়া মহামতি, হেরে এক নারী মনোরমা ॥ ধরিবারে ধায় রায়, কন্যা অন্তর্ধান হয়, তার রূপে হয়ে উচাটন। নিশি অবসান হৈলে, বন্ধুগণে ডাকি বলে, চল সেই কন্যা অন্বেষণ ॥ দৈব দৈত্য উপদেশে, কন্যা কথা সবিশেষে রাজপুত্র শুনিয়া গোপনে। সখা তিন জন সঙ্গে, কন্যার প্রসঙ্গে রঙ্গে, নন্দ্রদেশে ভ্রমে চারি জনে ॥ দৈব কর্ম্ম অঘটন, পথে সখা তিন জন, তিন কন্যা বিবাহ করিল। এক মরে সর্পাঘাতে, নিশাচর গন্ধর্ব্বেতে, আর দুই কন্যারে হরিল ॥ নিজ নিজ নারী শোকে, দিগদশ শূন্য দেখে, দেশে দেশে একা করিল গমন। রাজপুত্র মূর্চ্ছিত, ভাবি আত্ম সুবিহিত, কামরূপে গেল তৎক্ষণ ॥ এক মালিনীর ঘরে, তথা গিয়া বাস করে, তথা এক কন্যা বিভা করে। মালিনীর রূপ আর, সাথ কুমারীর বিস্তার, যে প্রকার বর্ণনা বিস্তারে ॥ আর তার তিন সখা, ভ্রমে দেশ একা একা, করি নিজ নারী অন্বেষণ। তিনের ত্রিবক্ত্র দেশ, নারী রাজ্যে সবিশেষ, মৎস্যদেশ করিছে বর্ণন ॥ পুণ্য বলে ভার্য্যা পেয়ে, শ্বশুর আলয়ে গিয়ে ভার্য্যা রাখি রাজপুত্র আসে। একে একে তিনজন, করি বহু অন্বেষণ, মিলিলেন রাজপুত্র পাশে। রাজপুত্র তদন্তরে, আকর্ষণী মন্ত্র জোরে, উপনীত হিমালয় পাশে। শেষে শুনি সবিশেষ, চিত্রকর্ণ নামে দেশ, তথা রাজা চিত্রসেন বৈসে ॥ গন্ধর্ব্বের রূপমণি, তার কন্যা চিত্রাঙ্গিনী, সেই কন্যা অতি গোপনেতে। রাজপুত্র করি পতি, উপপতি রূপে স্থিতি, অন্য কেহ না পায় দেখিতে ॥ এ কথা প্রকাশ হৈলে, সুকৌশলে কলে ছলে, রাজপুত্রে দিল কারাগারে। কুমার মনেতে ভেবে, ককা-

বাদি রূপে তবে,সকাতরে কালী স্তব করে ॥ ভক্ত দুঃখে ভগবতী, সাজে সবে শীঘ্রগতি, পথে দেখা দেবঋষি সনে । শান্ত-করে কালীকারে, মুনি গিয়া রাজপুরে, পূর্ব্বকথা কহিল রাজনে ॥ শুনিয়া নৃপতি তবে, আপন মনেতে ভেবে, কন্যার সহিত বিভা দিল । কিছু দিন তথা রয়ে, আপন যুবতী লয়ে, কান্যকুব্জে নারী সখা নিল ॥ এই রূপে চারিজন, লয়ে নিজ নারীগণ, নিজ দেশে করিল গমন । মুনি দিলা উপদেশ, তাম্রধ্বজ অবশেষ, করিলেন রমণী গ্রহণ ॥ কালানন্দ ইতিহাস করিলেন সুপ্রকাশ, বহুমত রসের পদ্ধতি । দোষি গ্রন্থ হবে ক্ষোভ, না লইবে কোন দোষ,এই মাত্র আমার মিনতি ॥

অথ গ্রন্থারম্ভঃ ।

ত্রিপদী । রত্নপুর রাজ্যে ধাম, রাজা শিখীধ্বজ নাম, রাখি সম প্রজার পালনে । সর্ব্ব গুণে গুণধাম, রূপ শোভা যেন কাম, যম সম দুষ্টের দমনে । ধর্ম্মে ধরা সম ধীর, নিন্দকগণে যেন নীর, সুগভীর বুদ্ধে সিন্ধু সম । যুদ্ধে কালদণ্ড প্রায়, না ডরে কালের দায়, বহু রাজ্য গণিতে অসীম ॥ কলি কুলোদ্ভব রাজা, রাজ্যে রাজ্যে শুভ প্রজা, মহাতেজা যেন দশানন । পুণ্যকর্ম্মে ধন্য ধন্য, নল সম অগ্রগণ্য, সত্যে সত্যবাদের সমান ॥ সদাশিব সেবা শক্ত, পরম বৈষ্ণব ভক্ত, সর্ব্ব গুণযুক্ত সেই ভূপ । তার রাণী লজ্জাবতী, সাবিত্রী সমান সতী, গুণবতী রতী জিনি রূপ ॥ সদা ধর্ম্ম মতী সতী, পতি প্রতি ভক্তি গতি, রতী জিনি পতি পরায়ণা । দুঃখী দীন দ্বিজগণে, তুষে সদা স্বর্ণ দানে, পুণ্যে যেন নলের ললনা ॥ তার গর্ভে ভূপতির, তিন পুত্র হৈল ধীর, জ্যেষ্ঠ পুত্র নাম তাম্রধ্বজ । বুদ্ধে বৃহস্পতি সম, যুদ্ধেতে দ্বিতীয় যম, সদা আশ দ্বিজ পদরজ ॥ আদ্যোপান্ত শিষ্টশান্ত, রূপবন্ত গুণবন্ত, সদা ক্ষান্ত মত্তভাব হৈতে । গুরুদত্ত তত্ত্ব জ্ঞান, দীন দ্বিজে দয়া দান, নাহি মন রাজ্যাভিলাষেতে ॥ উপযুক্ত দেখি তারে, শিখীধ্বজ রাজা-

তবে, কন্যা অন্বেষণ করি আনে। উৎসাহ কি কব তার, রাজ্যে দিলা সমাচার, নিমন্ত্রণ দ্বিজ জ্ঞাতিগণে॥ নৃপবর হৃষ্টান্তরে, আজ্ঞা দিল অন্তঃপুরে, পুত্রে হরিদ্রাদি মাখাইতে। শুনি বিবাহের কথা, পেয়ে পুত্র মর্ম্মব্যথা, কহে কথা পিতার অগ্রেতে॥ শুন শুন মহারাজ, কহিতে শুনিতে লাজ, এ কি অবিচার কাহা কহ। অন্য চিন্তা নাহি আর, চিন্তা চিন্তামণি সার, না করিব দার পরিগ্রহ॥ অনিত্য সংসার ছার, মিছে মায়া মাত্র সার, আমার আমার বলে সবে। অধিক কি কব আর, পাপার্ণবে নাহি পার, নিজসুখে বদ্ধ লোক ভবে॥ শিখিধ্বজ যত বলে, তাম্রধ্বজ নাহি ভুলে, ভূপ মনে হৈল অতি দায়। হিতে হৈল বিপরীত, জ্ঞাতিগণ নিমন্ত্রিত, মুনিশিশুতে না দেখি উপায়॥ তবে যত মুনিগণ, পায়ে নৃপ নিমন্ত্রণ, আগমন কৈল রাজপুরে। ভাবিয়া না পায় স্থির, নৃপবর নতশির, পাদ্যার্ঘ্য দিল সবাকারে॥ হৃষ্ট হয়ে দ্বিজগণ, নৃপতির প্রতি কন, কেন হে রাজন দুঃখ মতি। তবে নৃপ যোড়করে, দুঃখভরে সবাকারে, কহে সব দৈবাধীন গতি॥ শুনি মুনিগণ কহে, চিন্তা কর কি কারণ, আনহ নন্দন তাম্রধ্বজে। হিতে বিপরীত, কোথা পেলে হেন নীত, নীত শিক্ষা দিব যুবরাজে॥ শুনি মুনিগণ বাণী, তদন্তরে নৃপমণি, আজ্ঞা দিল আনিতে নন্দনে। আজ্ঞা পায়ে দাসগণ, রাজপুত্রে ততক্ষণ আনিলেন সভা বিদ্যমানে॥ তাম্রধ্বজ নত শিরে, প্রণমি সবাকারে, যোড়করে দাণ্ডায়ে রহিল। মুনিগণ সম্ভাসিল, নৃপবর আজ্ঞা দিল, রাজসুত সভায় বসিল॥ মার্কণ্ড নামে মুনি, সর্ববেত্তা অতি জ্ঞানী, যুবরাজে জিজ্ঞাসা করিল। শিবচন্দ্র আজ্ঞা মতে, সুললিত ত্রিপদীতে, রাজনারায়ণ বিরচিল।

মার্কণ্ডের প্রশ্নোত্তর রাজপুত্রের নারী নিন্দা বিবরণ।

পয়ার। যুবরাজ এক কায কহে তপোধন। পিতৃ আ

অবিজ্ঞা করেছ কি কারণ ।। এত শুনি মুনি বাণী ভাবুকেন্দ্র কয় । কি আজ্ঞা হেন কহিয়াছ মহাশয় ।। মুনি কন বিবরণ কই শুন আমি । কি কারণ স্ত্রী গ্রহণ নাহি কর তুমি ।। পুনঃ কন মহাশয় কই শুন তবে । আনন্দ ঐহিক সুখ বোধ নাহি ভবে ।। কর্ম্ম ভূমি মাত্র আসি যাইয়া সংসার । কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্ম চেষ্টা অবিচার ।। থাকিতে নগর দিতে অন্য কর্ম্মে মন । যথা ধ্রুব ইক্ষু বনে তৃণ অন্বেষণ ।। যেন কাচ লইয়া ত্যজ কাঞ্চন বালে । সেই রূপ অন্যে মন এ মহীমণ্ডলে ।। আশার কুনার নহে আশার আমার । আর সুতগণে লয়ে আনন্দ অপার ।। দেখিয়া বিষয় স্পৃহা পৃথ্বী পুলকিত । শিবরে শমন সদা সানন্দে মোহিত ।। আমি কার কে আমার মজি কার আশে । কৌতুক দেখিয়া কাল কেশে ধরি হাসে ।। জনক জারজ সুতে যেন লয়ে কোলে । কৌতুক করয়ে এক কথা কুতূহলে ।। জনক সন্তান দেখি মনে ভাবে তারা । কার সুত করি কোলে কত কর মায়া ।। মিছা মাত্র মায়ামোহে মজা-ইলে মন । মুগ্ধ হৈয়া মায়াপাশে মৈত্র আশে মন ।। তাহাতে ইন্দ্রিয় মত্ত করি রূপ ধরি । বিষম বিষয় বনে বাঞ্ছা সদা ফিরি ।। অঙ্কুশ প্রবোধ বোধ আছে মাত্র তারে । ধৈর্য্যরূপ রজ্জু আছে বান্ধিতে তাহারে ।। বিষম বিষয়ে বশ হৈল এক বার । আর তার বান্ধিবারে সাধ্য আছে কার ।। তাহে আর নারী ছায় কর্ম্মে কদাচারী ।। মুগ্ধ করে মনহরে কটাক্ষেতে হেরি ।। সে সুখে হইয়া সুখী হয় যেবা মত্ত । কাম ফাঁদে বান্ধে শেষে মন ভুকেবর্ত্ত ।। সেই কালে কাল পেয়ে কালে ধরে কেশে । মহাক্লেশে অশেষ যন্ত্রণা দেয় শেষে ।। পাপাচারী নারী হৈতে পাপের সৃজন । অঘটন ঘটাইতে ঘটনা চিন্তন সর্ব্বদা কপটযুক্তা সর্ব্ব মায়াময় । অবিশ্বাসী পতিনাশী পর সঙ্গে রয় ।। সমস্ত সম্ভোগ ইচ্ছা নাহি পরাপর । বন্ধুভেদ বিচ্ছেদ জন্মায় নিরন্তর । নারী হৈতে কার কোথা কিছুক

হয়েছে। কেহ ধনে প্রাণে কেহ সবংশে মরেছে॥ শুম্ভ নিশু-
ম্ভাদি করি কত দৈত্যগণ। রাবণাদি রাক্ষস সবংশে নিপা-
তন॥ ত্রিলোক তারণ কর্ত্তা শ্রীরাম আপনি। জনকনন্দিনী
সীতা জগৎজননী॥ কর্ম্মবশে হরবাসে দশানন হরে। ভ্রমি-
লেন রাম বানরের দ্বারে দ্বারে॥ এই মত অবর্ণিত নারীর
কাহিনী। অগোচর আছি তব জান মহামুনি॥ অতএব
সংসার এই মাত্র সার। দয়া দান দীনে আর পর উপকার
সেব্য ধ্যান গুরু জ্ঞান শ্রীগুরু মনন। কাজেতে হইবে কাশী
শ্রীনাথ চরণ॥

মার্কণ্ডেয় মুনি হইতে নারীর প্রশংসা।

পয়ার। মুনি বলে যে বলিলে সকলি প্রমাণ। কিন্তু নারী বিনে
ত্রিভুবনে নাহি স্থান॥ জীবনে মরণে নারী নারী চিরকাল
না জানিয়া নারী কেন ভাবিছ জঞ্জাল॥ শক্তি রূপে সৃজ
করিলা ত্রিভুবন। ব্রহ্মা বিষ্ণু গিরিশাদি শক্তি হতে হন॥ লক্ষ্মী
প্রাপ্তে লক্ষ্মীনাথ হন লক্ষ্মীবন্ত। গণেশ জননী জন্য শি
গৌরীকান্ত॥ নারী রূপে নর সুর রাখে নারায়ণী। নারী রূ
পেতে গঙ্গা কলুষ নাশিনী॥ যে কহিলে রাবণাদি মরে না
রী দোষে। পরনারী লোভ পাপে মরে কর্ম্ম দোষে॥ পূর্ব্বে
রাম সনাতনের সমরে। সীতা সতী হৈতে নিজ প্রাণ র
ক্ষে॥ কহিতে নারীর গুণ কি সাধ্য আমার। বাক্যেন্দ্র
বাক্য অগোচর গুণ যার॥ শেষ শেষ হয় শেষ কহিতে
কথা। পঞ্চমুখে পঞ্চানন চতুর্ম্মুখে ধাতা॥ তথাচ কিঞ্চিৎ ব
না হয় বর্ণন। শক্তি প্রতি ভক্তি জানি মুক্তির কারণ॥ সত্য
যুগে সত্যবান সাবিত্রীর গুণে। রাজ্য প্রাণ প্রাপ্ত হৈল শ
মনের স্থানে॥ হরারি হরের কোপে ত্যজিল জীবন। পু
নর্ব্বার প্রাণ পায় সতীর কারণ॥ নলরাজা গেল বনে নষ্ট
সঙ্কেতে। দৈবক্রমে ত্যজে তারে অরণ্য মধ্যেতে॥ বৈধবে
প্রায় সতী বৈদর্ভেতে গেল। পুনর্ব্বার বিভা হবে সবে

পাইল ॥ ছিল রাজা সত্যবন্ত দুষ্মন্ত নৃপতি। শকুন্তলা নামে তার ভার্য্যা গুণবতী ॥ তার গর্ব্ভে পুত্র এক হৈল মহামতি। ভারত ভারতমধ্যে রাখিল সুখ্যাতি ॥ অদ্যাপি ভারতবর্ষ পৃথিবীর নাম। পুত্র পুণ্যে নরপতি প্রাপ্ত মোক্ষধাম ॥ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ লাভ নারী হৈতে। ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়ে সদা ধর্ম্মিক সন্তানে ॥ অর্থ হৈতে পুত্র প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ লাভ জানি। পুত্র প্রয়োজন পিণ্ডদান মাত্র মানি ॥ অহিক কার্য্য পারত্রিক নিস্তার কারিণী। অহিকেতে সুখ অন্তে মোক্ষ বিধায়িনী ॥ স্বামী বহুপাপে যদি মরে ভার্য্যা সনে। [illegible] নরকে পড়ে স্বামী উদ্ধারয়ে ॥ নারী পুত্র গৃহ [illegible] যেই জন। [illegible] তার মুখ অবলোকন ॥ পতি [illegible] সমান জানিবে। এই জন্য পাছে হয় পতি যা নিরত ॥ সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী বন্ধু বলি তারে। লৌকিক পৌকিক লোক পরকর্ম্ম উদ্ধারে ॥ ভার্য্যা নই বন্ধু নাই এ তিন ভুবনে। সর্ব্ব সুখ প্রাপ্ত নর নারী ভার্য্যা গুণে ॥ হইলে দম্পতি পতি প্রেহ্ন রঞ্জন। ভার্য্যাহে মনে মনোদুঃখ বারেক পাবেনা ॥ বড় বন্ধু তেমন কোথা বন্ধুর কারণ। নিজ অঙ্গ অর্দ্ধ দেহ করেছে অর্পণ ॥ বন্ধু দিলে দুর্গা বলে দেহ ফেলে নীরে। [illegible] পুনর্ব্বার হরি হরি স্মরে ॥ পতি ম'লে লয়ে কোলে জ্বলন্ত চিতায়। অগ্নি অঙ্গ পতি সনে সুখে স্বর্গে যায় ॥ পঞ্চ মহা পাপে পাপী হয় যদি পতি। নিজগুণে [illegible] নিস্তারে গুণবতী ॥ ব্যালগ্রাহি ব্যাল তুলে গহ্বর হইতে। সতী পতি সেই মত নিস্তারে পাপেতে ॥ সার্দ্ধ ত্রিকোটি লোম মানব দেহেতে ॥ তত বর্ষ পতি সনে থাকয়ে স্বর্গেতে ॥ সেই জন নারী গুণ আছয়ে বিদিত। সর্ব্ব কর্ম্ম সাধিবারে পারয়ে নিশ্চিত ॥ চন্দ্রসেন রাজসুত বিজয় সুন্দর। বড় দুঃখে প্রাপ্ত নারী সবার গোচর ॥ ভাবিয়া ভার্য্যার ভাবে ভ্রমি দেশে

শে। উপনীত হৈল শেষ গন্ধর্ব্বের দেশে॥ তথায় লভিল নারী গন্ধর্ব্ব নন্দিনী। রাজপুত্র মুনিবরে কহে এত শুনি। হইয়া মনুষ্য নৃপ কহ কি প্রকারে। বিবাহ করিল গন্ধর্ব্বের কুমারীরে॥ মুনি বলে শুন সেই অপূর্ব্ব কথন। পয়ার প্রবন্ধে রচে জয়নারায়ণ॥

রাজা চন্দ্রসেনের উপাখ্যান।

পয়ার। অচিন্ত্য নামেতে পূর্ব্বে আছিল নগর। মনো রম অনুপম ক্ষিতি চরাচর॥ তথায় নিবাস রাজা চন্দ্রসে নাম। শান্ত মতি নরপতি গুণে গুণধাম॥ সর্ব্ব পুজ্য রাজা বীর্য্যবন্ত ধীর। সত্য বাক্যে দৃঢ় যথা যেমন যুধিষ্ঠির অনিবার্য্য পরকার্য্যে সদা উপকার। সদা ধৈর্য্য ক্রোধে সূর্য্য সম তেজ তার॥ সর্ব্ব শাস্ত্রে বিষারদ সর্ব্ব গুণান্বিত বেদবিদ্যা ধনুর্ব্বেদ সব সুশিক্ষিত॥ শিষ্ট জনে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট রাখে মন। দুষ্টজনে কষ্ট দিতে যেমন শমন॥ পু জ্ঞানে প্রজাগণে পালে নিরন্তর। দুর্য্যোধন সম মান ধ যক্ষেশ্বর॥ অপরূপ রূপ ভূপ জিনি রতি পতি। বর্ণি সৌবর্ণ বর্ণ বর্ণের দুর্গতি॥ জীবন্মুক্ত দেব ভক্ত শা শিরোমণি। শক্তি পদে ভক্তি সদা ভরসা ভবানী॥ নাহি অনিষ্ট কার শ্রেষ্ঠ গুণে রাজা। ধন ধান্য পরিপূর্ণ রাজ্যে প্রজা॥ দান্ত শান্ত নিতান্ত কৃতান্ত সম রণে। দুঃখীজন দু হীন অকাতর দানে॥ সুচিদান্তা উপকারী ক্ষত্রিকুলে ক ধর্ম্ম কর্ম্মে সদা রত জ্ঞাত হয় মর্ম্ম॥ দান ধ্যান যজ্ঞ হোম স্থানে স্থানে। শ্রেষ্ঠ মতি সর্ব্ব জাতি রাজ্যের শাসনে॥ দু শিষ্টে হৃষ্ট মনে করয়ে বসতি। নারীগণে পতির সেবয়ে ম রতি॥ অন্য অন্য মান্যামান্য আছে পরস্পর। দেবে সমাজ তুল্য স্থান মনোহর॥ প্রজাগণ অনুক্ষণ নাহি পাপ চার। অতুল্য তুলনা তুল্য নাহি দেখি আর॥ চন্দ্রাব

নামে সেই রাজার রমণী। রূপে গুণে ত্রিভুবনে ধন্যা সেই ধনী॥ মৃগাঙ্কী মৃদঙ্গী মৃগমদ গন্ধ গায়। মধ্যদেশ মৃগেন্দ্র মৃগাঙ্কী মুখ প্রায়॥ মৃদু মধু মধু হাসে নাশে অন্ধকার। মধু ভ্রমে মধুকর মত্ত অনিবার॥ চাঁচর চিকুর চমৎকার সুশোভিত। কাদম্বিনী জানি মনে শিখি পুলকিত॥ নিন্দি ইন্দিবর তার সুন্দর নয়ন। হেরিয়া কুরঙ্গ কৈল অরণ্যে গমন॥ মনোহর পয়োধর পীনোন্নত বুকে। প্রাণগত পাষাণ পাষাণ হৈল দুঃখে॥ সুলাবণ্য যৌবন শোভিত সর্ব্ব মতে। অনুপমা মনোরমা উত্তমা জগতে॥ নিরন্তর নৃপবর লইয়া নারীরে। নানা সুখে কৌতুকে বঞ্চয়ে অন্তঃপুরে॥ বহুদিন দুই জন করিল বঞ্চন। দৈব দোষে নৃপতির না হল নন্দন॥ কি করিব কি হইবে কিসে পুত্র হবে। বিধি যদি নাহি দিবে অন্য কেবা দিবে॥ পুত্র হেতু নরপতি পরম চিন্তিত। বিধিমত বহুবিধ করিল বিহিত॥ স্বস্তি শান্তি স্বস্ত্যয়ন সদত আরম্ভিল। যজ্ঞ হোম যাগ জপ যতনে করিল॥ তথাপিহ তাহে তুষ্ট না হৈল অন্তর। নিরানন্দে নিরন্তর থাকে নৃপবর॥

রাজার নিকটে সন্ন্যাসীর আগমন।

পয়ার। পাত্রমিত্র পুরোহিত পুরবাসীগণ। সর্ব্বজন সর্ব্বক্ষণ সুচিন্তিত মন॥ পুত্র বিনে গৃহি জনে নাহি মনে সুখ। এত সুখে নৃপতির সদা মনে দুঃখ॥ এক দিন নৃপবর মহা সভা করে। তার মধ্যে বসিলেন সিংহাসনোপরে॥ দেবগণ মধ্যে যেন শোভে পুরন্দর। তারাগণ মধ্যেতে যেমন নিশাকর॥ পাত্রমিত্র সভাসদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। বসিয়াছে চারি পাশে পতি সুশোভিত॥ হেনকালে তথা এক আইল সন্ন্যাসী। রাজার সম্মুখে উপনীত হৈল আসি॥ সূর্য্য সম বীর্য্যবন্ত অতি বড় তেজা। দেখি অতি ভক্তি মনে উঠিলেন রাজা॥ তৎক্ষণে সমাদরে পাদ্য অর্ঘ্য দিল। কষ্ট হয়ে তুষ্ট

মনে সন্ন্যাসী বসিল ॥ আশীর্ব্বাদ করি পরে রাজা প্রতি কয়।
কি নাম কি জাতি রাজা দেহ পরিচয় ॥ কয় কার্য্যে ক
রাজ্য আছে অধিকার। সন্তান সন্ততি কিবা আছয়ে তোমার
রাজা বলে গোসাঞি শুনহ বিবরণ। ক্ষত্রিকুলোদ্ভব আ
নাম চন্দ্রসেন ॥ এক ভার্য্যা বহু রাজ্য সংখ্যা অগণন। দৈ
ফলে কিন্তু মোর না হল নন্দন ॥ এ কথা শুনি সন্যা
ছাড়য়ে নিশ্বাস। এ ঐশ্বর্য্য পুত্র বিনা সকলি নৈরাশ
রাজা বলে ইহাতে নরের সাধ্য নাই। অতএব নিরুপা
শুনহ গোসাঞি ॥ এত শুনি সন্ন্যাসীর দয়া উপজিল। মৃ
হাসে প্রিয়ভাবে রাজারে কহিল ॥ শুন শুন নৃপবর আমা
বচন। কহিব কিঞ্চিত আমি হইয়া গোপন ॥ আজ্ঞা অ
সারে দোঁহে হইয়া গোপন। জিজ্ঞাসিল কহ প্রভু নি
বিবরণ ॥ সন্ন্যাসী বলেন রাজা তুমি পুণ্যবান। রূপে গু
ত্রিভুবনে না দেখি সমান ॥ পুত্র হীন আছ রাজা জানি
কারণ। সঙ্কোচিত বিষাদিত হৈল মোর মন ॥ ইচ্ছা য
থাকে রাজা পুত্রের কারণ। মোর সঙ্গে সংগোপনে ক
গমন ॥ নগরের পূর্ব্বদিকে আছে এক বন। পশু পক্ষে
বৃক্ষে করে সুশোভন ॥ সেই বনে দুইজনে যাইয়া গোপ
ফল এক সমর্পণ করিব যতনে ॥ রাণীর হইবে গর্ভ সে
ভক্ষণে। কিন্তু খাওইবে ফল ঋতুস্নান দিনে ॥ এত শু
ভূপতি হইয়া হৃষ্টমতি। সন্ন্যাসীর প্রতি কহে করি স্তু
নতি ॥ অধমের প্রতি যদি এত দয়া হৈল। আজ্ঞা হৈলে য
বনে বিলম্বে কি ফল ॥ সন্ন্যাসী বলেন রাজা যে ইচ্ছা তো
এখনি যাইব বনে হৈল অঙ্গীকার ॥ এত বলি দুই জন ক
গমন। প্রবেশি অরণ্য মাঝে রাজা হৃষ্টমন ॥ পুষ্প
সুশোভন দেখিতে সুন্দর। অনুপম মনোহর বহু সরোব
সুনির্ম্মল সুশীতল সুধা সম জল। মন্দ বায়ু লাগে তায় ব
টলমল ॥ স্থানে স্থানে নানা বর্ণে প্রফুল্ল কুসুম। কু

কহ্লার আদি অতি মনোরম ॥ শত শত কোকনদ বিকশিত হয়ে। তুষ্ট করে মধুকরে মধু দান দিয়ে ॥ মধু পানে মত্ত হয়ে মধুকরগণ। গুণ গুণ স্বরে গান করে অনুক্ষণ ॥ কি কব জলের শোভা কি কহিব হায়। হংস হংসী সুখে আসি তাহাতে খেলায় ॥ পুষ্পবন সুশোভন সরোবর তীরে। মনাগুন নিবারণ পুষ্পগণ হেরে ॥ বিকশিত শত শত মল্লিকা টগর। যূথী জাতী গোলাপ সেঁউতি নাগেশ্বর ॥ অশোক কিংশুক বক বকুল বিস্তর। চাঁপা জবা কুরুবক শেফালিকা মনোহর ॥ মুচকুন্দ গন্ধরাজ কুন্দ শত শত। মালতী করবী গন্ধরাজ আদি কত ॥ ফলে ফুলে শোভিত আছয়ে তরুগণ। মন্দ মন্দ বহে গন্ধ মলয় পবন ॥ কপোত কপোতী কেলি করে কুঞ্জ স্থানে আসি। ময়ূরেতে নৃত্য করে সঙ্গে ময়ূরিণী ॥ নানা রঙ্গে বিহঙ্গ আপন রঙ্গে গায়। খঞ্জনের নৃত্য দেখি নয়ন জুড়ায় ॥ দেখিয়া বনের শোভা মোহিত ভূপতি। হেনকালে সন্ন্যাসী বলিল রাজা প্রতি ॥ কিছুকাল রহ রাজা এই পুষ্পবনে। আমি যাব অন্য স্থানে ফল অন্বেষণে ॥ এ কথা বলিয়া ভুলো চলিল সন্ন্যাসী। পুষ্পবনে নৃপতি রহিল একা বসি ॥ কতক্ষণে দিগম্বর ফল লয়ে হাতে। উপনীত হৈল আসি রাজার সাক্ষাতে ॥ তদন্তরে নৃপতিরে সমর্পিল ফল। দেখি ফল বাড়ে বল ভূপ চলাচল ॥ ফল লয়ে হৃষ্ট হয়ে নৃপতি তখন। সমাদরে সন্ন্যাসীরে করয়ে স্তবন ॥ স্তবে তুষ্ট ভূপতিরে প্রশংসি বিস্তর। তদন্তর অন্তর্ধান হৈল দিগম্বর ॥ সন্ন্যাসীরে না দেখিয়ে চন্দ্রসেন রায়। বিস্তর বিলাপি রাজা করে হায় হায় ॥ মণ্যজ্ঞানে মোক্ষ ধনে না পারি চিনিতে। হারালেম ফণীমণি কাঁচের লোভেতে ॥ এই মত অন্তরেতে ভাবিয়া বিস্তর। নিজালয়ে লয়ে ফল চলে নৃপবর ॥

ফল ভক্ষণে রাণীর গর্ব্ভ ধারণ বিবরণ।

ত্রিপদী। ফল লয়ে নৃপবর, উপনীত তদন্তর, আইলেন

আপন ভবনে। প্রবেশিয়া অন্তঃপুরে, ডাকি নিজ মহিষী
বিবরণ কহে হৃষ্টমনে ॥ শুনিয়া ফলের ফল, হস্তেতে লই
ফল, উল্লসিত হৈল মনে সুখী। উদ্দেশে প্রণাম করে,
করে সন্ন্যাসীয়ে, যত্নে ফল রাখে চন্দ্রামুখী ॥ হেনকালে
কালে, সেই দিন সন্ধ্যাকালে, মহিষী হইল ঋতুবতী। শু
ভূপ এ সম্বাদ, ভাবে মনে কি আহ্লাদ, সুপসাধে দুঃখ অ
হতি ॥ তার পরে শশীমুখী অন্তরে হইয়া সুখী, সময়ে ক
ঋতুস্নান। খেয়ে ফল হৃষ্টমতি, রজনীতে গুণবতী, নৃপতি
দিয় রতি দান ॥ নানা রাগ রঙ্গে ভঙ্গে, সুখে ভূপতির স
অনঙ্গে বিহারে মন সুখে। এইরূপে কিছু দিন, হৃষ্টমন
জন, রহিলেন মনের কৌতুকে ॥ অপগুণ দৈবগতি, র
হৈল গর্ব্ববতী, ভূপ অতি তুষ্টমতি শুনে। হয়ে পুলকিত
করে রাজা বিতরণ, দেয় দান দুঃখী দ্বিজ দীনে ॥ নিত্য
মনোল্লাস, পূর্ণ হৈল দশমাস, সময়েতে প্রসবে নন্দ
হেরিয়া পুত্রের মুখ, ঘুচিল মনের দুঃখ, মগনা মহিষী হৃষ্টম
নৃপতি সংবাদ পেয়ে, অন্তঃপুরে আসি ধেয়ে, পুত্র হেরে
মনানন্দ। কি কব পুত্রের রূপ, সুলাবণ্য অপরূপ, হেরি
ভূপ উথলে ॥ চন্দ্র জিনি মুখ শোভা, অতি বড় মনোলো
বিনাদীপে রূপে তম আলো। সুরূপের রূপ দূর, কন্দ
দর্পচুর, চাঁদমুখ হেরি চন্দ্রকালো ॥ মন পুষ্প বিকসিত,
অতি আনন্দিত, নানা দান করে দ্বিজগণে। নানা
মহোৎসব, বিস্তারিয়া কত কব, অনুভব কর জ্ঞানীজনে
ষষ্ঠীপূজা আদি যত, বর্ণনা করিব কত, নানামত বা
বর্ণিতে। রাজা রাণী মনোল্লাসে, শুভ দিনে ষষ্ঠমাসে,
অন্ন দিল আনন্দেতে ॥ বহুবিধ অলঙ্কারে, সাজাইল
ধরে, তাহে করে অঙ্গে দীপ্তছটা। একে অতি সুগঠন, তা
অঙ্গে আভরণ, সুশোভন রূপে রূপ ঘটা ॥ এ জগতে অ
পম, সকলের মনোরম, সুগঠন জিনি কাম ঠাম। জ্যো

দৈবজ্ঞগণে ডেকে, রাশি গ্রহগণ দেখে, বিজয়চন্দ্র দিল নাম ॥ শশী বৃদ্ধি দিন দিন, নিশাকর কলা যেন, সর্ব্ব জন মন আনন্দিত। হেরিয়া পুত্রের মুখ, দূরে যায় মনোদুঃখ, সদাই নৃপতি পুলকিত ॥ দিনে দিনে দিন গত, এই মতে নৃপসুত, প্রবেশিল পঞ্চম বৎসরে। নৃপবর হৃষ্টমনে, শিক্ষা জন্য শুভক্ষণে, সুশিক্ষকে নিয়োজন করে ॥ প্রথমেতে বর্ণমালা, পরেতে দ্বাদশ কলা, ক্রমাগত বৃদ্ধি দিনে দিনে। নানা কাব্য সুবিধান, ব্যাকরণ অভিধান, পড়িতে লাগিল হৃষ্টমনে ॥ বহুবিধ পরিশ্রমে, বিদ্যা বৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে, হয় লব্ধ যতনে রতন। আপনার কর্ম্ম ফলে, নৃপতির অগোচরে, মিষ্ট বাক্যে সদা তুষ্ট মন ॥ সর্ব্ব ঠাঁই ধন্য ধন্য, গুণে গুণিগণ মান্য, অগ্রগণ্য পুণ্য কর্ম্মে রত। শিক্ষা কৈল রাজনীতি, হিতা-হিত সুরীতি, ভূপতির রীতি নীতি যত ॥ নিতান্ত সে দান্ত শান্ত, গুণবন্ত বলবন্ত, সে যথা কৃতান্ত পায় ভয়। আসিয়া বিপক্ষদলে, বাহুবলে ভুজবলে, করিল অনেক দেশ জয় ॥ এক দিন ভাবি মনে, ডাকি নিজ বন্ধুগণে, সৈন্যেতে সাজিল সত্বর। সঙ্গে লয়ে নিজগণ, মৃগগণ অন্বেষণ, বিপিনে গমন তার পর ॥ সাধিতে আপন কার্য, প্রবেশ অরণ্য মাঝ, রাজ পুত্র হরষিত মন। শিবচন্দ্র অনুসারে, ত্রিপদী বিস্তার করে, দীন দ্বিজ রাজনারায়ণ ॥

রাজপুত্রের মৃগ অন্বেষণে কন্যা দর্শন।

পয়ার। বহু সৈন্য রাজপুত্র অরণ্যে প্রবেশি। মৃগ ব্যাঘ্র মারিয়া করিল রাশি রাশি ॥ হেনকালে শুন এক দৈবের ঘটন। হেরিয়া হরিণ এক রাজার নন্দন ॥ ধনুকে টঙ্কার দিয়া ছাড়িলেক শর। না হইল বাণাঘাত ধাইল সত্বর ॥ অশ্বারোহে রাজপুত্র ধাইল পশ্চাতে। প্রবেশ করিল মৃগ দুর্গম বনেতে ॥ সেই বনে হরিণ হইল অদর্শন। হেনকালে

দৈবক্রমে নিশা আগমন ॥ ভ্রমিয়া রাজারপুত্র মৃগ অন্বেষণে। ক্ষুধানলে অঙ্গজলে কাতর জীবনে ॥ ভয়ে ভীত সচিন্তিত ভাবিয়া অন্তরে। বৃক্ষতলে অশ্ব বাঁধি উঠে বৃক্ষোপরে ॥ বৃক্ষেতে বসিয়া ভাবে রাজার নন্দন। হেনকালে সেই স্থলে শুন বিবরণ ॥ আচম্বিতে তথা এক আইল যুবতী। জিনি রতি রতিপতি তার পদে মতি ॥ কাম অঙ্গ সুরঙ্গ যে কুরঙ্গ নয়নী। মৃদুহাসে তমোনাশে সহাস্য বদনী ॥ কি কব তাহার রূপ কি বর্ণিব আর। পূর্ণ ইন্দু বোধ হয় বিন্দু রূপ হেরি তার ॥ হেরিয়া কন্যার রূপ রাজার নন্দন। মদনে মোহিত অঙ্গ পুলকিত মন ॥ ধরিবারে কন্যারে ভাবিয়া মনে মন। শীঘ্রগতি হৃষ্টমতি নামে ততক্ষণ ॥ রূপবতী সে যুবতী বুঝি তার মন। মৃদুহাসে মিষ্টভাষে কহিল বচন ॥ ইচ্ছা হয় মোরে পাবে দেখ অন্বেষণে। তুমি মিলনে নানা সুখে থাকিব দুজনে ॥ এত বলি ছলে চলি যুবতী তখন। সেই স্থানে ততক্ষণে হৈল অদর্শন ॥ রাজসুত দুঃখযুত কন্যারে না হেরি। কান্দে ফেলে কোথা গেলে নিষ্ঠুরা সুন্দরী ॥ হায় হায় প্রাণ যায় কি দায় ঘটিল। দিয়া নিধি বিধি বাদী হরিয়া লইল ॥ কামানলে দুঃখানলে গিয়া নিজালয়ে। বন্ধুগণে ততক্ষণে কহিল ডাকিয়ে এ কি ব্যথা ওহে সখা মন উচাটন। সখা বলে বল দেখি কি হেতু এমন ॥ রাজপুত্র বলে এক হেরিয়া কন্যারে। সুধা সাধে রূপ চাঁদে পড়িয়াছি ফেরে ॥ দেখি হাসি সুখে ভাসি প্রেমফাঁসি গলে। অন্বেষণে পাবে দেখা গেল ইহা বলে ॥ অতএব যাব আমি তার অন্বেষণ। মোর সঙ্গে চল হও বন্ধু যেই জন ॥ এত শুনি সম্মত হইল তিন জন। মন্ত্রীপুত্র পাত্রপুত্র বিপ্রের নন্দন ॥ চারি জনে তুল্য রূপে গুণে গুণবান। দ্বিজবলে অন্য জনে না দেখি সমান ॥ গোপনেতে চারি অশ্ব করিল সাজন। অতঃপরে নৃপতিরে কহে নিবেদন ॥ স্বরাজ্য ভ্রমণে যাব দেহ অনুমতি। এত শুনি অনুমতি দিলেন ভূপতি ॥

দিন স্থির করি যাত্রা করে চারিজন। শিবচন্দ্রাদেশে রচে রাজনারায়ণ ॥

চারিজন্ক কন্যা অন্বেষণে গমন।

ত্রিপদী। চলিলেন চারিজন, অঙ্গে করি আভরণ, প্রেম মিশ্রা ভাবার তরঙ্গে। মনে হয়ে প্রেমোন্মাদ, অন্য নাহি সুপ্রকাশ, কাম্যসুখে কন্যার সন্ধানে ॥ নিজ দেশ এড়াইয়া, অন্য রাজ্যে প্রবেশিল, মনে হয়ে হরিষ বিষাদ। ভাবিয়া সে চন্দ্রমুখী, পাব আশে মনে সুখী, মিলনেতে ভাবিয়া প্রমাদ। কিসে তবে কোথা পাব, কার কাছে আগে যাব, কে জুড়াবে মনের অনল। ভাবিয়া কন্যার রূপ, অতি বড় রসকূপ, কাঁদে চুপেচুপে ঢলাঢল ॥ অন্য চিন্তা নাহি আর, দিবা নিশি অনিবার, তাহে আর চক্ষে বহে জল। মধ্যে মধ্যে সাজিয়া মন্ত্র, হাদি হলে ঐক্য তন্ত্র, কাটে বক্ষ না হেলে সফল ॥ সে ধনীর অঙ্গে অঙ্গে, কবে ভরিব অনঙ্গে, তাহে অঙ্গে কাম দুঃসহন ॥ কন্যার কথা প্রসঙ্গে, ভাসে অতি মনরঙ্গে, মদনে লোহিত ক্ষীণ বল ॥ সমস্ত কন্যার কাব্য, ভাবে ভাবি ভাবি ভাব্য, কেমনে সে ধন লভ্য হবে। অনুমানে আনুরক্ত, রূপাশক্ত সদা শক্ত, হেন বালা কে মুক্ত করিবে ॥ অকালে বসন্তকাল, বিশেষত রোষে বালা, জ্ঞান হয় যেন অন্তকাল। অশান্ত রতির পতি, নাহি দয়া সে যুবতী, মোরে অতি ঘটায় জঞ্জাল ॥ বসন্ত দুরন্ত বান, প্রাণে হানে সন্দিপন, তাহে মন হরিণ সমান। প্রাণ যায় মরি মরি, বিনে তরী কিসে তরি, না হেরে হারায় বুঝি প্রাণ ॥ দিবা নিশি দুঃখে ভাসি, তাহে আসি নিশি শশী, হাসি যেন হাসিছে আমারে। কোকিল পঞ্চম স্বরে, নিরন্তর জ্বালায় মোরে, বিশেষত নিশাকর করে ॥ যে দিকে নিরখি আঁখি, সেই দিকে চন্দ্রমুখী, কায়া হীন ছায়া অতিপ্রায়। মুখে দিয়া প্রেমফাঁস, পলাইল সে রূপসী, করি মোরে উদাসীন

ন্যায় ॥ কেমনে পাইব দেখা, কহ দেখি ওহে সখা, কি করি ভ, বলহ উপায়। কারেক নয়নে হেরি, নিল মন চুরি করি, এখন না হেরি প্রাণ যায় ॥ সখা বলে মহারাজ, কহিতে শুনিতে লাজ, ধৈর্য্য হও অন্বেষণ করি। হয় হেন অনুভব, ঘটিবে অবশ্য তব, অন্বেষণে মিলিবে সুন্দরী ॥ দেখ এই ভূমণ্ডলে, যতনে রতন মিলে, কিন্তু তার মূল মাত্র চেষ্টা। পাতিলে বুদ্ধির ফাঁদ, ধরি আকাশের চাঁদ, পতি ছাড়ি সতী হয় ভ্রষ্টা ॥ অন্বেষণ যেবা করে, অসাধ্য সাধিতে পারে, কি ছার রমণী তুচ্ছ তার। রাজপুত্র বুদ্ধিমান, আছে সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞান, জ্ঞানী হইয়া না হও উর্ব্বার ॥ দিবা হৈল অবসান, দিবাকর অস্তযান, যাই চল নগর ভিতরে। এত ব... বিনাইয়া, রাজপুত্রে বুঝাইয়া, চারি জন চলে ধীরে ধীরে ॥ প্রবেশিয়া নগরেতে, দেখে যত চারিভিতে, ইষ্টক রচিত কত পুরী। জলকুম্ভ কক্ষে করি, করী কুম্ভ বক্ষে ধরি, কুতূহলে চলে যত নারী ॥ তদন্তরে চারি জনা, মনে করে বিবেচনা, উপনীত এক বিপ্র দ্বারে। মন্ত্রীপুত্র বিচক্ষণ, সুপণ্ডিত সুলক্ষণ, ডাকে গৃহস্বামী আছ ঘরে ॥ এত শুনি দ্বিজবর, আইলেন সসত্বর, দেখিলেন পথিক অতিথ। পথশ্রান্তে ক্লান্তমতি, দেখি দ্বিজ শীঘ্রগতি, সমাদরে বসায় ত্বরিত ॥ ডাকি নিজ ভৃত্যগণে, আজ্ঞা দিল ততক্ষণে, করাইতে পদপ্রক্ষালন। শুনি বিপ্র দাসগণ, হয়ে হরষিত মন, পদধৌত করিল তখন ॥ পথশ্রান্তি দূরে গেল, চারিবন্ধু যুড়াইল, তদন্তর করিল ভোজন। ভোজনান্তে আচমন, পরে তাম্বূল ভক্ষণ, অবশেষে করিল শয়ন ॥ নিদ্রা আকর্ষণ হৈল, চারিবন্ধু ঘুমাইল, সুখে নিশি বঞ্চিল তথায়। নিশি হৈল অবসান, নিদ্রা হৈল সমাধান, পক্ষগণ আহ্লাদে গায় ॥ কোকিল কোকিলাগণ, কুহুস্বরে করে গান, দিবাকর হইল উদয়। স্মরি হরি শুভনাম, করিয়া বিপ্রে প্রণাম, চলিলেন আনন্দ হৃদয় ॥ দ্বিজ শিবশিবদাস, শিব পদ সদা আশ,

অভিলাষ শিবের চরণ। তার আজ্ঞা দৃঢ় করি, অন্য পরিহরি, রচে দ্বিজ অঙ্গ-ব্রাহ্মণ ।।

চারিবন্ধুর অরণ্যে গমন।

পয়ার। প্রাতঃকালে কুতূহলে চলে অশ্বে চড়ি। কাল-ন্দে নিরানন্দ অন্ন হারা নড়ি ।। পরিহরি সে নগরি স্মরি রিনাম। দীন ভনে নিজগুণে না হইবে বাম ।। অভিপ্রায় মোময় প্রাণ নিবেদন। কামিনীর মনচোর কামিনীরঞ্জন ।। মামর দেহ শীঘ্র কামিনী সন্ধান। এত বলি চারিজন করিল প্রস্থান ।। এই রূপে চারি জন বাহিতে যাইতে। উপনীত হৈল ক দুর্গম বনেতে ।। তার মধ্যে এক পথ করি দরশন। পথ অনুসারে পরে করিল গমন ।। হেনকালে সেই পথে গিয়া ক্ষণ। পথ হত হয়ে সবে ভীত হৈল মন ।। অন্ধকার ঘোর-র বৃক্ষের সমস্তা। সূর্য্যের কিরণ রুদ্ধে আচ্ছাদিত লতা ।। দেবতার গম্য নহে মনুষ্য কি ছার। শত শত সিংহ ব্যাঘ্র হীষ গণ্ডার ।। ভল্লুক ভল্লুক কপী প্রবীণ হরিণ। মত্ত করী-ণ অগ্নি রহে নিশি দিন ।। বহুমত্ত শিবা কত সংখ্যা নাহি য়। পিশাচ নিবাস তথা বৃক্ষে নক্কালয় ।। ক্ষণে ক্ষণে দন্ত-নি শব্দ কড়মড়। ক্ষণে ক্ষণে বহে বায়ু প্রলয়ের ঝড় ।। হস্তী স্তী শুণ্ডে শুণ্ডে শুণ্ডে জড়াজড়ি। দন্তে ঝম্পে ভূমি কম্পে ন্ত কড়মড়ি ।। দেখি ভয়ে ভীত হয়ে বন্ধু চারিজন। কি রিব কিসে হব এ দায়ে মোচন ।। ভীত হয়ে চারিজন উঠে কডালে। দেখিলেন দিবাকর চলে অস্তাচলে ।। নির্বিঘ্ন গমির আসি বনে প্রবেশিল। তমো আগমন তৎক্ষণ আসি ল ।। মহাভয়ে চারিবন্ধু চিন্তে নারায়ণে। ভগবান কর াণ ভয় ভীত জনে ।। রাজপুত্র বলে শুন পাত্রেরকুমার। মার বাক্যে অতঃপর কর অঙ্গীকার ।। প্রথম প্রহরে হও মুক্ত প্রহরী। তিন জন কিছু কাল নিদ্রা পরিহরি ।। যখন আমার পালা সম্পূর্ণ হইবে। তদন্তর মম নিদ্রা ভঙ্গ করে-

...দে ॥ শুনিয়া পাত্রের পুত্র নিযুক্ত হইল। আর তিনজন ...ক্ষে ঘুমাতে লাগিল ॥ হেনকালে দেখ এক দৈবের ঘটন। ভয়ঙ্কর সর্প এক দিল দরশন ॥ ফণীর মণির আলো হৈল বনময়। দেখিয়া পাত্রের পুত্র হইল বিস্ময় ॥ দুঃখেতে না হেরে হাকো স্থগিত হইল। কিবল সর্পের মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল ॥ অন্ত নাহি দৃষ্টি হয় মাথায় বেষ্টিত। দেখি ফণিমণি ফণা অতি সুশোভিত ॥ নাসার নিশ্বাস বহে প্রলয়ের বাত। কাটি পাশু পাক্ষ ভক্ষে শব্দ কড়মড় ॥ পুচ্ছের প্রহারে মূর্চ্ছা হয় হস্তীগণ। অস্থি সহ হস্তীগণ করয়ে ভক্ষণ ॥ হেনকালে উপনীত সেই বৃক্ষপাশে। চারি অশ্ব উদরস্থ হইল নিশ্বাসে ॥ হেনমতে ক্ষণকাল করিয়া ভ্রমণ। উদর পূরিয়া সর্প করিল গমন ॥ অন্তরেতে পাত্রপুত্র চিন্তে ভগবান। সর্পহাতে এ দায়েতে রক্ষা কর প্রাণ ॥ এই মতে নিজ পালা পূর্ণিত হইল। অঙ্গী-কার মত রাজপুত্রেরে ডাকিল ॥ নিদ্রা হৈতে রাজপুত্র উঠিয়া বসিল। নিজ প্রহরের কর্ম্মে নিযুক্ত হইল ॥ সর্প কথা না কহিল পাত্রের তনয়। কি জানি যদ্যপি সখা মনে পান ভয় ॥ অনন্তরে পাত্রসুত করিল শয়ন। প্রহরীর কর্ম্মেতে রহে রাজার নন্দন ॥ দাঞীহাট বাস দ্বিজ দ্বিজগণ দাস। অভিলাষ এই গ্রন্থ করিতে প্রকাশ ॥ শিবচন্দ্র রক্ষাকর শিবের ঘরণী। এই ভিক্ষা দেহ মোরে শুনগো জননী। রচিবারে শিব আজ্ঞা হইল যেমন। সেই মত রচে দ্বিজ রাজনারায়ণ ॥

দৈত্য স্ত্রী সহ কথোপকথনে রাজপুত্রের উপদেশ প্রাপ্ত।

লঘু-ত্রিপদী। অন্ধকার নিশি, অপ্রকাশ শশী, ভাবে বসি রাজসুত। করিয়া কেমন, হইব মোচন, অঘটন শত শত ॥ নিজ রাজ্য ত্যজি, ভার্য্যা লোভে মজি, বুঝি শেষে যায় প্রাণ। বাঁচিবার কারণ, এত অঘটন, না হৈল তার সন্ধান ॥ ভাবিতে ভাবিতে, শুনে আচম্বিতে, মনুষ্যের প্রায় ধ্বনি। হেন জ্ঞান

য়, হোঁচে কথা কয়, মনে ভয় হয় শুনি ।। কেহ জিজ্ঞাসিলে।
এ বনে কে আছে, কহ দেখি বিশেষিয়া। শুনি আর দল,
রহিছে তখন, অন্য জনেরে হাসিয়া।। এই বৃক্ষোপরে,
আছে চারি নরে, রাত্রি করে জাগরণ। শুন অতঃপর, কহি
সবিস্তার, আর যত বিবরণ। শুন আদ্য সূত্রে, এই রাজপুত্র
দেখে এক সুবদনী। তার অন্বেষণে, যায় চারিজনে, মনে
হয় অনুমানি।। মিথ্যা আশা তৃষ্ণা, বৃথা তার চেষ্টা, অদৃষ্টা
অগম্য স্থান। দৈত্যে যাওয়া তার, মানব কি ছার, না পাবে
তার সন্ধান।। শুনি দৈত্য শিরা, বিনয় করিয়া, পুনি
দৈত্যেরে কয়। কোথায় বসতি, কাহার যুবতী, কত রূপবতী
হয়। দেব কি দানব, রাক্ষস মানব, কি বৈষ্ণব কারসুতা।
শুনি দৈত্য কয়, কথা গোপ্য নয়, তথাচ শুন সে কথা।। পেয়ে
নিমন্ত্রণ, গেলেম যখন, প্রমত্ত দৈত্য ভবন। হেন বড় শোভা,
নিশি যেন দিবা, শোভা মণির কিরণ।। আইল লক্ষ লক্ষ,
নানা মত যক্ষ, আর যত অভক্ষ্য প্রাণী। কেহ বা সুঠাম, রূপ
অনুপম, নাম ধাম নাহি জানি।। রাক্ষস পিশাচ, দেখি কত
নাচ, হীন বাস কত শত। আইল ভূত সব, সঙ্গে নিয়া শব,
শবমুণ্ড হস্তে গত।। কেহ বা উলঙ্গ, কার নানা ভঙ্গ, দেখি
অঙ্গ ভয়ঙ্কর। ভূমি কম্পমান, করে আস্ফালন, উড়ে প্রাণ
লাগে ডর।। কোন জন ঝম্পে, করি ঝম্পে লম্ফে, ভূমি কম্পে
পদভরে। শব্দ ঝপ ঝাপ, ঘন ঝুপ দাপ, দেয় লম্ফ শূন্যো-
পরে।। করে ছটাছুটি, শব্দ চটাচটি, হয় মাটি কম্পমান।
ডাকিনী যোগিনী, আর পিশাচিনী, ভৈরবিনীগণ গায় [illegible]
চৌদিকে ভৈরব, করে মহারব, গড় হীন সব অঙ্গ। ভূত [illegible]
ভাল, প্রলয়ের কাল, হস্তে নাহি তাল ভঙ্গ।। কেহ [illegible]
খেলে, চক্ষে অগ্নি জ্বলে, কেলে তুলে শব মাথা।। কেহ [illegible]
বিভুজ, কেহ বা কুব্জ, নর শির গলে গাঁথা।। [illegible]

হেন শত শত, সংখ্যা মত অগণন। কেবা কোন জাতি, কোথায় বসতি, কেবা জানে বিবরণ ॥ তবে ভূত ভূপ, ধরি নিজ রূপ, সভা অগ্রে উপনীত। হেনই সময়, চরাচরময়, দেখি আইল এক দূত ॥ নিবেদিল যত, অশ্রুত অদ্ভুত, কত কব সব কথা। পরে নিবেদন, করিল সে জন, অপূর্ব্ব এক বারতা ॥ হিমালয় পাশে, অগম্য সে দেশে, বৈসে এক মহারাজা। ধন ধান্য যুত, রাজ্য অপ্রমিত, বহু শত শুভ প্রজা ॥ আছে এক কন্যা, রূপে মহী ধন্যা, অন্যে অতুলনা তার। বিদ্যুৎ বরণী, স্থির সৌদামিনী, রূপ জিনি নিরুপার ॥ কাদম্বিনী জিনি, ঘুতিমির বেণী, ফণী মণি শোভা করে। চাঁচর চিকুর, অতি চমৎকার, বিম্ব জিনি ওষ্ঠাধর ॥ দেখি রাজবালা, চপলা চঞ্চলা, অচলা হইল গিরি। তার হৃদিমাঝে, আসিয়া বিরাজে, সাজে কুচ রূপ ধরি ॥ দেখি চন্দ্রানন, চন্দ্র দুঃখী মন, গমন গগণোপরে। হেরিয়া বদন, করিছে রোদন, ভাসিছে নয়ন নীরে ॥ নেত্রযুগ মীন, হেরিয়া হরিণ, লাজে পৌঁছে গেল বন। তাহার ভ্রূযুত, দেখিয়া মন্মথ, নিন্দে নিজ শরাসন ॥ অতি মনোলোভা, দন্ত শুভ্র শোভা, কুন্দ পুষ্প গেল বন। নব পল্লবের, রেখা সুবিস্তার, তার মধ্যে সুশোভন ॥ জিনিয়া ভাস্কর, সিন্দূর বিন্দুর, মনোলোভা শোভা ভালে। কানেতে কুণ্ডল, করে ঝলমল, কণ্ঠে কণ্ঠহার দোলে ॥ বাহুর গঠনে, ভয় পেয়ে মনে মৃণাল পশিল নীরে। সিংহ ব্যাঘ্র জিনি, ক্ষীণ মাজা খানি, তাহে শোভা চন্দ্রহারে ॥ রম্ভাতরু জিনি, উরুর বলনী, মরাল গামিনী ধনী। কোটি চন্দ্র আভা, তার নখ শোভা, মনোলোভা দেবে জিনি ॥ জগতে উত্তমা, রম্ভা তিলোত্তমা, তার দাসী সম নয়। আর কি কহিব, কর অনুভব, বুঝ সব মহাশয় ॥ তার এক জানি, শুন নৃপমণি, তার [illegible]ের কন্যা, মর্ত্ত্যেতে ভূপতি, দেব শচীপতি, শুনি রূপের ধার [illegible] জানি শুভক্ষণে, কন্যার ভবনে, বরিতে কহিব

তারে ॥ যৌবনের ভার, তুচ্ছ জ্ঞান তার, না বরিল দেব বরে ॥ দেখি দেবরাজ, পেয়ে বড় লাজ, বিনা ব্যাজে শাপ দিল। যে তোমা ইচ্ছিবে, তখনি মরিবে, যৌবন হবে বিফল ॥ শুনি রাজবালা, হইয়া ব্যাকুলা, চঞ্চলা হইলা মনে। করোড় কুকায়, ক্ষম দেবরাজ, দয়া কর নিজ গুণে ॥ বিনয় শুনিয়া, ইন্দ্র বশ হৈয়া, কহিলেন পুনর্ব্বার। শুন কহি আমি, নর-লোকে স্বামী, নিশ্চয় হবে তোমার ॥ পুনঃ ধনী কয়, কহ মহাশয়, কেবা হবে মোর পতি। কেমনে এমন, হইবে ঘটন, কিসে যাবে এ দুর্গতি ॥ অচিন্ত্য নামেতে, বিখ্যাত জগতে, তথা রাজা চন্দ্রসেন। তাহার নন্দন, গুণে গুণবান, রূপেতে মদন যেন ॥ মৃগয়া কারণ, আসিবে কানন, তুমি দিবে দর-শন। ধরিতে আসিবে, অন্তর্দ্ধান হবে, তবে করিবে সন্ধান ॥ কিছু দিন পরে, পাইবে তাহারে, হইবে সুখে বিবাহ। যাবে সব দুঃখ, পাবে মনোসুখ, এ জ্বালা হবে নির্ব্বাহ ॥ এ কথা কহিয়া, অন্তর্ধান হৈয়া, ইন্দ্র গেল স্বর্গপুর। এই সমাচার, শুন সুবিস্তার, ওহে দৈত্য নৃপবর ॥ শুনিয়া ভূপতি, সবিস্ময় মতি, সভা সহ বিচলিত। পরস্পর মনে, ভাবে সর্ব্ব জনে, সে কন্যা হয়ে বাঞ্ছিত ॥ রজনী প্রভাতে, আপন দেশেতে, চলি-লেন সর্ব্বজন। কন্যার সম্বাদ, শুনিবারে সাধ, শুনিলেক বিবরণ ॥ এ কথা শুনিয়া, বিনয় করিয়া, দৈত্যপত্নী কহে পুনঃ। কহ প্রাণনাথ, দিয়া কোন পথ, যাবে এরা চারিজন ॥ কিসে দেখা হবে, কে বল মিলাবে, ঘটাবে হেন ঘটনা। শুনি দৈত্য কহে, শুন প্রিয়ে ওহে, নাহি নর হেন জনা ॥ তবে এক জানি, শুন সুবদনী, কন্যার সন্ধান কথা। কান্যকুব্জ নাম, দেশ অনুপাম, সংবাদ পাইবে তথা ॥ সকলে প্রকাশ, সে দেশে নিবাস, করে এক সদাগর। আছে এক সুতা, সর্ব্ব গুণ যুতা, অতুলা তুলনা তার ॥ সাধুর কুমারী, শোভে এক নারী, কি কব তাহার গুণ। যাহা জিজ্ঞাসিবে, সকল কহিবে, সর্ব্ব

শেষ বিবরণ॥ যদি সেই নারী, অনুগ্রহ করি, দেয় শারী এই বরে। সকল মঙ্গল, হইবে সফল, পাইলে বাসনা পূরে॥ কহিতে কহিতে, দেখে আচম্বিতে, নিশি হৈল অবসান। বলি সবিশেষ, দিবার প্রবেশ, হৈল দোঁহে অন্তর্দ্ধান॥ রাজার নন্দন, আনন্দিত মন, শুনি সব বিবরণ। আনন্দিত মনে, ত্রিপদী রচনে, রচে রাজনারায়ণ॥

চারি বন্ধুর অরণ্য হইতে গমন।

পয়ার। হইল ভানুর দীপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর। বৃক্ষ হৈতে আনন্দেতে নামিল সত্বর॥ সেই পথে কাননেতে করিল প্রবেশ। সে পন্থায় পুনরায় কালাকুঞ্জ দেশ॥ কন্যার প্রসঙ্গে রঙ্গে চলে চারিজন। ভাবে ঢলঢল হয়ে প্রেম আলাপন॥ কুতূহলে সবে চলে আনন্দ অন্তর। কতদূরে গিয়া এক দেখিল নগর॥ প্রাচীরেতে চারিভিতে আছয়ে বেষ্টিত। মনোহর চারি দ্বার তাহাতে শোভিত॥ দ্বারি কত শত শত আছে দ্বারে দ্বারে। পুষ্পবন তরুগণ নগর ভিতরে॥ দেখিয়া দ্বারের শোভা হরষিত মন। তদন্তরে নগরে প্রবেশে চারিজন॥ সুশোভন পুষ্পবন মন উচাটন। সংখ্যা মত পুষ্প যত না হয় বর্ণন॥ মল্লিকা মালতি যূথী অতি মনোহর। অশোক কিংশুক বক প্রফুল্ল টগর॥ কুন্দ সে আনন্দদায়ী গন্ধ মনোরম। শ্বেত রক্ত জবা মনোলোভা অনুপম॥ চম্পক তিলক বক বাকস বকুল। যার গন্ধে মকরন্দে ধায় অলিকুল॥ প্রফুল্ল মাধবী আর কেতকী সুন্দর। মুচকুন্দে গন্ধ আমোদিত মধুকর॥ চন্দ্রমণি সূর্য্যমণি দেখি মণি দোলে। কাঞ্চন অর্জ্জুন ঘন ঘন বৃক্ষ দোলে॥ করবী কেশর প্রফুল্ল তুল্য দিব কিবা। কোকনদ গন্ধামোদ করে অতি শোভা॥ সেফালিকা সেঁউতী মল্লিকা শ্বেত বক। করে বন সুশোভন শ্বেত স্বচম্পক॥ কদম্ব কুসুম মনোরম এ জগতে। অনুপমা নাহি সীমা বাক্যেতে

র্বিতে ॥ তমাল হীন্তাল তাল তাল সুশোভন। আম্র জম্বু
সাল তাল অসংখ্য বর্ণন ॥ পক্ষগণ অনুক্ষণ করয়ে ভ্রমণ।
চক্রবাক চক্রবাকী বক বকীগণ ॥ হংস হংসী দেখি শুক সারী
সর জল ॥ নানা বর্ণে স্থানে স্থানে প্রফুল্ল কমল ॥ মুহুর্মু
কুহু কুহু ডাকে পীকগণ। মন্দ মন্দ পুষ্প গন্ধ বহে সমীরণ ॥
বারমাস নিবাস তথায় রতিপতি। কান্ত সঙ্গে মন রঙ্গে সুখে
করে রতি ॥ সতত বসন্ত রতিকান্ত সঙ্গে করি। মদন রক্ষিত
বন কোকিল প্রহরী ॥ দেখি চারি জন মন নন্দনে মোহিত।
কিবা সরোবর মনোহর সুশোভিত। কুতুহলে রাজপুত্র ফুল
তুলি নিল। মনোসুখে কৌতুকে আঘ্রাণ নাকে দিল ॥ সেই
ছলে ফুল তুলি লইল আঘ্রাণ। ক্রোধ মনে মদন হানিল ফুল
বাণ ॥ অনঙ্গে জারিল অঙ্গ হইল দাপিত। কি হইল কি
ঘটিল হিতে বিপরীত ॥ ওহে সখা একি লেখা মন উচাটন।
সখা বলে গেলে জলে যুড়াবে এখন ॥ এতবলি গেল চলি
সরোবর তীরে। ভাবি মনে তত্ক্ষণে প্রবেশিল নীরে ॥ পঞ্চ
বাণে যার প্রাণে হানে ফুলধনু। গেলে জলে দ্বিগুণ জ্বলে
উঠে পুনঃ পুনঃ ॥ হরি হরি মরি মরি কি করি উপায়। মদনা-
নল নিলে জল কভু না নিভায় ॥ দুঃখী জন সুখী নন বিধাতা
বৈমুখ। ঘরে পরে অন্তরে সদাই বাড়ে দুঃখ ॥ দেব নরে
সুরাসুরে সমুদ্র মন্থিল। করি বহু সুধা রত্ন অনেক উঠিল ॥
পারিজাত ঐরাবত নিল পুরন্দর। গর্ব্ব ব্যাপ্ত লক্ষ্মী প্রাপ্ত
হৈলা দামোদর ॥ সুধাপানে ক্ষুধা হীন হৈল দেবগণ। পুনি
হর পুনর্ব্বার করিল মন্থন ॥ বিধি বশে ভাগ্য দোষে উঠে
হলাহল। সুরাসুর দেব নর যায় রসাতল ॥ বিষ ভয়ে ভীত
হয়ে দেব নিশাকর। নিবারণ হেতু উঠে গগণ উপর ॥ কেমন
যদি গেল বিধি জানিল অন্তরে। ভাবি মনে তত্ক্ষণে পাঠায়
রাহুরে ॥ শশধর দুঃখান্তর গেল শিব ভালে। মনুষ্য জনম
তথা দুর্জ্জনায় স্থলে ॥ কর্ম্মফলে নানা ছলে ঘটিল দুর্গতি।

...দেখি বিধি বাদী দুর্গতি সংপ্রতি ॥ এইরূপ ভূপসুত
...ক্লেশ । মনাগুণ দ্বিগুণ বলে বিগুণ বিধাতা ॥ হেনক
...সনে এলো একধনী । সখীসঙ্গে রঙ্গেভঙ্গে অনঙ্গমোহি
...ভব্যা নব্যা দিব্য ভাব্যবিলাসিনী । সুপ্রকাশ্য আস্য
...বদনী ॥ সদা মন্দ মন্দ মন্দ গজেন্দ্র গামিনী ।
...জিনি দীপ্ত নয়নে বাখানি ॥ অবিশ্বাস দেখি চাঁদ
...ভয়ে । কলঙ্ক মৃগাঙ্ক হীন সে দুঃখ সরোজে ॥
...মকরন্দ জ্ঞান করে । সদানন্দ করে দ্বন্দ চ
...ভ্রমরে ॥ কাদম্বিনী বেণী ফণী অঙ্গে মণিময় । সুধা
...আসা তিলফুল প্রায় ॥ মনোহর ওষ্ঠাধর রক্ত
শোভা ; মুক্তাহারে শোভা করে স্তন মনোলোভা ॥
...অঙ্গ সম নাহি তার । পীনগিরি দাড়িম্ব কদম্ব
...র ॥ কেশরী জিনি কাঙ্গালি অলি মধ্যদেশ । বর্ণ
হৈল নষ্ট দেখি সে সুবেশ ॥ অম্বু সরোবর নাভি
অম্বুজ । মৃণাল সদৃশ তার জন্মিল দ্বিভুজ ॥ দেখি
কোটি কোটি কাম ঝুরে মরে । যত চলে তত হেলে
ভার ভরে ॥ রম্ভাতরু ঊরুর উপমা সম নয় । করী শুং
তুলনায় কেহ কেহ কয় ॥ পদে পদে পদের বর্ণনা কত ব
ভাবিলে ভাবক জনে মনে উঠে ভাব ॥ সুগঠন আভ
অঙ্গের ভূষণ । রহে দুঃখ নিজে মূর্খ না হয় বর্ণন ॥ চুল খো
স্বর্ণঝাঁপা জরিরত্ন ঝোলে । মুক্তাযুত নক্ত কুণ্ডল ব
দোলে ॥ মুক্তাহার স্বর্ণবার শোভিত গলায় । নলক নাক
আলো মুখ শোভা পায় ॥ হস্তেতে কঙ্কণ ঘন শব্দ সে বিন্দু
সে ভবে নিরবে পীক ভেবেং কালো ॥ অঙ্গুলীতে স্বর্ণাঙ্গু
প্রস্তরে শোভিত ; । চন্দ্র আনি অন্ধকার যামিনী ত্রাসিত
ঝাটি আঁটি কিঙ্কিনীর ধ্বনি মনোহর । নানা শব্দে পদে তা
বাজারে নূপুর ॥ হাব ভাব কটাক্ষ প্রত্যক্ষ পঞ্চবা
দেখি সে বর্ণ লাবণ্য নাহি বাঁচে প্রাণ ॥ দেখি রূপ রূপকু

বন্ধু চারিজন। জ্ঞান হত কামাতুর হইল সঘন॥ অচেতন চারি জনে পাইল সম্বিত। না জানিল কে আইল মনে হইল ভীত॥ তদন্তরে সখীরে জিজ্ঞাসা কার কন্যা ও কার সুতা শশীমুখা কোথা নিকেতন॥ কহ বার্ত্তা সত্ত্বা কি অপরূপ সুন্দরী। শুনি হাসি নিকটে আসি কহে সহচরী॥ কহি শুন চারিজন বিবরণ যত। সাধুর নন্দিনী শশী জগৎ বিখ্যাত॥ কত শত এলো বর মনোহর রূপে। ধন ধান্য পরিপূর্ণ সাধ দেশ বাপে॥ কিন্তু শেষে নিরাশে আপন দেশে গেল। সে কারণ বলি শুন এখন সকল॥ কন্যার একেক এক প্রশ্ন আছে পণ। প্রশ্ন করে যে পূরিবে সে পাবে এ ধন॥ নীচ ধনী কুলী মানি না জানি বিশেষ। যে পূরিবে কন্যা পাবে যাবে নিজ দেশ॥ হবে জ্ঞানী গুণমানি ধনী যোগ্য বর। বিলম্বে কি ফল বল চল সাধু ঘর॥ বিধি বাদী নহে যদি এ নিধি মিলাতে। তবে ত নিশ্চিত প্রশ্ন পারিবে পূরিতে॥ এত বলি গেল চলি ফেলি প্রেমফাঁদে। চারিজন মগন তখন দুখ সাধে॥ সরোবরে স্নান করে সাধুর কুমারী। চারি জনে এক মনে নিরীক্ষণ করি॥ তার মধ্যে মন্ত্রীসুতে করি দরশন। অনিমিষে এক দৃষ্টি হইল নয়ন॥ চন্দ্রমুখী নিজ আঁখি সম্বরিতে নারে। বলে সখী বল একি ঘটিল আমারে॥ স্নান সমর্পণ সখীগণ সঙ্গে করি। নিজ ঘরে দুঃখান্তরে চলিল সুন্দরী॥ ক্ষণে যায় ফিরে চায় নিভায় মনেতে। অতি দুঃখী চন্দ্রমুখী দেখি মন্ত্রীসুতে॥ কুলশালা প্রেম জ্বালা আকুল অন্তরে। ফাটে বুক মনোদুঃখ প্রকাশিতে নারে॥ এই মত সচিন্তিত উপনীত ঘরে। মন্ত্রীসুত আকাশিক হেরিয়া তাহারে॥

কন্যা আশে সাধুপুরে প্রবেশ।

দীর্ঘ পয়ার। না দেখি সে শশীমুখী মনোদুঃখী চারি জন। কি করিব কোথা যাব কিসে পাব এ রতন॥ পঞ্চ বাণে হানে

প্রাণে মনে দীপ্ত হুতাশন। গেলে জলে দ্বিগুণ জ্বলে না হ জ্বালা নিবারণ॥ এত বলি দুঃখে জ্বলি চলে সাধু নিকেতন মনোহর দেখি পুর সুন্দর সুগঠন॥ কাব্যরসে কন্যা আছে পুরে প্রবেশে তখন। তদন্তরে সদাগরে করে আত্ম নিবেদন শুন কন্যা রূপ ধন্যা অন্যে তার অতুলন। তার আশে মনে রোষে এই দেশে আগমন॥ অপরূপ দেখি রূপ রসকূপ সুগঠন। সদাগর সুধাকর করি বর দরশন॥ দিবা বারি ঝারি পুরি আনি দিল ভৃত্যগণ। ততক্ষণে চারি জনে করি পদ প্রক্ষালন॥ নানা ফল নারিকেল জলপান আয়োজন। বন্ধুগণ হৃষ্ট মন তাহা করিল ভক্ষণ॥ জলপান করি পান খায় পান হৃষ্টমন। পথশ্রান্ত ছিল ক্লান্ত তাহা হইল নিবারণ। কাব্যরস রসাভাস নানা কাব্য আলাপন। তদন্তর সদাগর কৈল খাদ্য নিরূপণ॥ নানা ভক্ষ বর্ণ সংখ্য দিল করিতে রন্ধন তদন্তর সুধাকর রান্ধে বিপ্রের নন্দন॥ বহুদ্রব্য হব্য গব্যাদে করিল ভোজন। তাম্বূল ভোজন কৈল করি সবে আচমন। তদন্তরে হইল পরে রজনীর আগমন। দিল শয্যা করি সজ্জা সুখে করিল শয়ন॥ বিধুমুখী মনে দুঃখী নিরখি পাত্র নন্দন নিজ ঘরে শেষ করে সে সকল বিবরণ॥ দ্বিজ শিবচন্দ্র মা গুণধাম অতুলন। দাঞীহাটি বাস আশ ভাষা করিতে রচন ভাষা রচিলে সকলে হয় লজ্জা অনুক্ষণ। এ কারণে তদাদেশে রচে রাজনারায়ণ॥

অথ কন্যার বিরহ খেদোক্তি বর্ণনা।

লঘু-ত্রিপদী। হেথা চন্দ্রমুখী, পাত্র পুত্রে দেখি, পীড়ি মন্মথ বাণে। করে হায় হায়, ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়, ক্ষণে শোয়াসনে॥ বিরহ অনল, হইল প্রবল, ক্ষীণ বনে অঙ্গ কাঁপে বাণাঘাতে পঞ্চ, শরীর রোমাঞ্চ, দশনে দশন চাপে॥ ক্ষণে রঙ্গিনী সখী করে ধরি, খেদ করি কেন্দে কয়। অন্তরে অন

হইল প্রবল, এ অনল কিসে যায়। যদি মনোদুঃখে, সে দুঃখ কে দেখে, কত আর প্রাণে সয়। পিতা নিদারুণ, করিল কি পণ, তাহে কি যৌবন রয়॥ হৃদয় মাঝারে, নব পয়োধরে, তার দুঃখে ফাটে বুক। ধরিয়া মানস, রাখি সে আশিস অবশ মনের দুঃখ॥ কাল গেল বয়ে, বৃদ্ধকালে বিয়ে, দেখে বুঝি বাপ যায়। হবে বলি সুখ, কত পায় দুঃখ, কেমনে যৌবন রয়॥ ক্ষুধা বয়ে গেলে, সুধা খেতে দিলে, বিষ সম হয় জ্ঞান। জল হীন কূপে, পতি হীন রূপে, নাহি কোন প্রয়োজন॥ যে জ্বালা অন্তরে, প্রকাশিব কারে, মনোদুঃখ মনে রাখি। বোবার স্বপন, চিন্তে মনে মন, তেমন হইয়া থাকি॥ এ নব যৌবন, কৃপণের ধন, কার করে কবে দিব। কার অঙ্গ সঙ্গে, তরিব অনঙ্গে, তাপ প্রাণ জুড়াইব॥ বায়ু সম্বোধনে, কহে ক্ষণে ক্ষণে, শুন বায়ু নিবেদন। হয়ে লোক প্রাণ, কেন মোর প্রাণ, মিছে কর জ্বালাতন॥ চন্দ্রের কিরণ, করে জ্বালাতন, তাহে মোর আছে সুখ। সর্ব্ব স্থানে জলে, অন্য স্থানে জ্বালে, জানিয়া জ্বালায় দুঃখ॥ চন্দনের রস, জ্বালায় অবশ, করে তবু দুঃখী নই। বাস সর্প সনে, নিজ জ্বালা জানে, এই হেতু তাহা সই॥ জ্বালায় মদন, অঙ্গ যবে ধন, নিজ জ্বালে সদা জ্বলে। তার অঙ্গ তাপ, নিরবধি তাপ, ভস্ম হর কোপানলে॥ শরীর ত্যজিব, প্রাণ তেয়াগিব, করিব গরল পান। মোর জ্বালা পরে, কহিলে অপরে, পরে করে অপমান॥ বিধি দেয় যদি, পাব সেই নিধি, সুখনিধি হব পার। বিনে সে কাণ্ডারী, কিসে তরী তরি, অনঙ্গ তরঙ্গ তার॥ বলিতে বলিতে, অনঙ্গ বাণেতে, অনঙ্গ অনলে উদাস। মুখে নাহি বাণী, স্তব্ধ হৈল ধনী, বহে সঘনে নিশ্বাস॥ হইয়া অধীরে, পড়ে ধরাপরে, সখী ধরাধরি করি। বিধাতা বিগুণ, কাঁচা-বাঁশে ঘুন, বাঁচাই কেমন করি॥ যত নিশি শেষ, তত বাড়ে ক্লেশ, সেদে পাষাণ বিদরে। বিরহ যাতনা, বুক ফাটি-

জন্য, ভাবিয়া নিজ অন্তরে ॥ শিবচন্দ্র দ্বিজ, শিব প
ভাবি অনুমতি দিল। তাঁর আজ্ঞা শুনে, রামনারায়ণে,
ছন্দে বিরচিল ॥

অথ সদাগর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন।

পয়ার। রজনী প্রভাত হৈল ভানুর উদয়। বন্ধু চারি
আসি সদাগরে কয়। কহ তোমা সবাকার কার কোন
শুনি কহে সর্ব্ব শাস্ত্রে সবাই নিপুণ ॥ রূপবান গুণবান
বিদ্যাবান। এর মধ্যে যারে ইচ্ছা কন্যা দেহ দান ॥ তবে
চারি জনে নিল সঙ্গে করে। উপনীত হৈল এক সরে
তীরে ॥ জলে ফুলে অলিকুলে বড় শোভা পায়। হংস
সুখে ভাসি তাহাতে খেলায় ॥ তার পূর্ব্বদিকে এক
উপবন। বিকশিত ফুল যত অতি সুশোভন ॥ সেই
পঞ্চজনে গেল ত্বরা করি। দেখে এক শিলাদেহ ভূ
উপরি ॥ দেখিতে সুন্দর অতি সজীব শরীর। উদ্যান মধ্যে
আছে অচল সুস্থির ॥ ক্ষণে ক্ষণে থাকিয়া করয়ে এই
যেন কর্ম্ম তেন ফল কার্য্য করে সব ॥ বুঝিতে না পারে
ইহার কারণ। নর সঙ্গে কভু তার নাহি আলাপন ॥
চমৎকার হৈল বন্ধু চারিজন। সদাগর ততক্ষণ জিজ্ঞা
কারণ ॥ কহ দেখি দেহ কেন ভূমের উপর। কি কারণ ঐ
মুখে নিরন্তর ॥ অধিক কি কব আর তোমা সবাকারে। ব
পারে সে জন যে কহিবে আমারে ॥ শুনি পাত্র পুত্র
শুন সদাগর। অপূর্ব্ব কথন এই কহিতে বিস্তর ॥

অথ প্রশ্ন উত্তর।

পয়ার। নাত্রী নামে এই দেশে ছিলেন রাজন। দো
প্রতাপে যেমন দশানন ॥ মোহিনী নামেতে তার ছিল
রাণী। রূপে গুণে সতী ধন্যা ছিল সেই ধনী ॥ পতি প্রিয়
সংযোজ্যা এ জগতে। বাহুল্য বিস্তর তার লাবণ্য বর্ণিতে

তার গর্ব্ভে তিন পুত্র হইল রাজার। বলে মহা বলবন্ত বীর অবতার॥ পুত্রগণে উপযুক্ত দেখিয়া রাজন। পাহারায় কর্ম্মেতে করিল নিয়োজন॥ অর্থাৎ যখন রাজা শয়ন করিবে। পুত্রগণ অস্ত্র হাতে রক্ষক রহিবে॥ এক প্রহরের পর শয়ন করিব। একে একে রবে দ্বারে সুখে নিদ্রা যাব॥ প্রথমে প্রথমে চৌকী কৈলা সমর্পণ। দ্বিতীয় প্রহরে চৌকী মধ্যম নন্দন॥ অবশিষ্ট প্রহরেতে কনিষ্ঠের পালা। আজ্ঞামাত্র পুত্রগণ সম্মত হইলা॥ এই মতে কিছু দিন করিলা যাপন। একরাত্রে শুন এক দৈবের ঘটন॥ সুখে নিদ্রা যায় রায় ছোট পুত্র দ্বারে। হেন কালে এক সর্প প্রবেশিল ঘরে॥ সর্প দেখি রাজ পুত্র খড়্গ লয়ে করে। ধাইয়া চলিল বধ করিতে অহীরে॥ দেখিয়া ভয়েতে ফণী ভীত হয়ে মন। গবাক্ষের দ্বার দিয়া কৈল পলায়ন॥ হেনকালে নিদ্রা ভঙ্গ হইলা ভূপতি। পুত্র হাতে দেখি অসি হৈল ভীত মতি॥ ভীত হয়ে ভয় পেয়ে ভাবিয়া অন্তরে। অসি ধরি বুঝিবা বধিতে আইসে মোরে॥ নিদ্রা ভঙ্গ দেখি সেই রাজার তনয়। খড়্গ ফেলি গেল চলি পায়ে লজ্জা ভয়॥ তাহাতে অধিক মনে সন্দেহ হইল। শয্যা হৈতে গর্জ্জিয়া নৃপতি সাড়া দিল॥ শীঘ্র আসি উপনীত বাহির দেয়ানে। কোথায় জল্লাদ বলি ডাকয়ে সঘনে॥ কোতয়াল বান্ধ চাল হৈল উপনীত। আইলা জল্লাদগণ মনে হয়ে ভীত॥ পাত্র মিত্র অমাত্য যতেক পুরজন। হজুরে হাজির আসি হৈল ততক্ষণ॥ সেনাপতিগণ আসি করিল তওয়াজ। রক্ষা কর মহারাজ গরিব নেওয়াজ॥ ঘূর্ণিত লোচন অঙ্গ কাঁপে থর থর॥ সঘনে দশন চাপে কাঁপে ওষ্ঠাধর॥ কোতয়ালে আজ্ঞা দিল যাহারে সত্বরে। ছোট পুত্রে ধরে আন আমার গোচরে॥ শৃঙ্খলে করিয়া বন্দি আনহ বাহিরে। না আনিলে খড়্গ সমর্পিব তোর শিরে॥ আজ্ঞা মাত্রে কোতয়াল যেন যমদূত। শীঘ্রগতি উপস্থিত যথা রাজ-

অন্বেষতে ॥ সতী সাধ্বী পতিব্রতা থাক কোন নারী। এই মর্ত্ত রত্ন মৃত দেহ ধরি ॥ শুনি ধনী আত্মস্বার্থ মনে মনে। কণ্ঠমধ্যে ক্রুদ্ধগতি মণি অন্বেষণে ॥ হৈতে নারী দৃষ্টি এক চিত্তে করে। দেখে শব ভাসি জলের উপরে ॥ শৃগালের কথা সত্য জানিয়া সুন্দরী। জলে কুতূহলে অতি ত্বরা করি ॥ সাহসে নির্ভর করি করে ধরে। ত্বরান্বিত আনন্দেতে তুলে নদী তীরে ॥ তার সঙ্গে বান্ধা অপূর্ব্ব বসন। তার মধ্যে পাইল মাণিক্য রতন ॥ পুনর্ব্বার নামি জলে করিলেক স্নান। ত্বরে ত্বরে ধনী আলয়ে পয়াণ ॥ হেনকালে বৃদ্ধ স কার্য্যান্তরে। নদী তীরে যাইতে দেখে পুত্রের বধূ শ্বশুরে দেখিয়া ধনী লজ্জিতা হইলা। বসনে বদন অন্য পথে গেলা ॥ দেখি বৃদ্ধ সদাগর সচিন্তিত মন। কারণে কেন স্থানে বধূ আগমন ॥ মনে মনে ভাবে ভ্রষ্টা এই নারী। উপপতি সঙ্গে বুঝি নিজ কার্য্য স তার পরে জলে করে গাত্রের মার্জ্জনা। পতির নিবাসে ত্বরিতে গমনা ॥ কুলটা এ নষ্টা নারী দুষ্টা বুদ্ধি বিসর্জ্জন ইহার উচিত দণ্ড হয় ॥ এত চিন্তি সদাগর পার গেল। অমনি যামিনী শুভ প্রভাতা হইল ॥ প্রাত গেল পুত্র পিতা প্রণমিতে। পুত্র মুখ সদাগর না ক্রোধেতে ॥ দেখিয়া পিতার ভাব জিজ্ঞাসে কারণ। প্রতি কেন ক্রোধ কহ বিবরণ ॥ শুনিয়া সক্রোধ ভাবে সদাগর। যে আজ্ঞা করিব তাহে করহ স্বীকার ॥ বলে তব আজ্ঞা স্বীকার আমার। তব আজ্ঞা অবজ্ঞা নাহি পার ॥ আজ্ঞা দিলে নিজ মুণ্ড কাটিবারে অতএব কোন আজ্ঞা কহ কৃপা করি ॥ শুনি সদাগর ক্রমহ বচন। তোমার ভার্য্যারে বনে দেহ বিসর্জ্জন কহিব জানি সব সবিশেষ। সম্প্রতি অগ্রেতে

দেহ বনবাস॥ শুনিয়া ভাসিল পুত্র বিচ্ছেদ সাগরে। লজ্জা ভয়ে বিসর্জ্জনে রথ সজ্জা করে॥ হেঁটমুখে মনোদুঃখে কার্য্যা প্রতি কয়। এক্ষণে বারেক তুমি চল পিত্রালয়॥ বিলম্ব না সহে কর রথে আরোহণ। বুঝিল রমণী সব রাত্রের কারণ॥ রথে চড়ে ঘন ছাড়ে সঘনে নিশ্বাস। এত দিনে বিধাতা পাঠায় বনবাস॥ শিবা আজ্ঞা মতে হৈল অরণ্য গমন। শিবচন্দ্র আজ্ঞায় এ পুস্তক রচন॥

অথ সদাগরের পুত্রবধূর বিলাপ।

চতুষ্পদী। করি রথ আরোহণে, ভাবে ধনী মনে মনে, এত দিনে বাঁচি বনে, বিধি মোরে হইল বিগুণ। আনন্দেতে নিরানন্দ, মন্দ ভাবে ভাবি সন্দ, বিধাতার এ নির্ব্বন্ধ, কে করে খণ্ডন॥ পতি মোর ভাল বাসে, সেই দেয় বনবাসে, দাঁড়াইব কার পাশে, ধন আশে হারাইলাম ধন। নয়নের মণি ত্যাগি, কণীর মণির লাগি, দোষী কলঙ্কের ভাগী, অভাগীর অদৃষ্ট কেমন॥ মিছা ধন দিয়া বিধি, পুনঃ তায় হয়ে বাদী, হরে নিজ গুণনিধি, নিরবধি মন উচাটন। একি দেখি সৃষ্টি ছাড়া, মূল অদৃষ্টের গোড়া, নারীর কপাল পোড়া, কপালের কপালে আগুন॥ কি কব মনের দুঃখ, দুঃখের উপরে দুঃখ, সে দুঃখ বিদরে বুক, পতি দেয় সতী বনবাসে। সবে মেনে এই কয়, অর্থে অর্থ লাভ হয়, আমার বিপরীত হয়, লোভে ধন নিজ ধন নাশে॥ কি করি কি করি করি, প্রাণ যায় মরি মরি, কিসে বা সঙ্কটে তরি, নিজে নারী ভাবি মোহে বদ্ধ। পতি নয়নের তারা, যদি তারাকর হারা, তবে তারাবিনে তারা, তারা হীন তারা হবে অন্ধ॥ পূর্ব্বে কি করেছি পাপ, নহে কারে দিল শাপ, একারণ মনস্তাপ, তাপ প্রাণে সয়াই সন্তাপ। যদ্যাপি গরল পাই, তবে কিছু নাহি চাই, যতন করিয়া খাই, বিষেতে বুঝাই বিষতাপ॥ বাক্যেতে

...কের মূল, সৃজিল এ্যরীর নারীর কুল, হয়ে বড় স্থূলে ভুল, নিশি হস্ত বিধি বধে প্রাণ। পর ঘরে ঘর করে, পরের ম-রণে মরে, তার পরে সেই পরে, জন্ম ধরে করে অপমান॥ অবলা কুলের বালা, দুর্ব্বলা অতি রসলা, নাহি জানে কোন ছলা, পর দুঃখে নিজ অঙ্গ দহে। একের অন্তরে থাকে, অন্য জন জ্বলে দুঃখে, নিছে মরি মনোসুখে, পোড়া নুড়া দুঃখের কপালে॥ সদা অঙ্গ দুঃখে জ্বরা, শিরে কলঙ্ক পশরা, সে ভারে সদা অধরা, তাহে আর পুরুষ পাষাণ। দুর্দ্দ ভুজঙ্গের প্রায়, ছল সন্ধানে বেড়ায়, কিছু যদি ছল পায়, সেই দায়ে ছলে বধে প্রাণ॥ কান্দিলে কি হবে আর, অদৃষ্টের ফের কার, শিবচন্দ্র জানি সার, বলে ধনী স্থির কর মন। ঐ শিব আজ্ঞা মত, পুস্তক সুপ্রকাশিত, সুললিত বিরচিত, কহে দ্বিজ রাজনারায়ণ॥

অথ ভার্য্যা সহ সদাগরের পুত্রের বনে আগমন।

পয়ার। চিন্তায় চিন্তিত মন চিন্তিতে চিন্তিতে। উপ-নীত হৈল এক দুর্গম বনেতে॥ ভার্য্যা সহ নামি তথা সাধুর তনয়। গৃহে যাইতে সারথিরে দিলেন বিদায়॥ নারী সহ সাধুসুত বৃক্ষতলে বসি। কান্দিতে লাগিল দোঁহে দুঃখনীরে ভাসি॥ উভয়ে বিলাপ যত কহিতে বিস্তার। পতি বিনে সতী দুঃখ বুক সহে৷ কি॥ চক্ষের জলেতে অঙ্গে ভিজিল বসন। হেনকালে হৈল আসি নিশি আগমন॥ দুঃখানল ক্ষুধানল হইল প্রবল। হেন স্থল নাহি তথা পান করে জল॥ দৈবযোগে সাধুসুত নিদ্রা আকর্ষিল। নারী উরে শির দিয়া নিদ্রিত হইল॥

অথ অরণ্যে সাধুবধুর মাণিক প্রাপ্ত।

পয়ার। যুবতী ভাবয়ে বসি নিদ্রা গেল পতি। হেন-কালে শুন এক দৈবাধীন গতি॥ কাক এক বৃক্ষে বসি উচ্চৈঃ-

রে কয়। সতী সাধ্বী পতিব্রতা সে হও নিশ্চয় ॥ এই বৃক্ষ কোটরেতে ছিল এক ফণী। সম্প্রতি মরেছে তার শিরে আছে মণি ॥ শীঘ্র লহ ফণী মণি যদি লয় মন। শুনি সুখ-নী ধনী করয়ে চিন্তন ॥ সর্প মণি লোভে কষ্ট হৈল মনবাসে। নেছে মাণিক মিলে একি সর্ব্বনাশ ॥ যা হবার তাই হবে দৃষ্টে আমার। ফণী মণি লইতে সুযুক্তি কৈল সার ॥ এত ভাবি শাড়ি শির ভূমিপরে রাখি। সর্প হৈতে মাণিক লইল সুমুখী ॥ যেই ক্ষণে ফণী মণি রমণী লইল। দেব দেহ রি কাক বিমানে চলিল ॥ দেখিয়া রমণী অতি আশ্চর্য্য হইল। যোড় করে স্তুতি করি হেতু জিজ্ঞাসিল ॥

অথ কাক সর্প বিবরণ।

পয়ার। দেব দেহ ধরি কাক কহিছে তখন। শুন সুন্দরী মোর পূর্ব্ব বিবরণ ॥ পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি গন্ধর্ব্ব কুমার। ইলামৃত নাম খ্যাত আছিল আমার ॥ সতত আছিল মোর কুকর্ম্মেতে মন। এক দিন দৈবাধীন শুন বিবরণ ॥ অরণ্য মধ্যেতে গিয়া মৃগয়া করিতে। দৈবে উপনীত এক মুনি আশ্রমেতে ॥ বিপ্রের সহিত মোর না হইল দেখা। দেখিলাম মুনি পত্নী গৃহে আছে একা ॥ বিনা দীপে কুটির তিমির হীন আলো। দেখিয়া আশ্চর্য্য মোর চমৎকার হৈল গৃহ মধ্যে প্রবেশিল জানিতে কারণ। দৃষ্ট হৈল শাই আলো মণির কিরণ ॥ আশ্চর্য্য হইল দেখি মণির মাধুরি। বলাৎকারে মণি লইলাম আমি হরি ॥ ক্রোধ করি মুনি পত্নী দিল মোরে শাপ। হউক তাপ পাপ হেতু [illegible] পাপ ॥ শাপ শুনে মনে মনে হয়ে অতি ভীত। [illegible] ব্রাহ্মণীর হই পদাশ্রিত ॥ কুকর্ম্ম অধর্ম্ম করি [illegible] অধমের অপরাধ ক্ষমগো জননী ॥ এত শুনি ব্রাহ্মণী [illegible] উপজিল। উপদেশ কথা শেষ আমারে কহিল ॥ [illegible]

মোর বাক্য না হবে খণ্ডন। মণি সহ ফণী জন্ম করহ গ্রহণ।। হবে জন্ম এ অবস্থা স্মরণ থাকিবে। নিত্য নিজ দেহ ত্যাগ করিতে পারিবে।। নিত্য নিত্য কাক দেহ করিয়া ধারণ। বন মধ্যে সাধ্বী নারী করি অন্বেষণ।। সতী সাধ্বী পতি-ব্রতা যে নারী হইবে। তারে মণি দিলে শাপ মোচন হইবে।। এত শুনি হইলাম আনন্দিত মন। সর্প দেহ ততক্ষণ করিয়া ধারণ।। অরণ্য মধ্যেতে ভ্রমি সতী অন্বেষণে। অদ্য শাপ বিমোচন তব দরশনে।। শুন ওই সুবদনী পূর্ব্বের কারণ। পতি পাশে মনোল্লাসে করহ গমন।। এত বলি অন্তরীক্ষে গমন করিল। পতির নিকটে তবে রমণী চলিল।।

অথ ভার্য্যা প্রতি পতির ক্রোধ।

পয়ার। এথায় সাধুর পুত্র হয়ে নিদ্রা ভঙ্গ। অঙ্গ কাঁপে থর থর হইয়া আতঙ্ক।। না জানি রমণী মোর কোথা চলি গেল। কি জানিবা সিংহ ব্যাঘ্র ধরিয়া খাইল।। ভীত মনে সাধুসুত ভাবিতে ভাবিতে। দেখিল রমণী আইল আ-নন্দ মনেতে।। সন্দ হয়ে সাধুসুত ভাবে মনে মনে। এই জন্যে পিতা এরে পাঠাইল বনে।। পতি ছাড়ি উপপতি ক-রেছে নিশ্চয়। অন্ধকারে বনে গেল না হইল ভয়।। এই বনে উপপতি নিশ্চয় এসেছে। মন আছে একারণ গেল তার কাছে হাস্যরসে মনাবেশে নিজ কার্য্য সারি। হাস্যমুখে মনোসুখে আসিছে এনারী।। বনবাসে রাখি গেলে উপপতি লবে। তাহে আর দেশে দেশে কলঙ্ক রটিবে।। উচিত বিহিত শাস্তি বধি এরপ্রাণ। আমি একা নিজ দেশে করিব পয়ান।। এই মত সাধুসুত ভাবিতে ভাবিতে। উপনীত হৈল ধনী মন আনন্দেতে।। ক্রোধ ভরে সাধু তারে করিল জিজ্ঞাসা। আ-মারে ছাড়িয়া গেলি করি কার আশা।। যদ্যপি অগ্রেতে মোরে কহ সত্য ভাষা। নতুবা কাটিবে তোর ছিন্ন কর্ণ নাসা।।

হেন নিদারুণ বাক্য শুনিয়া সহসা। ভাবে ধনী না জানি কি ঘটিল দুর্দ্দশা॥ মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে পতি প্রতি কয়। আদ্য অন্ত বৃত্তান্ত শুনহ মহাশয়॥ যার জন্য অরণ্যে পাঠায় তব পিতা। প্রণিধান করি প্রাণ শুন সেই কথা॥ এত বলি পূর্ব্ব কথা কহে বিস্তারিত। যে প্রকার মণি জন্য হিতে বিপরীত॥ দৈব দোষে ভাগ্যবশে হৈল বনবাস। বনে আসি দুঃখে ভাসি হইয়া উদাস॥ নিদ্রাগেলে প্রাণধনে তুলিয়া অন্তরে। কাক বাক্যে মণি লভ্য অরণ্য ভিতরে॥ এতবলি দিল সপ্ত মাণিক্য রতন। যাহা ইচ্ছা ইচ্ছাময় করহ এখন॥ দেখিয়া মণির শোভা সাধুর নন্দন। আনন্দে হইয়া মগ্ন কম্পে ঘনেঘন॥ মুখচুম্বি কোলে লয়ে ভার্য্যা প্রতি বলে। হায় হায় ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য লীলে॥ রতন রতনে বিনে আনো নাহি মিলে। কহ প্রাণ পূর্ব্বে ইহা কেন না কহিলে॥ শুনি ধনী দুঃখ মনে লাগিল কহিতে। মণি লয়ে যাহ তুমি পিতৃ আলয়েতে॥ কেন আর পুনর্ব্বার আমার প্রয়াস। তব পিতা আমারে দিলেন বনবাস॥ সাধুসুত বলে প্রাণ এ কেমন কথা। তোমা বিনে ত্রিভুবনে দাঁড়াইব কোথা॥ তুমি মোর ধন মন তুমিই জীবন। মারিব ছাড়িতে তোমা না হলে মরণ॥ তব মুখপদ্ম তাহে আমি মধুকর। কেমনে বাঁচিব প্রাণে হইলে অন্তর॥ তাহে তুমি মনোরমা ভার্য্যা প্রিয়তমা। রূপে গুণে ত্রিভুবনে নাহি তব সমা॥ বেদ বিধি বেদান্ত সকল শাস্ত্রে বলে। প্রিয়তমা সতী ভার্য্যা ভক্তি মুক্তে মিলে॥ এমন সাবিত্রী ভার্য্যা ছাড়িয়া কাননে। বল দেখি ওরে প্রাণ যাই কোন প্রাণে॥ ব্রহ্মহত্যা সুরাপান পতি যদি করে। সতী ভার্য্যা হৈতে তাহা নিশ্চয় নিস্তারে॥ [illegible] হইলে কাল পতির মরণ। সাধ্বী নারী পারে তাহা করিতে বারণ॥

সাবিত্রীর বিবরণ।

পয়ার। সতীর লক্ষণ শুন গুণবতী। সত্যযুগে সাবিত্রী নামেতে ছিল সতী॥ তার পতি ধর্ম্মে মতি নাম সত্যবান। রূপে গুণে ত্রিভুবনে না দেখি সমান॥ এক দিন পতি সঙ্গে গেলেন কাননে। দৈবাধীন তার পতি মরে সেই স্থানে॥ সাবিত্রী দেখিল বনে হৈল হেন গতি। পতি কাছে রহে সতী অতি দুঃখ মতি॥ হেনকালে উপনীত যমদূতগণ। সতী ত্যজে পতি অঙ্গ না করে স্পর্শন॥ দূত যত হয়ে ভীত যমে নিবেদিল। বিনা ব্যাজে ধর্ম্মরাজ আপনি আইল॥ লয়ে তার পতি প্রাণ পিতৃপতি যায়। দেখি সতী দুঃখ মতি পিছে পিছে ধায়॥ দেখি ধর্ম্ম তার মর্ম্ম জানিতে পারিল। জিজ্ঞাসিল মোর পিছে কোথা যাও বল॥ শুনি সুবদনী ধনী থেকে থেকে কয়। পতি বিনা সতী জনে জীবন সংশয়॥ কেবল বর্ণের গুরু জানি দ্বিজগণ। সুর গুরু সুরাচার্য্য শাস্ত্রের লিখন॥ স্ত্রীলোকের গুরুপতি গতি অবলার। তাহার বিহনে প্রাণে মিথ্যা আশা আর॥ দ্বিজ ইষ্টদেব তুষ্ট পতির সেবনে। পতিভক্তি অবলার মুক্তির কারণে॥ রমণীর পতি গতি বিনা কেবা আছে। এ কারণে চিন্তি মনে যাই তব পাছে॥ স্তুতি নতি মিনতি যমের হইল দুঃখ। আমি কি করিব তোরে বিধাতা বৈমুখ॥ অন্য কোন থাকে ইচ্ছা চাহ মোর স্থান। যাহা চাবে তাহা পাবে বিনা পতি প্রাণ॥ শুনি সতী হৃষ্টমতি হইল আনন্দ। শ্বশুর শাশুড়ী আছে চিরদিন অন্ধ॥ এই বর দেহ চক্ষু পায় দুইজনে। যম বলে পাবে চক্ষু মোর বর দানে॥ পুনর্ব্বার যমরাজ করিল পয়াণ। তথাপি সাবিত্রী দেবী পিছে পিছে যান॥ কত দূরে গিয়া পরে ফিরিয়া চাহিল। পশ্চাৎ সাবিত্রী আইসে দেখিতে পাইল॥ জিজ্ঞাসিল বল কোথা যাও পুনর্ব্বার। শুনিয়া সাবিত্রী বলে শুন সারোদ্ধার। যে সব দেখিতে নিত্য অনিত্য সে সব। সব

জন ত্রিভুবনে যতেক বৈভব ॥ সুরাসুর দেব নর দিকপালি-
গণ। যুগান্তের শেষ সব হইবে পতন ॥ কেবা কোন চিরজীবী
মৃত্যুহীন নয়। বহু দিন রহে প্রাণ চিরজীবী কয় ॥ কেবা
কার পিতা মাতা কেবা কার পতি। আমার আমার বলে
সকলে বিস্মৃতি ॥ কেশ বেশ জীর্ণ হয় হস্তে ধরে নড়ী ॥ তবু
মন উচাটন উপার্জ্জিতে কড়ি ॥ বন্ধুজন মনে মনে ক্ষণেক
উদাস। গিয়া ঘরে করে পরে নানা পরিহাস ॥ শ্মশানে
কিঞ্চিৎ মনে জন্মায় উদাস। সে প্রকার হইলে মতি ব্রহ্মেতে
নিশ্বাস ॥ অনায়াসে মোহ পাশে পায় নিত্য গতি। কুতূহলে
যায় চলে দেখিয়া সম্প্রতি ॥ যখন যে জন ব্রহ্মা করয়ে সৃজন।
এই আজ্ঞা অবিজ্ঞা না কর নারায়ণ। ধন জন নাহি তারে
করিয়া সংহতি। মর্ত্তলোকে মোহ শোকে সকল বিস্মৃতি ॥
হীন জন্তু হয় মত্ত বিষয়েতে বদ্ধ। ভাবে নাকো বারেক
দেখিতে ব্রহ্মানন্দ ॥ অতএব এই ভাব আমার মনেতে। তব
উপদেশে লীন হইল ব্রহ্মেতে ॥ যম বলে সুধা তুল্য তোমার
সুভাষা। পতি প্রাণ ছাড়ি কর অন্য বরে আশা ॥ শুনিয়া
সাবিত্রী পুনঃ করে নিবেদন। রাজ্যচ্যুত শ্বশুর আছয়ে চির-
দিন ॥ হউক পূর্ব্ব প্রাপ্ত রাজ্য কহ সূর্য্যসুত। যম বলে সব
কলে পাইবে নিশ্চিত ॥ বর দিয়া হৃষ্ট হয়ে চলে পুনর্ব্বার।
সাবিত্রী না ছাড়ে তবু পশ্চাৎ তাহার ॥ কত দূরে গিয়া পরে
যম ফিরে চায়। পূর্ব্বমত সাবিত্রীরে দেখিবারে পায় ॥
জিজ্ঞাসিল কহ কেন পুনঃ আগমন। সাবিত্রী করিল বহু
যমের স্তবন ॥ হৃষ্টমন যম পুনঃ সাবিত্রীরে কয়। পতি প্রাণ
বিনা যদি বরে ইচ্ছা হয় ॥ চাহ বর সত্বর দিব [illegible]
তোরে। শুনি স্তুতি প্রণতি করয়ে যোড়করে ॥ নিবেদন [illegible]
মান আমা প্রতি কর। শত সুত পতিজাত হইবে [illegible]
[illegible] মর্ম্ম ধর্ম্ম বুঝিতে নারিল। হইবে তথাস্তু [illegible]
চলিল ॥ সাবিত্রী বলিল কোথা যাও মতিমান। [illegible]

কেমনে বা হইবে সন্তান ॥ বুঝি কর্ম্ম মর্ম্ম ধর্ম্ম লজ্জিত হইল। প্রতিশ্রুত কি করিব ভাবিতে লাগিল॥ বহুমত যম স্তুত করি অনুমান। সাবিত্রীর পতি প্রাণ দিল তবে দান॥ পেয়ে প্রাণ সত্যবান উঠিয়া বসিল। নিদ্রাভঙ্গ মত অঙ্গ অলস হইল। কহিল সাবিত্রী দেবী সব বিবরণ। সে রজনী তথা ধনী করিয়া বঞ্চন॥ লয়ে পতি হৃষ্টমতি প্রভাতে চলিল। চক্ষু দীপ্ত রাজ্য প্রাপ্ত শ্বশুরে দেখিলে॥ শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষাল দাঁইহাট বাস। তার আজ্ঞামত গ্রন্থ হইল প্রকাশ॥

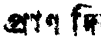

সদাগরের পুত্র ভার্য্যা সহ বাটী গমন।

পয়ার। অতএব শুন প্রিয়ে সর্ব্বলোকে বলে। পতি হয় ধনবান নারী ভাগ্যফলে॥ ভার্য্যার সমান নাহি শরীর তুষিতে। বিদ্যার সমান নাহি শরীর ভূষিতে॥ মাতার সমান নাহি শরীর পুষিতে। ক্ষুধার সমান নাহি শরীর নাশিতে॥ আশার সমান নাহি সন্তোষ নাশিতে। সতীর সমান নাহি উত্তমা নারীতে॥ জল বিনা মীনগণে নাহি বাঁচে প্রাণে। পুষ্প বিনা সরোবর না হয় শোভনে॥ পদ্ম বিনা বনে বনে দুঃখী মধুকর। চন্দ্র বিনা নাহি প্রাণে বাঁচয়ে চকোর॥ নবঘন বিনা যেন চাতকের দুঃখ। ফাটে বুক মনো-দুঃখ শারী বিনা শুক॥ সূর্য্য হীন দিবা যেন চন্দ্র বিনা নিশি। তারাগণ হারা যেন হয় পূর্ণশশী॥ সাধন বিহীন যেন তন্ত্র হীন মন্ত্র। যন্ত্রী বিনা যেমন বিহীন হয় যন্ত্র॥ বিদ্যা বিনা জ্ঞান যেন নহে সুশোভন। বপু যেন নিরর্থক বিহীন নয়ন॥ প্রাণ হীন শরীর যেমন মিথ্যাময়। সতী বিনা পতি এইরূপ সুনিশ্চয়॥ অতএব গৃহে যদি না যাবে সুন্দরী। আমারে বধহ অগ্রে গলে দিয়া ছুরি॥ বুঝি ধনী পতি মন সম্মতা হইল। মনোসুখে সে রজনী তথায় বঞ্চিল॥ রজনী প্রভাতা হৈল ভানুর উদয়। ভার্য্যা সহ সাধুসুত চলিল আলয়॥

তীর নিকটে পরে হয়ে উপনীত। মনেমনে সাধুসুত ভাবিছে ...হিত॥ পিতৃ আজ্ঞা ভার্য্যারে করিতে বিসর্জ্জন। পুনর্ব্বার ...নিলায় করিয়া গ্রহণ॥ অগ্রে কহি সব কথা ...নতি। আজ্ঞা হৈলে নিজ গৃহে লয়ে যাব সতী॥ এত বলি ...তীরে রাখিয়া নিজ দ্বারে। পিতারে কহিতে ... বাটীর ...ভরে॥ হেনকালে বৃদ্ধ সদাগর পথে হৈতে। উপনীত ...ল আসি বাটীর দ্বারেতে॥ দেখিলেক পুত্রবধূ আছে ...শুইয়া। ক্রোধে যায় উপরোধ দেখহ ভাবিয়া॥ ক্রোধ ...রে অসী করে করিয়া গ্রহণ। নিজহস্তে বধূ মুণ্ড করিল ...ছেদন॥ দেখি যত দ্বারীগণ করে হাহাকার। হায় হায় কি ...রিলে একি অবিচার॥ প্রতিবাসীগণ আসি করয়ে রোদন। ... শব্দে শীঘ্রগতি আসিয়া নন্দন॥ দেখিল সকল তার পিতার ...কার। ভূমে পড়ি গড়াগড়ি করে হাহাকার॥ শিবচন্দ্র ...হাসানের আদেশ যেমন। সেইমত রচে দ্বিজ রাজনারায়ণ॥

ভার্য্যাশোকে পতির বিলাপ।

ত্রিপদী। হায় পিতা কি করিলে, সর্ব্বদিগ মজাইলে ...বনা দোষে অবলা বধিলে। নাহি কোন অপরাধ, মিথ্যা ...মিথ্যা অপবাদ, বাপ হয়ে এ বাদ সাধিলে॥ কোন দোষে ...হে ক্রোধী, রটায়ে কলঙ্ক শশী, শেষে অসীধারে বধ প্রাণ। ...সরলা কুলের বালা, দুর্ব্বলা অতি সরলা, নাহি নারী তাহার ...সমান॥ যেই রাত্রে নদী তীরে, তুমি দেখে ছিলে তারে, সে ...রাত্রের শুন বিবরণ। শিবাধ্বনি শুনি কানে, গিয়া ধনী হৃষ্ট-...মনে, পাইল সপ্ত মাণিক্য রতন॥ গিয়া পুনঃ বনবাসে, কেবল ...ভাগ্যের বশে, সেথা এক রতন পাইল। এই সে রতন লও, ...সানন্দেতে তুমি রও, ধন লোভে তার প্রাণ গেল॥ এতবলি ...তৎক্ষণ, দিয়া সপ্ত রতন, কান্দে সাধু বধূ মুখ হেরে। কেন ...হলে অকস্মাৎ, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, বজ্রাঘাত হানিলে

প্রাণেশ্বরি। আমারে রাখিয়া প্রিয়ে, কোথা গেলে পলাইয়ে, কেমনে বাঁচিব তব শোকে। কার কাছে দাঁড়াইব, কোথা গেলে তোমা পাব, কেমনে রহিব ইহলোকে॥ কি দোষে ত্যজিলে মোরে, কেমনে রহিব ঘরে, বিচ্ছেদের শেল হানে বুকে। তোমার ও চন্দ্রানন, না হেরে হারাই প্রাণ, দেখি দুঃখ ফাটে বুক দুঃখে॥ তুমি প্রাণ আমি দেহ, কখন বিভিন্ন নয়, প্রাণ বিনে দেহ কিসে রয়। জল হীন মীন যেন, নাহি বাঁচে কদাচন, হায় প্রাণ প্রাণে নাহি সয়॥ কেমনে বাঁচিব আর, তোমা বিনা অন্ধকার, কি ছার সংসার সার হীন। নয়নের নয়ন তারা, সে তারা হইল হারা, ঘর পর দিশি নিশি দিন॥ পূর্বে হেন নাহি জানি, অগ্রে পলাইবে ধনী, জানিলে ছাড়িতে নাহি দিত। ত্যজিয়া তোমারে প্রাণ, আগে ত্যজিতাম প্রাণ, প্রাণ বিনে প্রাণে সহে এত॥ বাড়াইতে মনোদুঃখ, গেলে দুঃখ দিলে দুঃখ, দেখে দুঃখ দুঃখে বুক ফাটে। দুঃখ দিয়া গেলে মোরে, রাখিয়া দুঃখের ঘরে, দিয়ে খিল দুঃখের কপাটে॥ কোপানলে মনানলে, যদি জানিতাম জলে, দেওয়া জ্বালা ও মুখ কমলে। আগে যে যুড়াতে জ্বালা, এখন সে দিয়া জ্বালা, জ্বালার উপরে জ্বালা জ্বলে॥ হায় হায় মরি মরি, কি করি কি করি করি, মনকরী হৈল অনিবার। তাহার বন্ধন দড়ি, লয়ে গেলে সঙ্গে করি, প্রবোধ অঙ্কুশ নাহি আর॥ আমারে সদয় হও, বারেক আর কথা কও, নহে মোরে লও সঙ্গে করি। ঘুচে লোকের গঞ্জনা, যায় বিরহ যাতনা, সহেনা সহেনা প্রাণে মরি॥ ব্যথিত ভার্য্যার শোকে, কান্দি বহু মনোদুঃখে, পরে সব লোকে ডাকি কয়। প্রাণ অতি উৎকণ্ঠিত, মৃত্যুকাল উপস্থিত, অতএব এই সে বিনয়॥ ত্যজে প্রাণ একইক্ষণে, ভার্য্যা সহ দুইজনে, এক স্থানে কর অগ্নিকার্য্য। হেন নারী না ছাড়িব, মরিলে ইহারে পাব, অতএব এই সে সাহার্য্য॥ শিবচন্দ্র এই কয়, উপযুক্ত ইহা হয়,

তার্থে শোকে ত্যজিতে জীবন। বিলম্বে নাহিক কায, শীঘ্র করি প্রাণ ত্যজ, কহে দ্বিজ রাজনারায়ণ ॥

সাধুসুতের স্তবনান্তর প্রাণ ত্যাগ।

ত্রিপদী। এতবলি সাধুসুত, হয়ে চিত্ত ভগবত, আপনার জ্ঞান মত, স্তবন করয়ে নারায়ণী। জয় মাতা জগদাম্বিকে, মুক্তির হইহ মুক্তি, শক্তি বুদ্ধি নাহি ভক্তি, তারি তারা ব্রহ্ম সনাতনী ॥ শিরাণি শিরেশ ঈশ, প্রধান পুরুষ শেষ, হর মোর পাপ লেশ, কর শেষ নিস্তার কারিণী। অর্পণা অপরাজিতা, শিব ব্রহ্মা বিষ্ণু মাতা, পাপ ত্রাতা বিশ্বমাতা, তাপো নাশ ত্রিতাপ নাশিনী ॥ গিয়েছে কাল গেল কাল, এখন হয়েছে কাল, রক্ষা কর পরকাল, কালহরা কালের ঘরণী। ত্রিগুণ ধারণী তারা, ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা, সারাৎসারা নিরাকারা, জন্ম মৃত্যু রোগ বিনাশিনী ॥ ভব নদী ভয়ঙ্কর, দেখিয়া লাগয়ে ডর, দয়াময়ী দয়া কর, তারা নাম তরঙ্গে তরণী। তরাইতে পার যেই, তারা নাম ধর তেঁই, দৃঢ় রূপে ধরি তেঁই, রাখি মোরে ত্রিলোক তারিণী ॥ হেদে গো জননী শুন, অন্তিমের নিবেদন, ত্যজিলাম আমি প্রাণ, পাই যেন সে বিধুবদনী। এই ভিক্ষা আমি চাই, মরে যেন তারে পাই, তোমা বিনে গতি নাই, শিবের দোহাই গো শিবানী ॥ শবশিবে শিব মাতা, শবরূপে শিবে রতা, শিব শিরে গঙ্গা নতা, অম্বুজাক্ষি শম্ভু সৈবঙ্গিনী। শিব শিবে অনুগত, শিবচন্দ্র আজ্ঞা মত, পয়ার সুপ্রকাশিত, দুঃখে সাধু মরিল তখনি। কহে অতি দুঃখ মন, দ্বিজ রাজনারায়ণ, নারী শোক বিবরণ, বুঝহ পণ্ডিতগণ জ্ঞানী ॥

সদাগর সবংশে প্রাণ ত্যাগ।

পয়ার। এইরূপে সাধুসুত ত্যজিল জীবন। সর্ব্বজন অনুক্ষণ করয়ে ক্রন্দন ॥ পুত্রের মরণ দেখি বৃদ্ধ সদাগর। কান্দি

গড়াগড়ি যায় ভূমের উপর। সাধুর রমণী শুনি পু
ত্রশোক। বিষপান করি প্রাণ ত্যজে তৎক্ষণ॥ পুত্রহত্যা
হত্যা ভার্য্যা হত্যা হৈল। এই শোকে বৃদ্ধ সাধু ব
ত্যজিল॥ দৃষ্টান্তের শেষে কহে রাজার নন্দন। অ
বিবেচনা কর সর্ব্বজন॥ অবিচারে সদাগর সবংশে মা
হিতাহিত সর্ব্ব কর্ম্মে বিবেচনা ভাল॥ অবিবেচক কর্ম্ম কে
করে বিচার। সদাগর মত দশা হইবে তাহার॥ শুনি
শুনে রাজা পুত্রের বচন। কোটাল উপরে করে ভ
সর্জ্জন॥ অবিলম্বে বধ এরে বিলম্ব না সহে। এত শুনি
তনয় তবে কহে॥ শুন মহারাজ এক মোর নিবেদন। ব
ভাল কর্ম্ম ভাল নহে কদাচন॥ অবিচারে নষ্ট হৈল
দশানন। অবিচারে সবংশে মরিল দুর্য্যোধন॥ অবি
মহাপাপ শুন মহারাজ। লোকান্ত নরক আর অ
লজ্জায়॥

রাজার মধ্যম পুত্রের উপদেশ।

পয়ার। পরেতে দৃষ্টান্ত এক করহ শ্রবণ। এক
দেশে এক ধনি মহাজন॥ ধন ধান্য পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য সা
চন্দ্রা নামে ভার্য্যা তার অতি রূপবতী॥ বহু দিন সু
আনন্দে রহিল। ভাগ্য দোষে কিন্তু তার পুত্র না জ
এ কারণ সেই জন দুঃখিত অন্তর। যাগ জপ যজ্ঞ হোম ক
বিস্তর॥ এক দিন সেই গ্রামে ব্যাধ এক জন। জাল
গেল বনে পক্ষী অন্বেষণ॥ বনে গিয়া এক স্থানে জাল প
দিল। তার মধ্যে বহু খাদ্য যতনে রাখিল॥ হেনকালে
শুক সঙ্গে সহস্র পাখী। কষ্টমন সর্ব্বজন খাদ্যদ্রব্য দে
দৈব ফলে সেই জালে সকলে পড়িল। সত্বরে আসিয়া
জাল কুড়াইল॥ এক স্থানে বান্ধি জালে সহস্রেক প
ঝুলাইতে চলিল তবে হয়ে মনে সুখী॥ পরে শুক দেখি
জালের বন্ধন। ভাবিতে লাগিল কিসে হইবে মোচন॥

ভাবি ব্যাধ প্রতি করিল জিজ্ঞাসা। কহ ভাই তোমার পাখিতে কেন আশা॥ সে বলিল পাখী সব করিয়া যতন। বিক্রয় করিয়া হয় পুত্রের পালন॥ শুক বলে এ সকলে কত মুদ্রা পাবে। শুনি কহে সর্ব্ব মূল্য সহস্র তঙ্কা হবে॥ তার কথা শুনি শুক উত্তর করিল। এত পাখী লয়ে গিয়া কি হইবে বল॥ মোর বাক্যে এ সকলে দেহত ছাড়িয়া। কেবল আমারে তুমি চলহ লইয়া॥ আমারে বিক্রয় করি সহস্র তঙ্কা পাবে। তাহাতে তোমার শ্রম সফল হইবে॥ ব্যাধ বলে সত্য ইহা কেমনে হইবে। এক পাখী শত মুদ্রা দিয়া কেবা লবে॥ শুক বলে জ্ঞাত তুমি নহ মোর গুণ। সর্ব্ব শাস্ত্র জানি আমি বিদ্যায় নিপুণ॥ সব বিবরণ আমি পারি কহিবারে। অসাধ্য সাধন পারি সাধিতে সংসারে॥ শুনিয়া শুকের বাক্য দৃঢ়তা করিয়া। ততক্ষণে পাখিগণে দিলেক ছাড়িয়া॥ শুকে লয়ে হৃষ্ট হয়ে নগরেতে গেল। তদন্তরে লয়ে তারে বেচিতে চলিল॥ পূর্ব্বে সদাগর কথা করিলা শ্রবণ। তাহার বাটীতে ব্যাধ প্রবেশে তখন॥ দেখি শুক সদাগর পুলকিত হৈল। হৃষ্টমন ততক্ষণ মূল্য জিজ্ঞাসিল॥ ব্যাধ বলে মহাশয় আমি নাহি জানি। পাখিরে পাখির মূল্য জিজ্ঞাস আপনি॥ তার পর সদাগর শুক প্রতি কয়। কহ শুক কত মূল্য হইবে তোমায়॥ শুক বলে মূল্য মম কি কহিব আর। ক্রমেতে আপন গুণ হইবে প্রচার॥ সাধু বলে কি বলিলে আছে কোন গুণ। শুক বলে সর্ব্ব শাস্ত্রে হই যে নিপুণ॥ অসাধ্য আছয়ে যাহা পৃথিবী ভিতরে। তাহা সাধিবারে পারি ক্ষণ চিন্তা করে॥ ভূত ভবিষ্যৎ আর কর্ম্ম বর্ত্তমান। তাহা কহি- বারে পারি শুনহ শ্রীমান॥ যত মত বিদ্যা যত আছয়ে আমার। ক্রমেতে সকল তাহা হইবে প্রচার॥ কহিলে মূল্যের কথা শুন অতঃপর। সহস্র তঙ্কা দিতে ব্যাধে করেছি স্বীকার॥ মোর বাক্যে সহস্র পাখিরে ছাড়ি দিল। হেতু

হয়ে ঘোরে লয়ে ফিরল আইল ॥ অতএব নিবেদন শুন
এর। বিক্রীতারে সহস্র তঙ্কা দিতে আজ্ঞা হয় ॥ শুন
শুনি সাধু বিস্ময় হইল। মূল্য দিয়া হৃষ্ট হয়ে শুকেরে ল
লয়ে সাধু শুক লয়ে আনন্দিত মনে। অন্তঃপুরে সমর্পিল
ভার্য্যা স্থানে ॥ পায়ে শুক হৃষ্টযুক্তা সাধুর রমণী।
পিঞ্জরে তারে রাখে সুবদনী ॥ দুই জনে বহু যত্ন করে
সয়। তাহাতে শুকের হৈল হরিষ অন্তর ॥ বহু মত গল্প
শুনায় দুজনে। যাহে তারা পরিতোষ থাকে নিজ ম
এই মতে শুক সেথা আনন্দে রহিল। দৈবাধীনী স
পীড়িত হইল ॥ কত শত বৈদ্য যত্ন হৈল নিয়োজিত।
সিহ একান্তে রহিল পীড়িত ॥ মনে দুঃখী হয়ে শুক
পীড়ায়। তদন্তরে স্তুতি করে তার প্রতি কয় ॥ যদি ে
এক দিন বাহিতে দেহ মন। কিঞ্চিৎ ঔষধি আনি করি ঐ
এণ ॥ সে ঔষধি বিনা যাহে পীড়া শান্তি হবে। এ
শুনিয়া সাধু মনেতে ভাবে ॥ মিথ্যা ছলে যাবে চলে পুন
আসিবে। অকারণ এত ধন সব মিথ্যা হবে ॥ রমণীরে
অরে ডাকি সদাগর। দুই জনে পরামর্শ করিয়া বিব
ঔষধ অন্বেষণে তবে দিলেন বিদায়। কহিলেন যেন
সর্ব্বক্ষণ রয় ॥ বলে শুক কোন দুঃখ না ভাবিহ মনে।
দিন বিলম্বে আসিব এই স্থানে ॥ সত্য বাক্যে নাহি
মিথ্যা বেবা কয়। নিশ্চয় নরক তার নাহিক সংশয় ॥ সাধু
বলে বাপু তুমি যাবে বনে। বল দেখি কি আনিবে আ
কারণে ॥ শুক বলে মাতা আমি এথা কি কহিব। আ
দেখিতে পাবে যখন আনিব ॥ তবে শুক তথা হৈতে বি
হইল। অতুরীকে নিমিষে অরণ্য প্রবেশিল ॥ উপনীত
হেথা নিজ পরিবার। সর্ব্বজন হৃষ্টমন আনন্দ অপার ॥ ত
ন্দেতে কিছু কাল তথায় রহিল। পরে তথা হৈতে শুক বি
হইল ॥ পরেতে ঔষধি লৈল করি অন্বেষণ। ভাবে মনে

আইব সাতার কারণ ॥ বনে বনে বহুক্ষণ করিয়া ভ্রমণ । ফল এক পাইল তার শুন বিবরণ ॥ সুবর্ণ বর্ণ যেরূপ একাকার যোটা । করঙ্গা আকার তার তৃণ নহ কাটা ॥ কি কব ফলের গুণ কি শুনাব হায় । চিরজীবী সুখী হয় যেই জন খায় ॥ রূপবন্ত গুণবন্ত বীর্য্যবন্ত অতি । মৃত্যু হীন চিরদিন সুখে করে স্থিতি ॥ পুত্র বৃদ্ধি ধন বৃদ্ধি সর্ব্ব কর্ম্মে যশ ॥ গৃহে বাস করে লক্ষ্মী হয়ে তার বশ ॥ সেই ফল লয়ে শুক বিচক্ষণ । সদাগর আগারে প্রবেশে ততক্ষণ ॥ দেখি পাখী হৈল সুখী সাধুর অন্তর । পরে শুক ঔষধি দিলেন তার পর ॥ ঔষধি সেবনে সাধু আরোগ্য হইল । তবে সেই ফল শুক সাধ্বীরে অর্পিল ॥ দেখি ফল বাড়ে বল ফল জিজ্ঞাসিল । ফলের যে ফল ফলে বিস্তার কহিল ॥ শুনি সতী সুবদনী ভাবে নিজ মনে । হেন চমৎকার ফল দেখি কোন জনে ॥ এত ভাবি ফল লয়ে সাধু কাছে গেল । বিস্তারিত গুণ যত তাহারে কহিল ॥ আয়ু বৃদ্ধি ধন বৃদ্ধি যশ বৃদ্ধি অতি । কমলা অচলা তার গৃহে করে স্থিতি ॥ সাধু কহে শুন প্রিয়ে আমার বচন । এইক্ষণে এই ফল করহ রোপণ ॥ অনন্তরে বৃক্ষেতে ফলিবে বহু ফল । সর্ব্ব জনে ভক্ষণে হইবে সুসফল ॥ শুনি ধনী সেই ফল করিল রোপণ । নিত্য নিত্য করে তাহে উদক সিঞ্চন ॥ কিছু দিনে সেই ফলে অঙ্কুর হইল । দিনে দিনে অতিশয় বাড়িতে লাগিল ॥ সময়ে কুসুম যুক্ত পরে ধরে ফল । তাহে নানা এক দিনে হইল সকল ॥ তার মধ্যে এক ফল সুপক্ক হইল । বায়ুবেগে দৈবে তাহা ভূতলে পড়িল ॥ কিন্তু তার দোষ এক কর প্রণিধান । মৃত্তিকা স্পর্শনে হয় বিষের সমান । ভূমি স্পর্শ ফল যেবা করয়ে ভক্ষণ । নিশ্চিত তাহার মৃত্যু না হয় খণ্ডন ॥ কিন্তু এ বৃত্তান্ত তার শুক না জানিত । জানিলে পূর্ব্বেতে তবে বিশেষ কহিত ॥ অনন্তর সাধুপত্নী সেই ফল দেখে । আনন্দে লইয়া তাহা সংগোপনে রাখে ॥

অদ্ভুত ফল ভক্ষণে উপপতির মৃত্যু।

পয়ার। নিগূঢ় বৃত্তান্ত এক শুনহ সম্প্রতি। সাধু
জীব এক ছিল শুদ্ধমতি॥ তারে সমর্পিল ফল ভ
মনেতে। সেই ফল রাখে ধনী অতি যতনেতে।
পানে ক্ষণে ক্ষণে চাহে সুবদনী। ভাবে মনে কব
হইবে রজনী॥ উপপতি মিলনেতে বিলম্ব না সয়।
মনে এখন যে অস্ত নাহি হয়॥ এমত চিন্তায় দিবা
চলে গেল। তমো শূন্য চন্দ্রে পূর্ণ ভূমণ্ডল হৈল॥ ন
আনিতে দূতী পরে প্রসারণ। গিয়া দূতী উপপতি
তৎক্ষণ॥ সাধুর যুবতী পরে বসন ভূষণ। নির্জ্জনে
জনে সুখে হইল মিলন॥ নানা রাগ রঙ্গ গান করি
জন। সহচরী প্রতি আজ্ঞা করিল তখন॥ জলপান
আন করি আয়োজন। ত্বরা করি সহচরী আনে ক
রম্ভক থালা যত অতি মনোহর। থরেং সাজাইল দে
সুন্দর॥ তাহার কর্ণিকা হয় প্রকাশিলে নাম।
দেয় মিষ্টান্ন সামগ্রী অনুপম॥ উপপতি প্রতি ধনী ব
কথন। জলপান করি প্রাণ তৃপ্ত কর মন॥ চব্য চুষ্য
পেয় বিবিধ বিধান। কষ্টমতি উপপতি করি জলপা
পরে ধনী সেই ফল আনি ততক্ষণ। উপপতি হস্তে
করে সমর্পণ॥ সে কহিল হেন ফল কোথা পেলে
শুনিয়া হাসিয়া বলে সাধুর রমণী॥ তোমার সমান
নাহি প্রিয়তম। উত্তম জনেরে দ্রব্য দিলাম উত্তম।
বলি বলিল ফলের গুণাগুণ। বিলম্বে কি ফল বল
ক্ষণ॥ যেই মাত্র সেই ফল খাইল সে জন। ত
উঠিল তার অঙ্গ জ্বালাতন॥ ছট ফট করে অঙ্গ উ
[illegible]। ক্ষণে ক্ষণে গাত্র গর্জ্জ জানি কম্পমান। ি
পাইলায় ভাবিল তখন। সাধু পত্নী প্রতি কহে করিয়া
মন॥ ধিক ধিক প্রেম তোর ধিক তোর মন। ধিক

কবিশ্বাসি ওষ্ঠার জীবন ॥ অধিক কি কব কিব কাম ,সে এখন। ফল খেয়ে হৈল মোর মৃত্যু সংঘটন ॥ সে ... কবে কর করে সমর্পণ। তাহে নষ্ট করা বুদ্ধি নহে কদাচন ॥ কা- হিতে কহিতে তার হইল মরণ। উপপতি ... দিতু পাইয় জ্বলন ॥ উপপতির এ দুর্গতি দেখিয়া যুবতী। হায় কি হইল বলি উঠে শীঘ্রগতি ॥ উত্তম উদক আনি মুখেতে সিঞ্চিল। বাঁচাইতে বহু চেষ্টা অনেক করিল ॥ কিন্তু ... তার হইল তখন। ভূমেতে পড়িয়া ধনী অত্যন্ত রোদনে ॥ শিবচন্দ্র ঘোষালের আজ্ঞা অনুসারে। দ্বিজ রাজনারায়ণ রচিল পয়ারে ॥

উপপতি শোকে সাধু স্ত্রীর বিলাপ।

লঘু-ত্রিপদী। হৈল উপপতি, আকুলা যুবতী, কাঁদি নারী প্রতি কয়। কি হবে কি হবে, আর কে যুড়াবে, বাঁচাবে মদন দায় ॥ কষ্ট হয়ে বিধি, দিয়া গুণনিধি, পুনঃ যদি নিল হরি। আমি কুলবালা, প্রেমেতে আকুলা, বাঁচিব কেমন করি ॥ করিবারে হিত, হিতে বিপরীত, হইল কপাল দোষে। ঘটালে গোসাঞি, আগে জানি নাই, দাঁড়াইব কার পাশে ॥ হইবে মঙ্গল, খাওয়াইলাম ফল, যম ঘরে দিতে কাঁটা। সে কাঁটা উলটি, মোর পায়ে ফুটি, মরিল পরের বেটা ॥ হায় হায় হায়, প্রাণ যায় যায়, এ দায় ভাগ্যের ফলে। কপালে আগুন, বিধাতা বিগুণ, বিষ অমৃতের ফলে ॥ হরি হরি হরি, মরি মরি মরি, উহু উহু উহু আহা আহা। কপালের ফেরে পড়িলাম ফেরে, মোর দোষে হৈল ইহা ॥ ক্ষণ বা যুবতী, দেখি উপপতি, পূর্ব্ব ভাব পড়ে মনে। কহে নানা খেদে, নানাছান্দে কাঁদে, রব একাকি কেমনে ॥ কায়া ছায়া মত, রহিতে সতত, কখন না ভাব ভিন। মিছা প্রেমে ফেলে, আগে গেলে চলে, প্রেমজালে গাঁথি মীন ॥ নাহেক কৌতুক, ডাক প্রিয়ে বলে, ঘুচাও মনের শূল। তোমার বিহনে, নাহি

বাঁটি আগে, হইয়াছি দুকে দুল ।। এ হার জীবন, এ মন
ধন, তোমা বিনা নাহি আশ। আছে যেবা পাকি, সে
কতি, না করে তোর বিনাশ ।। আমার যন্ত্রণা, কখন জা
নে কোন রূপে বঞ্চিত। ভাবিয়া তাহারে, ভাবিনা তো
মারে ছিলাম কিঞ্চিৎ ।। হবে প্রেম লাভ, ছিল অনুভাব,
তোমা মনোমত। না হইতে শেষ, করি বিধি দ্বেষ, উৎ
সুযোগ হত ।। বিষে কুলবালা, কাটে এই জ্বালা, প্র
কাশিতে নারি। যেমন দর্শন, চোরের স্বপন, গুমরে ম
রি ।। মনের যাতনা, অপরে জানেনা, কহিলে গঞ্জনা ক
সে গঞ্জনা সহে, তব মুখ চেয়ে, তুষ্টা ছিলাম অন্তরে ।। প
রাণ, পাষাণ সমান, তব মৃত্যু দেখে সই। হলনা মরণ,
জীবন, মরণ সহে জ্বালা এই ।। দুঃখাধার স্থান, রমণীর
দুঃখী প্রাণে সহে দুঃখ। যেই ডাল ধরে, ভাঙ্গে দুঃখ
বিধাতা যারে বিমুখ ।। কহে সহচরী, শুনগো সুন্দরি,
বিনে উপায় নাই। কান্দি কি হইবে, কান্দিলে কি
কেন কান্দ তা সুধাই ।। পোহাইলে নিশি, দিবাকর
কলঙ্কে ডুবাবে কুল। হইবে গঞ্জনা, লোকের লাঞ্ছনা, বা
ড়বের মূল। উপযুক্ত নয়, বিপদ সময়, বাড়াইতে চক্ষে
দৈবের শকতি, পাঁকে পড়ে হাতি, সে ধরে দ্বিগুণ বল
আর বচন, অসহ এখন, দুঃখবাণ বুক বলে। মৃত্যু উপ
লইয়া সম্প্রতি, যাই চল নদী কূলে। শুনিয়া যুবতি,
দুর্মতি, উঠি বলিল তখন। বস্ত্র আচ্ছাদিয়ে, উপপতি
শীঘ্র করিল গমন ।। অতি ত্বরা করে, গিয়া নদী তীরে
দেহ ভাসাইল। নয়নের বারি, নয়নে নিবারি, পুনঃ নি
এলো ।। মনোদুঃখে ধনী, পোহায় যামিনী, দুঃখে নিশি
যাম। মনোদুঃখ মনে, কেহ নাহি জানে, আছে কি
প্রাণ ।। যে ব্যাজ্য অন্তরে, প্রকাশিলে পরে, পরে করে
শান। মনের বিরহে, দুঃখে দুখ সহে, দুঃখ কর সমাধা

ফল ভক্ষণে উপপত্নীর মৃত্যু।

ত্রিপদী। বিভাবরী পোহাইল, অরুণ উদয় হৈল, ডাকে স্তরে শুক পিকগণ। প্রাতে উঠি সদাগর, হয়ে হরিষ অন্তর, অন্তঃপুরে করিল গমন॥ দেখয়ে বৃক্ষের শোভা, অতি বড় মনোলোভা, শোভিত হয়েছে ফল ফুলে। তাহে সাধু কুতূহলে, এক ফল সেইকালে, দৈবযোগে পড়িল ভূতলে॥ দেখি সাধু হৃষ্ট হয়ে, ফল নিল কুড়াইয়ে, রাখে হাতে করিয়া যতনে। ভাবে সাধু মনে মন, অগ্রে মোর প্রয়োজন, দেব ফল দিব প্রেমজনে॥ এত বিবেচনা করি, গিয়া অতি ত্বরা করি, উপপত্নী আগে উপনীত। হাসি হাসি করে ধরি, ফল সমর্পণ করি, কহে ফলের গুণ বিস্তারিত॥ দেখি আমি খাও ফল, দিব্যে কি আছে ফল, ফলে বা কেমন ফল ফলে। উপপতি কথা শুনি, ফল লয়ে সে রমণী, ভক্ষণ করিল কুতূহলে॥ যেমন খাইল ফল, তেমনি ফলিল ফল, দুপ্রবল বিষেতে জারিল। বাক্য শূন্য জ্ঞান হত, হইল ভূমে পতিত, সাধু বলে কি হলো কি হলো॥ ভূতলে পড়িলা কেন, কহ দেখি বিবরণ, এত বলি অঙ্গে দিল হাত। মুখেতে নাহিক শ্বাস, দেখিয়া হইয়া ত্রাস, করে সাধু শিরে করাঘাত॥

সদাগরের বিলাপ বর্ণন।

ত্রিপদী। হায় হায় কি ঘটিল, কি করিতে কি হইল, ফলে ফলালেম বড় ফল। কান্দে সাধু নানাছান্দে, কেশ বাস নাহি বান্ধে, অনিবার চক্ষে বহে জল॥ করিতে তোমার হিত, করিলাম বিপরীত, নাহি জানি বিধির নিবন্ধ। করিতে চাহিয়া ভাল, অমৃতে গরল হৈল, ভাল থাকু আসলেতে মন্দ॥ তুমি মান অপমান, তুমি মোর ধন প্রাণ, তোমা বিনা জীবনে কি আশ। তোমার বিচ্ছেদ বাণে, আর না বাঁচিব প্রাণে, অবশেষে হৈল বনবাস॥ না হেরে তোমার মুখ, বিদরে আমার বুক, এ দুঃখ কহিব কার কাছে। পলকে প্রলয় দেখি

না পেয়েলে প্রাণে মরি, তোমা বিনা এ সংসার মিছে ॥ বুড়া বয়সে নাহি স্থান, কোথায় বুড়াব প্রাণ, আর কেবা বুড়াকে আদরে। ভার্য্যা যে প্রবরা বড়, গালি দিতে সদা দড়, বুড় বলে মুড়োঝাঁটা ধরে ॥ মত্ত যৌবনের ভরে, যোরে না সম্ভার করে, তাহে যদি এই কথা শুনে। একে কালফণী প্রায়, বুড় গন্ধ পেলে তায়, দিবে জ্বালা সে বিষ বচনে ॥ পাই যদি পা বিষ, পৃথিবী বিষার বিষ, হাই তবে তাহার মরেছে। পূর্ব্বে দেখে প্রেমানলে, আলিঙ্গনে তুষেছিলে, এখন না সহে কে সাথে ॥ শেষ দশা দন্তহীন, তথাচ না ভাব ভিন, ভুষিয়া অনেক কৌতুকে। বুড়া হয়ে বুড়া নই, তব রসে ছিল কয় সদত বুড়াকে সুকে সুখে ॥ নারী বিনা এ সংসার, জ্ঞান হ অন্ধকার, নারী সার অসার সংসারে। আপন যৌবন ধ অনায়াসে সমর্পণ, করে অন্য পুরুষের করে ॥ রমণী সরল অতি, নাহি কোন খলমতি, দয়া মায়া আছে অন্য জনে। সদ সরল প্রাণ, পরে করে সুধাদান, করে তুষ্ট মধুর বচনে নাহি পরাপর বোধ, করে যে না অনুরোধ, তাহাকে তুষ্ট কানাননে। প্রথমেতে বোধ বিন্দু, পরেতে সুধার সিন্ধু, উ য়ের মিলনে উথলে ॥ পুরুষ রক্ষার হেতু, গড়ে বিধি না সেতু, সুধাসিন্ধু পাঠালে ভুবনে। করে সুধা বিতরণ, তো পুরুষের মন, নিজ ধন দেয় অন্য জনে ॥ কিন্তু এক চমৎকা আমা কে বুঝিবে আর, আমি তার না পাই সন্ধান। জ ধি মন্থনেতে, দেবগণ সকলেতে, ক্ষুধা হীন সুধা করি পা যুবতী সদ্রস রসে, মজিলে সুধার আশে, শেষ রসে কত সু খায়। হায় হায় একি দায়, সুধা খেলে ক্ষুধা যায়, এ অমৃ ক্ষুধায় জ্বালায় ॥ যে সুধা বঞ্চিত হয়ে, বাঁচি আর খাইয়ে, হরি হরি গোসাঞি গোসাঞি। আঁটকুড়া ম কুড়া, বুড়া রাজা আঁটকুড়া, অভাগা জনের মৃত্যু নাই দেখে মধুর হাসি, কত রব দিবা নিশি, প্রেয়সী বিহীনা হ

ষকা। ওরে যম বশ হও, তুমি মোরে শীঘ্র লও, তাহাতে সা-
রক মোরে দেখা ॥ মনে রবে উভয়েতে, দেখে প্রেম একা
হলে, সে দুঃখে কেমনে বাঁচে প্রাণ। সদত মনেতে হলো, আ-
মার আমার দুঃখ, এ দুঃখেতে বিদরে পাষাণ ॥ জ্ঞাতি ঘ-
রে পরে, সবাই সন্দেহ করে, যার ঘরে আছে যুবা বৌউ।
দুঃখে যুবক নই, শ্বশুর ভাসুর হই, বৃদ্ধ বলে ছেড়েনাকো
কেউ ॥ আমার কপাল পোড়া, অতি বড় দুষ্ট ছোঁড়া, তার
দোষে হইলাম বেনে ॥ ঘাটে মাঠে মোরে দেখে, নারীগণ
যায় বেঁকে, সদত ঘোমটা দেয় টেনে ॥

বিনা দোষে শুক বধ।

ত্রিপদী। শুক অনর্থের মূল, বাড়ালে মনের শূল, কোথা
হতে ফল আনি দিল। সত্য মিথ্যা না জানিয়া, সেই ফল
খাওইয়া, আপনার প্রেয়সী মরিল ॥ অতি বড় দুষ্ট শুক,
দিল এ মনের দুঃখ, ঘুচালে আমার সুখ সাধ। হেন মোর
প্রিয়জন, পাখিতে কি প্রয়োজন, তারে বধি সাধিব এ বাদ।
এত বলি ততক্ষণ, হয়ে সাধু ক্রোধ মন, নিজ পুরে প্রবেশি
তখন। তর্জ্জন গর্জ্জন করে, শীঘ্রগতি ধরে তারে, আছাড়িয়া
নাশিল জীবন ॥ দ্বিজ দাক্ষোহাটি বাসি, মনে হয়ে অভিলাষি,
আজ্ঞা দিল করিতে রচন ॥ শিবচন্দ্র আজ্ঞা মত, এই গ্রন্থ
বিরচিত, রচে দ্বিজ রাজনারায়ণ ॥

পয়ার। উপপত্নী বিনা সাধু সদা দুঃখমতি। উপপতি
বিনা দুঃখী সাধুর যুবতী ॥ উভয়ের ভাব কেহ বুঝিতে না
পারে। ভুলিতে আপন ভাব ভাবি হৈল শিরে ॥ উভয়ের
তুল্য পীড়া কেহ নয় কম। সদত চিন্তিত দুঃখে নহে উপশম ॥
সাধু কান্দে মনোদুঃখে চক্ষে বহে বারি। প্রিয়শোকে কান্দে
দুঃখে সদাগর নারী ॥ এই মত শোকনীরে উভয়ে মগন।
এক দিন অনন্তর শুন বিবরণ ॥ সাধুর বাটীর দাসী মোহিনী
নামেতে। প্রতি দিন দাস্যকার্য্য করে আনন্দেতে ॥ রামনামে

তার পতি অতি বুদ্ধি হীন। লজ্জা ভয় নাহি তার অন্তর
কঠিন ॥ এক দিন মোহিনী সাধুর বাটী হৈতে। কর্ম্ম সারি
নিজাগারে আইল রজনীতে ॥ তদন্তরে নিজ ঘরে পাক
করেছিল। হেনকালে পতি তার গৃহেতে আইল। দেখিল
ভোজন দ্রব্য নাহি আয়োজন ॥ ক্রোধভরে মোহিনীরে করয়ে
ভর্ৎসন ॥ হেদেলো মোহিনী তুই কোথা গিয়াছিলি। কার
সঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে কোথা বসেছিলি ॥ ক্ষুধায় জ্বলিছে পেট
দুঃখে প্রাণ যায়। মারিলে ঝাঁটার বাড়ি তবে শোধ পায় ॥
মোহিনী ক্রোধে বলে কি বলি অধমেরে। নাহি দেখ মোর
দুই চক্ষের মাথা খেয়ে ॥ ধিক জীবনে কালামুখ ওরে
পোড়ামুখ। কোথায় দেখিলি মোরে ওরে আঁটকুড় ॥ নাহিক
লজ্জিতে ঝাঁটা এত সাধ মনে। কত ঠাঁই খালি ঝাঁটা সকলে
না জানে ॥ রায় বলে মোহিনী ধরেছে তোর দশা। আমারে
মন্দ কথা কহিস নাহি লাজ ॥ আমি যদি মারি তোরে কোন
রাগে রাগে। আর কি ভয়ের দিন আছে মোর তোকে ॥
এত শুনি মোহিনী ক্রোধেতে উঠে জ্বলে। বহুবিধ প্রকারে
তাহারে কটু বলে ॥ কি বলিব সহি সব বলিয়া তাহার।
পুনঃ বলে নাক কান কাটিতাম তার ॥ সেই মাত্র এই কথা
মোহিনী কহিল। ক্রোধ হয়ে ঝাঁটা লয়ে গর্জিয়া উঠিল
ক্রোধভরে চুলে ধরে পাড়িল ভূতলে। ক্রোধেতে চপটাঘাত
মারে তার গালে ॥ রক্তপাত হৈল অঙ্গে মারে ঝাঁটার বাড়ি।
লাথাতে ভাঙ্গিলেক দন্তের কাঁড়ি ॥ এইরূপে মোহিনীরে
মারিল বিস্তর। ক্রোধমনে রায় চলে গেল স্থানান্তর ॥ দু-
ঃখিনী মোহিনী অতি পড়ির আঘাতে। বহু দুঃখে নিজ শোকে
লাগিল কান্দিতে ॥ নয়নের বারি দুঃখে নয়নে নিবারি।
বিষ কস খাইব অন্তরে স্থির করি ॥ অতি ক্লেশে সে রজনী
করি জাগরণ। প্রভাতে সাধুর বাটী করিয়া গমন ॥ বৃক্ষ হতে
লতা এক লইয়ে তখন। তক্ষণা করিল শব্দ জানিয়া মরণ ॥ যেই

তাতে সেই জল যোগিনী খাইল। অপরূপ তার রূপ প্রকাশ হইল ॥

রূপ [illegible] মালতীর লাবণ্য প্রকাশ।

শ্যামাঙ্গ। দেখিয়া স্বর্ণ বর্ণ বর্ণিতে ভুবন। [illegible] পাদ পদ্ম শত্রু যন্ত্র যমনা ॥ পদে পাদ [illegible] সে পদের [illegible]না। রম্ভাতরু জিনি উরু [illegible] সুগঠন। [illegible] শোভায় রত্ন বার্ণবারে [illegible]। কটিদেশে [illegible] [illegible] [illegible]না। কেশরী কাঙ্কালি জিনি মধ্য [illegible] [illegible] [illegible]তি ত্রিভঙ্গি করে তারে [illegible]না ॥ নিজ [illegible] হাসি [illegible] [illegible]বিয়া আপনা। কুচ [illegible] [illegible] [illegible]না। [illegible] করে [illegible] স্বভাবে শোভনা। সুগন্ধ [illegible] [illegible]তে হন্তে [illegible] ॥ [illegible] [illegible] [illegible] কণা শোভা মনোলোভা সে অম্বুজ নয়না। [illegible] জিনি শুভ্রবর্ণা [illegible]না। [illegible] পায় লাজ নাসিকা [illegible]না ॥ [illegible] জিনি বেণী পৃষ্ঠে দুলে [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]বে নারী হইল একি ঘটনা ॥ রূপ দেখি হৈল সুখী [illegible] [illegible] হাতনা। [illegible] মনে ভাবনা ॥ [illegible] [illegible] চলি [illegible] গমনা। [illegible] [illegible] বদনা ॥ কহে সাধু কার বধূ এথা কেন [illegible]। [illegible] নারী অপ্সরী বা হইবে কোন জনা ॥ এ লাবণ্য [illegible] মধ্যে নাহি তুলনা। [illegible] কহে দাসী আমাদে [illegible] চলনা ॥ একি লাজ এত ঠাট মোর সঙ্গে করো না। সাধু [illegible] কি বলিলে ও কথা আর বল না ॥ [illegible] দাসী হাসি [illegible] কেন কর ছলনা। কিবা নাম কোথা ধাম সত্য কথা বল [illegible] ॥ নাহি জানি নাহি চিনি তুমি কার ললনা। পুনঃ দাসী কহে হাসি শুন সে সব ঘটনা। দীর্ঘ ছন্দে [illegible] করে [illegible] রচনা ॥

দাসীর পাপেতে সদাগরের মৃত্যু।

পয়ার। শুন গুণধাম মোর নাম যে মোহিনী। নিজ্ঞা আমি তব দাসী এ প্রেমবর্দ্ধিনী॥ গত রাত্রে পতি সহ বিবাদ ঘটন। এহারিয়া আমারে সে করে বিসর্জ্জন॥ স্বামীর খাতির দুঃখী হয়ে ভাবিয়া অন্তরে। সে বিচ্ছেদে মনো খেদে আমি তব পুরে॥ বৃক্ষ হৈতে বিষফল লইয়া হস্তায়। মহাদুঃখে খাইলাম মৃত্যুর ইচ্ছায়॥ সেই মাত্র সেই ফল করিনু ভক্ষণ। অকারণ্য একারণ অমনি ঘটিল॥ দেখিয়া আপন রূপ ভাবি মনে মনে। কহিবারে সদাগরে আইলাম এখানে॥ শুনিয়া আশ্চর্য্য সাধু দাসীর ভারতি। দেখিয়া ফলের গুণ হইল দুঃখ মতি॥ হায় আমি হেন কর্ম্ম কেন বা করিনু। অকারণে বিনা দোষে শুকেরে বধিনু॥ দুঃখের সাগরে সাধু হইল মগন। শুক শোকে মনোদুঃখে ত্যজিল জীবন॥

অবিচারে রাজার সবংশে মরণ।

পয়ার। দৃষ্টান্তের শেষে কহে রাজার তনয়। বিচার বিহিত কর্ম্ম কর মহাশয়॥ অবিচারে ধর্ম্ম নষ্ট পাবে অনুতাপ। কুযশ ঘোষণা আর অধর্ম্মের পাপ॥ এত যদি বলিল এ রাজার নন্দন। তথাপিহ না শুনিল দুরন্ত রাজন॥ স্বহস্তেতে অসি এক করিয়া গ্রহণ। সভা মধ্যে ছোটি পুত্রে বধে ততক্ষণ॥ বধিতে উদ্যত তারে দেখিয়া তনয়। সাশ্রুনেত্রে কাতরেতে শাপ দিয়া কয়॥ যেমত বধিলে তুমি মোরে অবিচারে। শিলা দেহ হবে তব কর্ম্ম অনুসারে॥ যত দিন চন্দ্র সূর্য্য উদয় হইবে। প্রাণ রবে পাপে ত্রাণ নিশ্চয় না হবে॥ এত বলি রাজপুত্র ত্যজিল জীবন। পাষাণ হইয়া রাজা পড়ে ততক্ষণ॥ দেখিয়া পিতার রীত আর দুই জন। রাজ্য ছাড়ি অরণ্যে প্রবেশে ততক্ষণ॥ পাত্র মিত্র সভাসদ যত সর্ব্বজন। অবিচারে রাজ্য ছাড়ি কৈল পলায়ন॥ পতি

কহিব। প্রাণপণে যুবতীকে আজ আনি পাষণ্ড চৈতন্য পোশী কয়। নিয়ম নিয়ম মম পুত্র কোটি কুল শ্রেষ্ঠ যে জন তোমার। তার ভার্য্যা লইতে হবে তারে॥ নির্জ্জনেতে গোপনেতে করিয়া লক্ষণ। সেই ঘরে আমি পরে করিব ভোজন॥ কাহাকে রক্ষণ জন্য জন না রহিবে। তবেত নিশ্চিত মোর ভোজন হইবে॥ বণিকের পুত্রেরে এই কথা শুনে। কুলবতী যুবতী যা রাখিব কেমনে॥ দুই জনে নির্জ্জনে রহিবে এক ঘরে। মনে ভয় শঙ্কা ভয় পাছে বা কি করে॥ হিতাহিত বিপরীত হয় দুই মতে। অস্বীকার অঙ্গীকার দুই বিষ পাপেতে॥ না করিলে যাবে চলে কুপিয়া সন্ন্যাসী। উপযুক্ত এ অনুক্ত জনে আগে দুষি॥ যে হইবে যা হইবে বধূর ভাগ্যেতে। আমি কেন অঙ্গ কেন ডুবিব পাপেতে॥ এত ভাবি কর্ম্মে তারি প্রবোধিয়া মন। সন্ন্যাসীরে সমাদরে বসায় তখন॥ আয়োজন ততক্ষণ করি দিল ঘরে। হয়ে খুসি সন্ন্যাসী বসিল অন্তরে॥ সাধু পরে অন্তঃপুরে করিয়া প্রবেশ। বধূরে বিনয় করি কহিল বিশেষ॥ শুনি ধনী জোরিনী দুঃখিতা অন্তরে। বিনা বাক্যে ভয়ে লাজে প্রবেশিল ঘরে॥ দুঃখ মনে ততক্ষণে ভাসয়ে রক্ষণ। অপরূপ দেখি রূপ সন্ন্যাসী মগন॥

অথ সন্ন্যাসীর যুবতীর সহিত কথোপকথন ও রতিদান ভিক্ষা বিবরণ।

পয়ার। স্তুতি নতি মিনতি যুবতী প্রতি কয়। শুন সুবদনী ধনী আমার বিনয়॥ তব রূপ রসকূপ চাঁদমুখ হেরে। সুখে সাধে প্রেমফাঁদে পড়িয়াছি ফেরে॥ সাধু প্রিয়া কর দয়া দেখ্য সন্ন্যাসীরে। তোমা বিনা এ আগুন কে যুড়াতে পারে॥ দৈবা জনে রতিদানে তোষলো সুন্দরী। আলিঙ্গন দেহ প্রাণ মরে যে আমি মরি॥ দৃষ্টিবাণ হেন প্রাণ করেছ অস্থির। এ আগুন নিবারণ কর দিয়া নীর॥ না হও বিমুখ দুঃখ দূর কর মোর।

[illegible] আসে এসে দুঃখ এ ঘোর ॥ সংযুক্তা কন্যাগণ [illegible] ত্রিদেশ দান । অহিংকে সন্তোষ দেয় স্বর্গ বর্গ পায় ॥ [illegible] মত্ত যে যৌবন দান নয় । নাহি ভয় অপচয় নাহি কোন ক্ষণ ॥ তুমি শুদ্ধি মন শুদ্ধি উভয়ে সন্তোষ । দেয় দান সেই জন সে জানে এ গুণ ॥

অথ যুবতী সন্ন্যাসীর প্রতি উত্তর ।

পয়ার । শুনি সুবদনী ধনী সন্ন্যাসীর কথা । অধরে [illegible] হেঁট করে মাথা ॥ স্তুতি নতি প্রণতি সন্ন্যাসী জোড় কর । এ কি প্রভু দেহ কভু নহে যোগ্য মন ॥ জাতি মন্দ সতীত্বে কুকর্ম্ম না করি । পতি বিনা অন্য জনে নয়নে না হেরি ॥ অসংযোগ স্ত্রী সম্ভোগ যে জন আচরে । কহিয়া সন্ন্যাসী [illegible] পাপি পরদারে ॥ শুক্রদত্ত পরমায়ু হয় তত্ত্ব হীন । আত্মসার্থ [illegible] মত্ত সে তত্ত্ব বিহীন ॥ করে জ্ঞান নিন্দকার্য্য বর্জ্জ্য কার্য্য [illegible] । ধৈর্য্য হও মন কর এ কার্য্য সমস্ত ॥ মিথ্যা সুখে [illegible] পরদার । অন্তে ঘোর নরকেতে না দেখি নিস্তার ॥ ইহলে অন্ত নিতান্ত দুরন্ত দণ্ড যাতে । [illegible] নরক মধ্যেতে ॥ রাখ কাল পরকাল কালে কাল [illegible] । হবে কালান্তকে কাল কি হবে ত বল ॥ [illegible] দাস দ্বিজ ব্রজনাথ দাস । তার আজ্ঞা মতে প্রভু হইল [illegible] ॥

অথ সন্ন্যাসীর প্রত্যুত্তর বাক্যের চাতুর্য্য দ্বারা
যুবতীর ধর্ম্ম রক্ষা ।

পয়ার । শুনি বাণী সন্ন্যাসী কহিল পুনর্ব্বার । শুনিলাম যুক্তিযুক্ত বাক্য সারোদ্ধার ॥ কিন্তু মন অচেতন শুনহ সুন্দরী । [illegible] ত্রিকাল কালে কাল নারী ॥ কামানলে মোরে তুমি ফেলে অন্যায়ে । দেখে কেন নিদারুণ হও এ অধীনে ॥ আলিঙ্গন দিয়া প্রাণ কর অঙ্গীকার । না সহে বিলম্ব কর [illegible] প্রহার ॥ যুবতী চিন্তিতা অতি হৃদয়ে অন্তরে । বলে

নিতে পারে বা সুন্যায় করে মোরে ॥ তবে দেয় ভুকাইত ক[illegible]
ভৈয় মিলন । হবে বলে বাক্য জলে কথাকি ব্রাহ্মণ ॥ যৌবন[illegible]
হইল চলে ভাবি মনে মন । অঙ্কুলে চাঁদমুখ দর্শী চঞ্চল
মন ॥ বিধুমুখী মুখ চাহি মুচকি হাসিয়ে । সন্ন্যাসীরে সম্ভা-
ষে কহিছে বিনয়ে ॥ ভাল নাগর প্রেম রূপসাগর সন্ন্যাসী ।
[illegible] কৌশলে মোরে করেছেন্ত আদান ॥ জানিলাম তুমি
নাম গুণ গুণমণি । এত কেন পুনঃ পুনঃ কহিছে আপনি ॥
[illegible] নাগর তুমি প্রেমিক সন্ন্যাসী । হও আজ্ঞা অধিকা ক-
রিবে এ দাসী ॥ কর ভোজন পান তাম্বুল ভক্ষণ । সুধা-
[illegible] প্রেমাদরে দিব আলিঙ্গন ॥ কেন ব্যস্ত হও সুস্থ
কর মন । প্রেম রসে অনায়াসে ভুলিবে এখন ॥ কথা শুনে
উঠে বসে সন্ন্যাসী তখন । হাস্যমুখে মনোসুখে করিল ভো-
জন ॥ যেমন দরিদ্র জন পাইল রতন । সেই মত হইল
সন্ন্যাসীর মন ॥ ভোজনান্তে আনন্দেতে [illegible] করি
[illegible] শুন নিবেদন রসিকা সুন্দরী ॥ [illegible] বিলম্বে কত
[illegible] করহ ॥ প্রেমরসে শীঘ্র এসে আলিঙ্গন দেহ । আমা-
র অন্তর হতেছে জ্বালাতন ॥ হা কুমারী দিলি [illegible] আলিঙ্গন । কহে ধনী গুণমণী পাইয়া সময় । হাসি ক-
ছোঁয়াইয় নাহি ধর্ম্ম ভয় ॥ আমি সতী কুলবতী যুবতী কামিনী ।
নহি নষ্টা ভ্রষ্টা দুষ্টা কুলটা নিরিণী ॥ পতি ছেড়ে অন্য
পরে কেন দিব রতি । শুনি ভণ্ড পাষণ্ড সন্ন্যাসী ক্রোধ মতি ॥
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি আশ সহজে নিরাশ । অবিশ্বাসি সর্ব্বনাশী
হবে সর্ব্বনাশ ॥ এত বলি ক্রোধে খুলি কেয়ূর লইল । সজ্ঞ
গাঁজা তাহা কেলি নারীরে মারিল ॥ দৈববশে উরুদেশে লা-
গিল আঘাত । কাতরা যুবতী অতি হৈল ধরাপাত ॥ [illegible]
হয়ে হয়ে পুরে প্রবেশিল । দুঃখনীরে দুঃখাক্কারে [illegible]
রহিল ॥ দেখে আশা সহসা যেমন দৈব ফুল । [illegible]

মনেতে বাড়িল অতি দুঃখ ॥ তদুপরে সিদ্ধান্তে চিন্তয়ে উপায়। মান চলে কি কৌশলে লইব ইহায় ॥ দাক্ষীহাটি বাস দ্বিজ রূপরাম নাম। তার আজ্ঞামতে গ্রন্থ হইল প্রকাশ ॥

সাধুপুত্রের অকস্মাৎ মূর্চ্ছা বিবরণ।

পয়ার। অতঃপর সদাগর শুন বিবরণ। দুষ্ট মন্ত্র নানা জানিত দুর্জ্জন ॥ সম্মোহন মন্ত্র বাণ করি সুসজ্জিত। মন্ত্র পড়ে সাধুপুত্রে হানে সুনিশ্চিত ॥ সাধুপুত্র হৃষ্ট চিত্ত ছিল অন্তঃপুরে। হেনকালে বক্ষঃস্থলে বাণ বিদ্ধ করে। অস্থির হইল প্রাণ গেল বলে সাধুসুত ॥ আচম্বিতে ভূতলেতে হইল মূর্চ্ছিত। কি হইল কি ঘটিল বলে নারীগণ। সুশীতল জল করে মুখেতে সিঞ্চন ॥ শেল বুকে উন্মাদ কি হইবারে পারে। রামাগণ অনুক্ষণ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। হেথা সন্ন্যাসীর কাছে আছে সদাগর। সদালাপে নাহি তাপ হরিষান্তর ॥ হেনকালে কোলাহলে ব্যস্ত অন্তঃপুর। শুনি শব্দ হৈল স্তব্ধ সাধুর অন্তর ॥ শীঘ্রগতি দুঃখমতি গেল অন্তঃপুরে। বজ্রাঘাত সমাঘাত পেলে পুত্রে হেরি ॥ দুঃখানল শোকের সলিলে মগ্ন হৈল। পারে জল শোকানল অধিক জ্বলিল ॥ হরি হরি মরি মরি কি করি উপায়। অকস্মাৎ বজ্রাঘাত আমার মাথায় ॥ নানাচ্ছান্দে সাধু কান্দে হইয়া বিশীর্ণ। সে ক্রন্দন শুনি হন পাষাণ বিদীর্ণ ॥ পুত্রশোকে মনোদুঃখে জ্ঞানহত হলো। বিদ্যাবান বৈদ্যগণ অনেক আইল ॥ সে সকল বিফল হইল অনুভবে। এ কি দায় হায় হায় সর্ব্বজন ভাবে ॥ হেনকালে সেইস্থলে পাষণ্ড সন্ন্যাসী। আস্তে ব্যস্তে শূল হস্তে উপস্থিত আসি ॥ জিজ্ঞাসিল কি হইল বল বিবরণ। সবে বলে দৈবকালে এ রূপ ঘটন ॥ বিনা রোগে দৈবযোগে এ রূপ হইল। মরি মরি শব্দ করি ভূতলে পড়িল ॥ শুনি দুষ্ট বুদ্ধি নষ্ট অনিষ্ট কারক। মায়াবেশি পরদ্বেষি ঘোর প্রতারক। সাধুর কুমারে প

পেয়িয়া দুর্জ্জন। তদন্তরে সদাগরে কহিল বচন ॥ [illegible] ঞ্চয়া শুন বৃত্তান্ত ইহার। হবে শুভ্র এই বাক্য [illegible] সার ॥ শুনে তুষ্ট মন দুষ্ট দুষ্টের বচনে। ততক্ষণে দুষ্ট [illegible] চলিল গোপনে ॥ যাইয়া গোপনে [illegible] সকল বিবরণ শুন মহাশয় ॥ অপূর্ব্ব [illegible] ঘরে। গুপ্তবেশে সদা রৈলে বাটীর [illegible] সমাচার না জান আপনি। নরবক্ত [illegible] রমণী সেই জন হানে বাণ তোমার নন্দনে। [illegible] নে রক্ত ভক্ষণে ॥ সবিশেষ উরুদেশে লই শুন আমি। [illegible] ক্ষণে বিসর্জ্জন দেহ তারে তুমি। চমৎকার সদাগর একি [illegible] শুনে। প্রণতি সন্ন্যাসী প্রতি কহে ততক্ষণে। [illegible] সাধি কেমনে পারে জানা। আছি জানি [illegible] কোন জনা ॥ ক্ষণ পরে সদাগরে কহে পুনর্ব্বার। [illegible] উরুদেশে কুলাবণা তার ॥ ডাকিনী নিশ্চয় [illegible] শীরে। এইক্ষণে বিসর্জ্জন দেহ তুমি তারে ॥ [illegible] মোর বচন প্রত্যক্ষ। হবে ভাল সুমঙ্গল সুদিনে বিপক্ষ শীঘ্র যাহ দেখি কহ আসিয়া আমারে। হিতাহিত [illegible] কর তার পরে ॥ সদাগর এত শুনি দুষ্টের বচন। সসত্বরে অন্তঃপুরে করিল গমন ॥ সবিশ্বাসী এক দাসী ডাকিয়া গোপনে। [illegible] অন্ত তদন্ত কহিল ততক্ষণে ॥ [illegible] জন নারীগণ করি বিবসনা। কহ আসি উরুদেশে চিহ্ন আছে কিনা ॥ সাধু কথা শুনি গেল যথা নারীগণ। একে একে দেখে দাসী করি বিবসন ॥ তার পরে বধূরে করিয়া [illegible] তার উরুপর আছয়ে আঘাত ॥ তবে দাসী শীঘ্র আসি সাধুরে কহিল। [illegible] শুনি সাধু বিমর্ষ হইল ॥ ভাবে মনে কোন প্রাণে দিব বিসর্জ্জন। এমত হইলে হত হইবে নন্দন ॥ এত বলি গেল চলি সন্ন্যাসীর কাছে। কহে তারে যার উরুপরে চিহ্ন আছে ॥ হিতাহিত কি বিহিত করি মহাশয়। তবে

সিন্দুক সদাগর প্রতি কয় ॥ প্রাপ্ত হয় সদাগর আমার বচন । এক সিন্দুক এক কাষ্ঠেতে গঠন ॥ সুসাধ্য তাহারি মধ্যে না-রীরে সাঁধাবে । জানুবন্ধ করিবদ্ধ সহ নদীতীরে ॥ মজ্জোপরে ভাসাইয়া জল, না জানিবে । ভাসাইলে নদী জলে পুত্র সুস্থ হবে ॥ সাধু অতি দুঃখমতি এই কথা শুনে । দুঃখ মনে কর্ণ-ধারগণে ডাকি আনে ॥ ত্বরা করি করি দিল সিন্দুক গঠন । দেখিয়া সন্ন্যাসী অতি পুলকিত মন ॥ দাঁড়াইহাটি বাস দ্বিজ রূপণ দাস । তার আজ্ঞানুসারে গ্রন্থ হইল প্রকাশ ॥

সোদ হীনা পুত্রবধুকে জলে বিসর্জন ।

পয়ার । সাধু অতি দুঃখমতি দিতে বিসর্জন । তত্পরে অন্তঃপুরে করিয়া গমন ॥ করে ধরি বধুরে তাহায় বসাইল । সেই সিন্দুক দ্বার রুদ্ধ আপনি করিল ॥ ততক্ষণে ভৃত্যগণে কু-হিল ডাকিয়া । সিন্দুক লইয়া জলে দেহ ভাসাইয়া ॥ আজ্ঞা পেয়ে সবে ধায়ে সিন্দুক লইল । স্রোত জলে কুতূহলে ভাসা-ইয়া দিল ॥ বিশম্বর জলস্তম্ভ সাধুর নন্দনে । অতি ত্রস্ত করে সুস্থ হয় পরমনে ॥ হরিষ বিষাদে সাধু অভিভূত হইল । সন্ন্যা-সীরে স্তুতি করে প্রণাম করিল ॥ সন্ন্যাসী ভাবিল ভাল হৈল সুযোগ । স্থানান্তরে রমণীরে করিব সম্ভোগ ॥ এখানে পাইলে পাছে জানে সর্ব্বজন । স্থানান্তরে গিয়া পরে করিব গ্রহণ ॥ এত বলি আইল চলি সেই নদী তীরে । ভাবে মনে এখানে আসিবে বাঁকযুরে ॥

রমণীর ভ্রাতার সহিত দরশন ।

পয়ার । তত্পরে হৈল যেরে শুন বিবরণ । সেই রমণীর ভ্রাতা বীর নারায়ণ ॥ গিয়াছিল অন্য স্থল বাণিজ্য করিতে । নিজ কার্য্য বহু রাজ্য ভ্রমি আনন্দেতে ॥ বহু তরী সঙ্গে করি সেই সদাগর । বহু লোক সঙ্গে যায় আপনার ঘর ॥ আসিতে আসিতে পথে নদীর তীরেতে । দেখে এক সর্প দর্প করে আস্ফালিছে ॥ বিকট আকার ভয়ানক তার ফণা । ইতস্তত হয়ে

দেহের ঘুচিল গর্ব্ব, কন্দর্পের দর্প খর্ব, সেই তাহে তাদের [illegible] বিনী ॥ [illegible] আকর্ণ নাচে, পদেতে নূপুর বাজে, কোথা লাগে চপলা অধীরে। পাছে যদি বিন্দা বাজে, [illegible] সিন্দুর মাঝে, মৃদু নাচে গতি ধীরে ধীরে ॥ [illegible] হাত, অষ্টাঙ্গেতে শ্রেণিপাত, [illegible] সজল নয়নী। [illegible] কার্য্যের আদেশ, স্তুতি নতি মৃদু ভাবে, [illegible] সঙ্গিনী ॥ কর দয়া মহামায়া, দেহ মোরে পদছায়া, [illegible] আমার শুভ বিনাশিনী। [illegible] শীতল [illegible] তাপ, প্রাণে তাপ হইয়াছি তাপিনী ॥ এই মতে স্তুতি নতি করে সেই গুণবতী, নৃত্য ভক্তি [illegible] সমনে। [illegible] ন্যার কান্তি অন্তরে হইল ভ্রান্তি, [illegible] ডাকি বলে সখাগণে, আকুল হইয়া মনে, [illegible] হিক আমার। যদি এই কন্যা পাই, তবেতো বাঁচিব ভাই, নহে যাই কালের আগার ॥ একি দেখি অদ্ভুত, [illegible] যমদূত, আহুত রজ্জুতে বান্ধি মোরে। [illegible] জলে, মোরে ফেলে গেল চলে, অকূলে পড়েছি বড় ফেরে ॥ শুনিয়া তাহার কথা, রাজপুত্র মনে ব্যথা, ভাবে এথা ঘটিল প্রমাদ। করিলাম যার সাধ, করে বিধি তার বাদ, কি প্রমাদ হরিবে বিষাদ ॥ করি যার অন্বেষণ, নাহি তার দরশন, অঘটন হয় কত শত। আমার কপাল পোড়া, একি দেখি সৃষ্টি ছাড়া, মুল গোড়া বিধাতা বিরত ॥ এত [illegible] রাজপুত্র বিচক্ষণ, ব্রাহ্মণ নন্দন প্রতি কয়। কোন [illegible] নহে ব্রত, নহে বড় দায় গ্রস্ত, কেন ব্যস্ত হও মহাশয় ॥ দেখি এক যুবতীরে, এত চিন্তিত অন্তরে, আমি তারে করাব মিলন। এত শুনি বিপ্রসুত, হইলেন হৃষ্ট যুক্ত, পূর্ব্বমত হইল তখন ॥ তবে বন্ধু চারিজনে, ডাকি এক ব্রাহ্মণে, জিজ্ঞাসা করিল সব কথা। যে রমণী [illegible], প্রণমিয়া চলি গেল, বল প্রভু কাহার দুহিতা ॥ কিজাতি কি নামধরে, কিরূপে [illegible]

অঙ্কুরে কহে বিপ্রবর। শুন শুন সে বৃত্তান্ত, রূপসীর অ
নন্ত, নিতান্ত কহিব সুবিস্তার ॥ রত্নপুর এক গ্রাম, এথা হৈ
গুণধাম-রত্নাকর নামে নৃপমণি। দ্বিজ কুলোদ্ভব তিনি,
গুণে জ্ঞানী জানি, রত্নমণি নামে তার রাণী ॥ রূপে ব
তী ধন্যা, গুণে গুণী জনমান্যা, তার গর্ব্ভে এক কন্যা হৈ
রত্নেশ্বর পূজা হেতু, কন্যা দেখি অনুপাম, রত্নাবতী নাম দি
দিল ॥ রাজারাণী দোঁহে যত্ন, তায় নিধি করি যত্ন, তার
যত্ন সমর্পিল। মনে বুদ্ধি করে ধন, রতনে মিলে রতন
ঘটিল বিধাতা করিল ॥ অবিবাহ রত্নাবতী, এ কারণ নরপ
তি, অতি বিবাহ কারণ। দেশেতে ঘোষণা দিল, কত রা
পুত্র আইল, শেষে গেল নিষ্ফলে যৌবন ॥ রাজা এক প্র
করে, যে পারিবে কহিবারে, কন্যা তারে দিবে নৃপবর। শু
নই বিবরণ, এত কহিল ব্রাহ্মণ, চারি জন আনন্দ অন্তরে
চারিজন ভক্তরে, প্রসাদ ভক্ষণ করে, আনন্দ অন্তরে ক
কথা ॥ নানা বাক্য আলাপনে, নিদ্রা গেল চারি জনে, ক
রূপে যামিনী প্রভাত ॥ সুখে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ, অনঙ্গ ত
রঙ্গ অঙ্গ, নানা রঙ্গ বিহঙ্গ সকল। কুহুরবে ডাকে পা
নানা রবে ডাকে কাক, চক্রবাক বক কোলাহল ॥ উঠিবে
স্মরি হরি, কালীরে প্রণাম করি, প্রাতঃকৃত্য সারি নদী তীরে
রাজকন্যা অন্বেষণে, হইয়া আনন্দ মনে, চারি জনে চ
তীরে তীরে ॥ কাম চাঁদ জিনি অঙ্গ, অনঙ্গ সদত সঙ্গ, কন্যা
প্রসঙ্গে কুতুহলে। গজস্কন্ধ মন্দ গতি, অধর মধুর অতি, ক
হাসি ভুরু মন্দে চলে ॥

অথ চারিবন্ধুর রূপ দর্শনে নগর বাসী স্ত্রীর খেদোক্তি।

ত্রিপদী। হেনকালে দৈবফলে, জল আনিবার ছলে
চলে যত পুর নারীগণ। দেখি রূপ চলাচল, অঙ্গকান্তে অ

মন্দ মন্দ, ক্ষীণা বল হইল মগন ॥ তাহে একি দেখি রূপ, অপরূপ রসকূপ, রূপের বিরূপ রূপ হলো। বুঝি শরদের শশী, ভূতলে পড়িয়া খসি, অংশুমালি অদর্শন ভেল ॥ কেহ বলে ওগো সই, মনোদুঃখ তোরে কই, উচ্চ মোর মন চকোরিণী। ওই চন্দ্র রূপ হাসে, মন যে পড়েছে ফাঁদে, সদা কাঁদে সুধা প্রয়াসিনী ॥ কেহ বলে আলো সখী, এ কি অপরূপ দেখি, আঁখি কেন করিছে রোদন। নয়নে নয়ন তারা, চাঁদ দেখি হৈল হারা, বহে ধারা এই সে কারণ ॥ চন্দ্র দেখি হৈল খণ্ড, নয়ন হইল অন্ধ, নিরানন্দ হয়েছে মগনা। এত শুনি ভক্তজন, মদনে মোহিত মন, নিবেদন করে অন্য জনা ॥ শুন ওলো সহচরী, এই অনুমান করি, রূপ হেরি পড়িয়াছি ভ্রমে। যদি এই চন্দ্র হৈত, নির্ম্মল কিরণ দিত, কেন এক স্থানেতে রহিবে। তবে এক অনুমানি, শুন সব কুরঙ্গিণী, কি জানি যেমন ঘটে ঘটে। বিন্ধিয়া কটাক্ষ বাণে, বধিতে রমণীগণে, সাক্ষে প্রাণে মদন এ বটে ॥ নারী অবলা অখলা, সরলা কুলের বালা, এত জ্বালা দিল এই আসি। মুখে মৃদু মন্দ হাসি, নয়ন কটাক্ষ অসি, টানে গলে দিয়া প্রেম ফাঁসি ॥ কোন জন কহে কান্দে, ডুবিয়া লাবণ্য জলে, বলে সখী না পারি চিনিতে। যদি হও চাতকিনী, হয় অতি পিপাসিনী, তবু বিষ নারি জল খেতে। সে জল না করে পান, হবে তাতে অপমান, খেলে প্রাণ বাঁচে অনায়াসে। সে রূপ এ রূপ কেলে, কুলে কালি হবে বলে, মরি জ্বলে মনের হুতাশে ॥ দূরে থাকি বহে অঙ্গ, যদি হয় অঙ্গসঙ্গ, অনঙ্গ নিবারে অনায়াসে। প্রেম দেখি প্রেমানন্দ, লেগেছে কামের ধন্দ, নাহি সন্ধ বন্ধ প্রেমফাঁদে ॥ শুনে ওহে সর্ব্ব জন, আর এক নিবেদন, মনাগুণ হয়েছে প্রবল। হৈলে নীহার দাবানল, উষ্ণ কিম্বা স্নিগ্ধ জল, দিলে হয় তখনি শীতল ॥ মনানল দুঃখানল, প্রেমানল কামানল, সুপ্রবল হইল মদনে। যদি দাবানল হৈত, দিলে জল জ্বালা যাইত, এ অনল জ্বলে মনে মনে ॥

কত্ব্য ক্ষতি মনোনীত, তাহে সকল ছুড়াম, বিশ্বাস ছাড়িয়া,
যমে। কিন্তু এ জীবন আশা, অনল যদি বরষণ, প
শাড়ি রহে ভুলে॥ জাগিবে যৌবন-ধন; করে ধন উপা
ছাই সেই বসে কপালে। করে ধন উপার্জ্জন, কেবা
জানে ধন, বন্ধু আত্মীয় আছে ভুলে॥ উথলে মদন
জ্বালা নিবারণ হেতু, বাকে না জানে রহে ভুলে॥ ছ
পিপাসা নাকি, যোগেতে আদরে সখী, দেখ দেখি একি
জ্বালা। নিজে মন ভুলে কাঁদে, ভুলে, দংশে ভুলে, ডুব
নাই যেন আঁখি॥ দেখে এক এক জন, কূলে দিয়ে ছিন
গঞ্জন স্বভাবে হয়ে দাসী। তাহাদের মুখে ছাই, আর
নাহি চাই, হয়ে রই সুধার পিয়াসী॥ চাতকিনী যেমন
রয়ে আছে নবঘন, সকল সুখাদে বারি পানে। তাহে
চন্দ্রমুখে, কত সুখ সুধা পানে, কামানল জলে জ্বালিয়া
ক্ষেত্রে রবে দুই করে, যদি ধরে পয়োধরে, কদিপানে
সমাবেশে। যখনে এমন হয়, মুখে মুখে সুধাপান,
কত সুখ হয় শেষে॥ ভাবিলে উপায় নাই, মনে জেনে
থাকি, মন আশা করি নিবারণ। শিবচন্দ্র আজ্ঞা মতে,
নিজ আবাসেতে, কেন হও বিষাদিত মন॥

অথ চারিবন্ধু রাজপথে গমন।

লঘু-ত্রিপদী। তবে বন্ধুগণ, বিষাদিত মন, গৃহে করিল
গমন। পাইয়া যাতনা, হারাণে যেমন, সেইরূপ সর্বজন॥ ম
চিন্তাতে, না দেখি উপায়, হুতাশনে প্রাণ যায়। পুন কি
নয়, তত চলি যায়, যাইয়া যখন তায়॥ যেন ব্যাধ ভয়ে,
ভীত হয়ে, কুরঙ্গিনী যায় বেগে। করে পলায়ন, নহে স্থির
তনু পাছে দেখে চেয়ে॥ তবে কতক্ষণ, বন্ধু চারিজন, সা
হসে গমন। দেখি পথচয়, রাজার ভবন, হৈল পুলকিত মন
দিয়া অন্তরে, অতি ধীরে ধীরে, প্রবেশিল রাজপুরে। মহা

থরে থরে, ঝারী দ্বারে দ্বারে, চিত্ত চমৎকারি হেরে ॥ দেখিতে দেখিতে, হরষিত চিতে, প্রবেশিল ভিতরেতে। সুন্দর শোভিত, দেখে নানা মত, কত কত বিস্তারেতে ॥ স্থানে স্থানে শোভা, অতি মনোলোভা, দেখে পরে রাজসভা। যেন ইন্দ্র সভা, দেবগণে শোভা, ততোধিক করে প্রভা ॥ বন্ধুগণ যত, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বসিয়াছে শত শত। সকল পণ্ডিত, বিচারে বিদিত, বিস্তারিত কব কত ॥ ভাবিয়া তখন, বন্ধু চারিজন সভায় উপবিষ্ট হন। ভুবনমোহন, রূপ সুশোভন, তাঁরে ভূপ দৃষ্ট হন ॥ চিন্তে মনে মন, কেবা চারিজন, দিব্য অতি দরশন। পরেতে চিন্তন, করিয়া রাজন, জিজ্ঞাসেন প্রকাশন ॥ কহ চারিজন, কোথা বাসস্থান, কি নিমিত্তে আগমন। শুনি ততক্ষণ, আনন্দিত মন, কহে বিপ্রের নন্দন ॥ শুন নরপতি, নিবেদি সম্প্রতি, কাঞ্চননগরে স্থিতি। বহু বিদ্যা স্থিতি, করিয়া প্রণতি, হই মোরা চারি জাতি ॥ তাজিয়া বসতি, বহু দেশে গতি, সবার বন্ধুতা অতি। এ প্রদেশ সম্প্রতি, দৈবে হৈল গতি, শুন ওহে নরপতি ॥ আসিয়া এখানে, শুনিয়া বিস্তারে, পড়েছি বিষম ফেরে। কহ সাবধানে, ওহে নৃপবর, প্রশ্ন অর্থ দিব পরে ॥ শুনিয়া রাজন, আনন্দিত মন, বাসা দিল ততক্ষণ। সমান মিলন, ত্রিপদী রচন, কহে রাজনারায়ণ ॥

অথ রাজা বিপ্রসুতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা।

পয়ার। পর দিন প্রাতঃকালে উঠি নৃপবর। বন্ধুবর্গ গণ সঙ্গে হরষিতান্তর ॥ পাত্র চারিজনে তবে লইয়া সঙ্গেতে। সর্ব্বজন চলিলেন নগর ভ্রমিতে ॥ ক্রমেতে নগর সব করিয়া ভ্রমণ। গ্রাম প্রান্তভাগে সবে করিল গমন ॥ তথায় দেখিল এক আছয়ে মন্দির। তার মধ্যে এক স্থানে আছে চারি

পার ॥ গৌর গলা বদ্ধ আছে মুণ্ড মুণ্ড তার ॥ তাহা দেখি বড় হৈল চমৎকার ॥ সেইকালে নৃপতি হইল দক্ষি । জিজ্ঞাসিল প্রশ্ন তবে চারিজন প্রতি ॥ কত জ্ঞানবান হও সেই জন । নারি মুণ্ড এক স্থানে কি কারণ ॥ দুই দুই শির স্থানে সংযোগ রয়েছে । কত কার মুণ্ড কি কারণে আছে ॥ এত শুনি বিপ্রসুত আর সব । নৃপতিরে কহে সবে শুন বিবরণ ॥ পাত্র মিত্র রাজা তথায় বসিল । বিপ্রসুত আনন্দিত কথা আরম্ভিল

অথ প্রশ্ন উত্তর ও নারি মুণ্ড বিবরণ ।

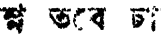

পয়ার । এই নগরেতে পূর্ব্বে ছিল এক রাজা । গুণে গুণান্বিত রাজ্যে শান্ত প্রজা ॥ হরিদাস নামে সেই তার মন্ত্রী । বাক্য মিষ্ট ইষ্ট নিষ্ঠ শাস্ত্রে দৃঢ় জ্ঞানী ॥ পণ্ডিত তিনি অতি রূপ চমৎকার । ধনা জনে ত্রিভুবনে নাহি আর ॥ ধর্ম্ম কর্ম্ম মর্ম্ম জাত কুকর্ম্ম না করে । বেদে জানে মান গণ্য এ সংসারে ॥ শক্তি যুক্তি যুক্তি সার আপে জাপ । অনুরক্ত দেব ভক্ত অহাক্ত তিলাধ । ক্রুদ্ধ নহি মন্দ আনন্দ অন্তর । সুবিহিত রীতি নীতি অলঙ্কার ॥ মন্দাবতী নামেতে যুবতী তার নারী । তার রূপ বর্ণিতে না পারি ॥ বিবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ দেখি সে রূপ । অবর্ণ বর্ণিতে বর্ণ সুবর্ণ লাবণ্য ॥ হাব ভাব প্রভাব স্ব সে সৌন্দর্য্য । সুক্ষ্ম বুদ্ধি ফুল বাণে দেখিলে অধৈর্য্য ॥ তন সুগঠন সুশোভন রূপে । সুমতির দীপ্ত করে রূপে দীপে । কুন্ত বন দুই স্তন করয়ে বন্ধন । প্রেমি পেয়ে ধর্ম্ম নাহে সুগজন ॥ মনোরম অনুপম উত্তম সুখে অঙ্গ সঙ্গ অনঙ্গে নিবারে নিশি দিবা ॥ ধার্য্য কার্য্য সাধ্বী কার্য্য তাহে ভুলে । রঙ্গে অঙ্গে তার সঙ্গে রহে ভুলে ॥ প্রেমরসে ভার্য্যা বশে বশ নিরন্তর । তিনের

ভাবে মন্ত্রী ভার্য্যারে অন্তর॥ নিশ্চয় এসব বোধ আঁখির পলকে। মন মন সমর্পণ করিল ভার্য্যাকে॥ এই রূপে মন্ত্রীবর আছে অষ্টনীতি। তাহার নৃপবর শুন দেবারতি॥

অথ মন্ত্রী আলয়ে সন্ন্যাসীর আগমন।

পয়ার। আইল সন্ন্যাসী এক মন্ত্রীর বাটীতে। দূত্যগণে জানাইল মন্ত্রীরে কহিতে॥ এত শুনি দাস গণ মন্ত্রীরে কহিল। শুনি মন্ত্রী ততক্ষণে আপনি আইল॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈল চরণ বন্দন। মন্ত্রীবর স্তবে দিগম্বর তুষ্ট মন॥ দুগ্ধ গব্য মধ্য আর খাদ্য দ্রব্য দিল। তুষ্ট মন ততক্ষণ সন্ন্যাসী হইল॥ ভোজনান্তে দিগম্বর করি আচমন। মন্ত্রী প্রতি তুষ্ট অতি হৈল তার মন॥ মন্ত্রী প্রতি কহিতে লাগিলা দিগম্বর। দেখিয়া তোমার ভক্তি পুলকিতান্তর॥ এস রূপ তব রূপ দেখি চমৎকার। আমি কিছু তব রূপে দিব অলঙ্কার॥ এত বলি এক ফল লয়ে জটা হৈতে। আনন্দেতে সমর্পিল মন্ত্রীর হাতে॥ আমার সাক্ষাতে ফল করহ ভক্ষণ। তদন্তরে কহিব ফলের বিবরণ॥ শুনি মন্ত্রী সেই ফল ভক্ষণ করিল। প্রত্যক্ষে ফলের ফল তখনি ফলিল॥ তার পর দিগম্বর করিল জিজ্ঞাসা। কেমন তোমার ভার্য্যা রসিকা সুবেশা॥ এত শুনি মন্ত্রীবর ঈষৎ হাসিল॥ ফল গুণে মুখে পুষ্প বিকশিত হৈল। ভূতলে পড়িল পুষ্প গন্ধে আমোদিত চমৎকার মন্ত্রীবর অতি পুলকিত॥ নত মস্তে সন্ন্যাসীরে স্তবন করিল। স্তবে তুষ্ট দিগম্বর বিদায় হইল॥ হৃষ্টমন ততক্ষণ মন্ত্রী হরিদাস। রাজার নিকটে গেল হয়ে মনোল্লাস॥ আদ্য অন্ত বৃত্তান্ত কহিল ততক্ষণ। শুনিয়া ভূপতি অতি পুলকিত মন॥ তদন্তরে করে রাজা সভার সাজন। বন্ধু বর্গে আমাত্য বসিল সর্বজন॥ সভামধ্যে সকলেতে বৈসে কুতূহলে। মন্ত্রী সঙ্গে রঙ্গে ভূপ বৈসে হেনকালে॥ নানা কাণ্ড

বাদ্য ভাণ্ড গাইছে গায়ক। নানারঙ্গে ভঙ্গে নাচে নৃ
নর্ত্তক ॥ বহু মত শত শত কাব্য আলাপন। শুনিয়া ম
পতি পুলকিত মন ॥ গান বাদ্য বাক্য ছলে হাসিতে
গেল। মুখে হৈতে বহু পুষ্প নির্গত হইল। সভা সহ
নৃপতি দেখি চমৎকার। ভাবেমনে ত্রিভুবনে নাহি হেন অ
তদন্তরে নৃপতি লইয়া বহু ধন। পুরস্কার রূপে তারে
সমর্পণ ॥ পুরস্কার লয়ে মন্ত্রী নিজালয়ে গেল। এই
দেশে দেশে প্রচার হইল ॥ দ্বিজগণ দাস দ্বিজ দাক্ষি
বাসী। এই গ্রন্থ প্রকাশিতে মনে অভিলাষি ॥ শি
মোহনের আদেশ যেমন। সেই মত রচে দ্বিজ
নারায়ণ ॥

অথ শিবির দেশের রাজা রত্নপুরে মন্ত্রী প্রেরণ।

পয়ার। শিবির রাজ্যের রাজা সুকসেন নাম।
মহি নরপতি গুণে গুণধাম ॥ এক দিন এই কথা
রাজন। মন্ত্রীবরে দেখিবারে ইচ্ছা হৈল মন ॥ তদন্তরে
মন্ত্রী ডাকি এক জন। রত্নপুর যাইতে আজ্ঞা দিলেন র
সে রাজনে জানাইবে মোর নমস্কার। রাজ্যের মঙ্গল
যত আছে আর ॥ এত বলি এক পত্র লিখি ততক্ষণ।
মন্ত্রী হস্তেতে করিল সমর্পণ ॥ সম্মত হইল মন্ত্রী র
আজ্ঞায়। বহু লোক সঙ্গে যাত্রা করিল ত্বরায় ॥ কিছু
পরে মন্ত্রী এখানে আইল। নৃপতির সহ গিয়া সাক্ষাৎ ক
জিজ্ঞাসিল নৃপবর রাজার মঙ্গল। শুনিয়া কহিল মন্ত্রী
মঙ্গল ॥ তদন্তে স্বাক্ষর লিপি কৈল সমর্পণ। পত্র পাঠে
রাজা পুলকিত মন ॥ শীঘ্রগতি নরপতি বাসস্থান
সেবার্থে আপন দাস নিযুক্ত করিল ॥ রাত্রিযোগে
রাজা সভার সাজন। মন্ত্রীবরে আনিল করিয়া আদর
সর্ব্বজন লইয়া সভায় বসিল। নিজ মন্ত্রী ডাকিবারে

পাঠাইল ॥ শীঘ্রগতি মন্ত্রীবরে কহিল সম্বাদ। সম্বাদ পা-
ইয়া মন্ত্রী হইল বিষাদ ॥ মনে মনে মনাগুণ লাগিল ভাবিতে
নারী ছাড়ি কেমন থাকিব রজনীতে। হিতাহিত বিপরীত হয়
দুই মতে। এত বলি গেল চলি ভার্য্যারে কহিতে ॥

অথ মন্ত্রী ভার্য্যা নিকট হইতে বিদায় হইয়া পুনর্ব্বার
প্রদেশে উপপতি দর্শনে গেল।

ত্রিপদী। মন্ত্রী স্তুতি নতি করে, যুবতীর করে ধরে, ক-
হিতে লাগিল মৃদুস্বরে। শুন শুন প্রাণ প্রিয়ে, বাঁচিতে বি-
দরে হিয়ে, কোন প্রাণে বলিব তোমারে ॥ রাজা অতি নিদা-
রুণ, করিল দারুণ পণ, রজনীতে ডাকিল আমারে। যাইতে
উচিত নয়, না গেলে কি জানি হয়, কেমনে রাখিয়া যাব
তোরে ॥ এ কথা শুনিয়া ধনী, বলে শুন গুণমণি, আমি
একা নারিব রহিতে। তুমি নয়নের তারা, রজনীতে হৈলে
হারা, সারা নিশি মরিব দুঃখেতে ॥ সঁপেছি তোমারে প্রাণ,
রাখ বা বধ বা প্রাণ, মান অপমান তব ঠাঁই। না হেরে জী-
য়ন্তে মরি, অঙ্গ জরা সকাতরা, অধিনীর অন্য গতি নাই ॥
দণ্ডে শতবার হেরি, তিলে না হেরিলে মরি, হই হারা আঁ-
খির পলকে। বল শুনি গুণমণি, ত্যজে নিজ প্রেমাধিনী,
নাহি দয়া যাবে একা রেখে ॥ প্রেমাধিনী চকোরিণী, পিপা-
সিনী বিরহিণী, দুঃখিনী রমণী রসময়। বারেক হবে চন্দ্রো-
দয়, পুনঃ যদি অস্ত হয়, চকোরী কি বাঁচে মহাশয় ॥ করে
মোরে বিরহিণী, যদি যাবে গুণমণি, বাড়াইয়া মনোসিজ
জ্বালা। ভাসাইয়া দুঃখ নীরে, যাবে তুমি স্থানান্তরে, অকূলে
আকুলা এ দুর্ব্বলা ॥ যেন বুকে বজ্রাঘাত, যদি যাবে প্রাণ
নাথ, তবে এক শুন নিবেদন। তোমার যে রূপ গুণ, সেই রূপ
লিখিয়া রূপ, দেহ মোরে করিয়া যতন ॥ ভাবেতে নির্জ্জন
করে, সে রূপ নয়নে হেরে, এ রজনী করিব যাপন। শুনিয়া

নারীর উক্তি, বুঝিয়া মনের বুক্তি, নিজ মূর্ত্তি লিখিল ক
ক্যদেহ নিরস্থ কচে রমণীর করে ধরে, তার পরে হইত
নাম। হয়ে বিবাদিত মন, হরিদাস তৎক্ষণ, চলিলেন
তার আলয়॥ যাইতে যাইতে পথে, ইচ্ছা হইল অন্তরে
পানকার্য্যে নারী সম্ভাষিতে। এত করে বিবেচনা, মনে
রূপণা, প্রবেশ করিল আলয়েতে॥ গিয়া নিজ অন্তঃপ
দেখে নিজ রমণীরে, আছে বসে উপপতি সনে॥ নানা
রঙ্গে ভঙ্গে, সুখে উপপতি সঙ্গে, নিবারে মদন জ্বালা
তদন্তরে উপপতি, রতি অন্তে শান্তমতি, নারী প্রতি কহে
তখন। বল প্রাণ একি একি, কার প্রতিমূর্ত্তি দেখি, র
আছে করিয়া যতন॥ শুনি ধনী হেসে হেসে, উপপতি বে
বসে, বলে শুন শুন রসময়। এত শুনি তৎক্ষণ, কহে
বিবরণ, শুনি তার ক্রোধ অতিশয়॥ দারুণ ক্রোধেতে ব
রুক্ষ বিষ কটু বলে, বলে কর চরণ প্রহার। শুনি ধনী ব
ফলে, মূর্ত্তি পদতলে ফেলে, প্রহারে চরণ শতবার॥
গোপনেতে থাকি, এ সব বৃত্তান্ত দেখি, অতি দুঃখে ত
ভাবে মনে। আমি ভালবাসি যারে, সে ভাল না বাসে ে
এ সংসারে রহি কোন প্রাণে। সদত যোগাই মন, তবু
হলো মন, হায় কেন প্রাণ নাহি যায়। কেবল পিরিত ট
না পাইলে, মুখ বাঁকা, হেন ঘরে থাকা ঘোর দায়॥
মোরে নাহি মন, আমি করি প্রাণপণ, ধন মন সমর্পণ তা
আমার সমার বলে, মোরে তোষে বাক্য ছলে, কলে
প্রেম ধরা পড়ে॥ মুখে ভক্তি পতিব্রতা, সতী সাধ্বী প
রতা, মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করে মোরে। শেষে মোরে অগ্রাহ
হ্য বইলে সর্ব্বনাশী, দেখে দুঃখ আসি দুঃখিনীরে॥ অ
কপট ময়, মুখে স্নেহ প্রেমোদয়, রমণীর অন্তর বিরুদ্ধ।
সঙ্গে পরিহাসা, দেখি মোর মনোবাঞ্ছা, বিশেষত ভূপ
কুন্ড॥ ধিক ধিক এ পিরীতি, ধিক সেই রতিপতি, ধি

পুরস্ত্রী দিক মোরে। ধিক পুরুষের প্রাণে, ধিক ভক্তা নারী যে, ততোধিক ধিক এ সংসারে॥ শক্তি মতে জনা মহা, উপপত্তি মতে রতা, অশ্লাতেও প্রেমে লজ্জাহর। নারী কত পুরুষ আশ, ভক্তি ধ্বংস হয় ত্রাস, বনবাস মোর উপযুক্ত॥ কপট পুরুষ পতি, তাহে অন্য পতে গতি, না জানি কি দুঃখ তব লাজ। আমার সঞ্চিত ধন, পড়ে করে বিতরণ, বিধাতা-লীন যুক্তি যুক্তি তাহে, এ কহে রাজনন্দন, মনে বাস যাহে। রঙ্গ, কুমতে সুমত জ্ঞান তার। কমল কমলে প্রাণ, জুড়ে কহে সুধাকর, নাহি করে বাধে বিচার॥

অথ মন্ত্রীর রাজসভায় গমন এবং কারাগারে বন্দ।

পয়ার। হরিদাস মনোদাস রমণীর রীতে। দুঃখিত রাজপুরে চলিল ত্বরিতে॥ উপনীত হৈল গিয়া সভাতে নৃপতি। মন্ত্রী দেখি নৃপবর আনন্দিত অতি॥ সমাদরে করে ধরে বসায় সভায়। গীত বাদ্য আরম্ভিতে আজ্ঞা দিল তায়॥ যন্ত্র লয়ে যন্ত্রীগণ বাদ্য আরম্ভিল। যতেক নর্তকগণ নাচিতে লাগিল॥ মৃদুস্বরে গান করে যতেক গায়ক। রঙ্গ রসে রঙ্গ ভাবে ভাবেতে ভাবক॥ ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী আলাপিয়ে। তাল মান তুলি গান করে মগ্ন হয়ে॥ তদন্তর নৃপবর হয়ে হৃষ্টমন। হরিদাস প্রতি সব কৈল বিবরণ॥ হরিদাস মনোদাস মনের বিষাদে। কাটে বুক মনোদুঃখে কি করে আমোদে॥ বহুমত হয় কত কাব্য আলাপন। বাবেক মন্ত্রীর তাহে নাহি হয় মন॥ মর্মপীড়া প্রাপ্ত মন্ত্রী চিন্তাকুল চিত। নানা কাব্য আলাপনে মন বিবাদিত॥ না হয় সুবেশে হাস্য রহে মৌনব্রত। দেখিয়া সক্রোধমতি হইল ভূপতি॥ নরপতি ক্রোধে আজ্ঞা দিল অমাত্যে। হরিদাসে বন্ধি করি লহ কারাগারে॥ শুনিয়া রাজার আজ্ঞা যত রাজদূত। বান্ধি করে মন্ত্রীবরে যেন যমদূত॥ শীঘ্রগতি লইল যথায় কারাগার।

মন্ত্রণা কারণে মন্ত্রী না দেখি নিস্তার ॥ বিধাতা যখন যারে হয় নিদারুণ । ঘরে পরে অন্তরে সদাই মনাগুণ ॥ খেদেতে খেদিত মন্ত্রী কহে জমাদারে । জমাদার এ দায়েতে দয়া কর মোরে ॥ রাখয়ে পানির মান এই জানবান । দয়া করি তুমি মোর রক্ষা কর মান ॥ রহিতে নারিব আমি তস্করের সনে । কৃপা করি একা মোরে রাখহ নির্জ্জনে ॥ শুনিয়া মন্ত্রির কথা দয়া উপজিল । রাজার বাটীর পূর্ব্বে লয়ে তারে গেল ॥ বন্দি করি রাখে এক শিবের মন্দিরে । দ্বার বন্ধ করি পরে গেল রাজপুরে ॥ মন্দিরে বসিয়া মন্ত্রী ভাবে মনোদুঃখ । হেনকালে দেখে এক অপূর্ব্ব কৌতুক ॥ অনন্তরে আইল সহর কোতয়াল । ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তার প্রলয়ের কাল ॥ দ্বারমুক্ত করি পরে বসিল তথায় । তাহারে চিনিল মন্ত্রী করি অভিপ্রায় ॥ জ্বালার উপরে জ্বালা ভয়ে ভীত মন । একদৃষ্টে কোতয়ালে করে নিরীক্ষণ ॥ দৈবফলে হেনকালে রাজার মহিষী । কোতয়াল নিকটেতে উপনীত আসি ॥ তারে দেখি কোতয়াল ক্রোধে উঠে জ্বলে । বহুবিধ প্রকারে তাহারে মন্দ বলে ॥ কোতয়াল বলে ভাল জঞ্জাল আমার । হেন প্রেম রাখিতে বাসনা নাহি আর ॥ তোর আশে আছি বসে পেয়ে এত ক্লেশ । মশার কামড়ে মোর প্রাণ হৈল শেষ । কাঁথের মাথায় বাজ নাহি মোর লাজ । তোর সঙ্গে প্রেম করি করেছি কুকায ॥ এই মত কোতয়াল বহুবিধ বলে । ক্রোধেতে চপেটাঘাত করে তার গালে ॥ কাতরা যুবতী হৈল হস্তের আঘাতে । সকাতরে ভূমে পড়ি লাগিল কান্দিতে ॥ কান্দিয়া কান্দিয়া ধরে উপপতি পদে । উপপতি বাক্য নাহি কহে মহাক্রোধে ॥ বুঝিয়া যুবতী তার উপপতি মন । সকাতরে পায়ে ধরে করয়ে ক্রন্দন ক্রোধভরে কেন মোরে নাহি কহ কথা । উঠ হে প্রাণনাথ খাও মোর মাথা ॥ তোমা বিনে অধিনীর অন্য নাহি গতি । কেমনে রাখিব প্রাণ না যুবালে পতি ॥ বারি আশে অধি-

ির কণ্ঠাগত প্রাণ। শীতল করহ প্রাণ করি বারিদান॥ তুমি যদি আবিলীর জ্বালা না জুড়াবে। বল প্রাণ অবলার কি গতি হইবে॥ এত বলে উঠি কোলে নিল প্রাণেশ্বর। প্রেমে মত্ত হয়ে ত্যাগ না করে কখন॥ উপপতি হর্ষিয়া যুবতী লইয়ে। হৃদে ধরে পয়োধরে লইল লেপিয়ে॥ মদনা যুবতী অতি আনন্দ অপার। দুজন আলিঙ্গন বিবিধ প্রকার॥ নানা রঙ্গে অনঙ্গে বিহারে দুই জন। রহস্য প্রকাশ তাহা করিতে বর্ণন॥ মন্ত্রীবর চমৎকার দেখিয়া কারণ। একচিত্তে দুই জনে করে নিরীক্ষণ॥ রতিঅন্তে শান্ত হয়ে বসিল দুজনে। রতিচিহ্ন গলঘর্ম্ম মুছিল বসনে॥ তদন্তরে করে তাঁরে তার নিরীক্ষণ। সুখে সুখে দশনে রসনা বিতরণ॥ জটিমতি উপপতি জিজ্ঞাসে কারণ। করাঘাতে প্রাণ প্রিয়ে অতি দুঃখ মন॥ ক্রোধে তুমি একবার করেছি প্রহার। ভাগ্যে আমি জাগিয়াছি না মরি এবার। এত শুনি বলে ধনী শুন প্রাণনাথ। একবার যে প্রকার করেছ আঘাত॥ সে আঘাতে দেখিয়াছি এ চৌদ্দ ভুবন। মারিলে দ্বিতীয়বার নিশ্চয় মরণ॥ ইতমধ্যে কর্ম্মদোষে কৃষক এক জন। সেই পথে যাইতেছিল গাবী অন্বেষণ॥ এই কথা তার কর্ণে প্রবেশ করিল। সকাতরে অন্তরে থাকিয়া জিজ্ঞাসিল॥ বল ভাই কি দেখিলে এ চৌদ্দভুবন। দয়া করি অধমেরে কহ বিবরণ॥ আমার গাবীর অদ্য না পাই সন্ধান। বল দেখি ইতিমধ্যে আছে কোন স্থান॥ শুনিয়া হইল মন্ত্রী পুলকিত মন। মুখে হৈতে ভূমে পুষ্প হইল পতন॥ রাজার মহিষী শুনি কৃষকের কথা। অন্তরে সন্তরে মুখ হেট করি মাথা॥ ক্ষণ পরে করে বহু প্রেম আলাপন। নিশি শেষে নিজবাসে গেল দুই জন॥ রাজনারায়ণ কহে কুকর্ম্ম কৌতুক। বন্ধু সঙ্গে গিরিজের আনন্দ জনক॥

পয়ার। তদন্তর নৃপবর উঠিয়া প্রভাতে। কারাগারে বদ্ধ মন্ত্রী ভাবিয়া মনেতে॥ হায় কি করেছি আমি কুকর্ম্ম আচার

কেন হেন করিলাম নিষ্ঠুর বিচার ॥ কোন খাব উপরোধ বিপাক সময়। পশ্চাৎ ফুটো বড় হৈল জ্ঞানোদয় ॥ এত ভাবি ডাকিয়া আপন অনুচরে। তাহারে লইয়া সঙ্গে গেল কারা-গারে ॥ কারাগারে হরিদাস মনোদাস অতি। হেনকালে উপনীত হইল ভূপতি ॥ আপনি করিলা বাস্ত বন্ধন মোচন। হরিদাসে প্রতি কহে বিনতি বচন ॥ কুকর্ম্ম করেছি আমি না জানি বিশেষ। অকারণে শিষ্টজনে দিনু এত ক্লেশ ॥ মোর দোষ হরিদাস করহ মার্জ্জন। আমি কি করিব ভাই দৈবের ঘটন ॥ সুবোধ নির্ব্বোধ হোয় বিপদ সময়। স্নেহ মোহ দেহি ভিন্ন হিত পাপাশয় ॥ কে খণ্ডিতে পারে যাহা অদৃষ্টে লি-খন। রাজ্য ত্যজি রামচন্দ্র অরণ্য গমন ॥ [illegible] কর্ম্ম দোষে রাজের বন্ধন। ভূমণ্ডলে কর্ম্মফলে বদ্ধ নারায়ণ ॥ ভব তত্ত্ব ভবার্ণবে হইয়া কাণ্ডারী। ব্যাধ বাণে প্রাণে কেন মরিলা শ্রীহরি ॥ মন্ত্রী বলে মহারাজ স্থির কর মন। ভৃত্য প্রতি এত কেন বিনয় বচন ॥ বিধির লিখন কেবা খণ্ডিবারে পারে। ঘুচিল বন্ধন ভোগ ঘটিল আমারে ॥ অষ্টবসু বশিষ্ঠের কুম্ভী হরিল। দেখিয়া সোণার মৃগী শ্রীরাম ভুলিল ॥ পতি নিন্দা শুনি সতী ত্যজিল শরীর। পাশা খেলি অরণ্যে গেলেন যুধিষ্ঠির ॥ পঞ্চপতি পাঞ্চালী গেলেন স্বর্গবাসে। ব্রহ্মময়ী সীতা সতী পাতালে প্রবেশে ॥ পুণ্যশ্লোক অগ্রগণ্য ধন্য নল ভূপ। রতিপতি জিনি রূপ অতি রসকূপ ॥ ভাগ্যবশে কর্ম্ম দোষে বনবাস হৈল। স্বর্ণকান্তী দময়ন্তী ভার্য্যা সঙ্গে গেল ॥ কান্তী যার সঙ্গে বিধি তাহে বাদী হলো। সতী সাধ্বী বাধ্যা স্বামী ত্যজি পলাইল ॥ বলি ছলি ত্রিপাদ মৃত্তিকা চাহি দান শেষে হরি রসাতল করিল প্রস্থান ॥ যদ্বিধিব মনগোস্থিতি শুনেছ রাজন। তাহার কারণ তবে করহ শ্রবণ ॥

অথ বিধাতার লিখনে সমুদ্রগর্ভে বিবরণ।

পয়ার। এক দিন গেল বিধি ইন্দ্রের ভবনে। দেখি সমাদরে শক্র বসায় আসনে॥ কথাপরে পুরন্দর জিজ্ঞাসা করিল। আদ্য বিধি কার লিপি লিখিলা কি বল॥ কহে ধাতা সেই কথা কহি শুন তবে। তব কন্যা মম পুত্রে কন্যা বিভা হবে॥ ইন্দ্র বলে একি একি দেখি অকারণ। তব লিপি এক দিনে হইল খণ্ডন॥ এইরূপে কথোপকথন হইল। বিদায় লইয়া বিধি নিজালয়ে গেল॥ চিন্তিত হইয়া ইন্দ্র বিধির বচনে। স্থির কৈল নিজ কন্যা রাখিতে গোপনে॥ বিশ্বকর্ম্মা ডাকিয়া কহিল দেবরাজ। হেমের সিন্দুক কর আছে মোর কাজ॥ বিশ্ব ব্যস্তে ইন্দ্র কাছে বিদাই তখন। করিল সিন্দুক এক অপূর্ব্ব গঠন॥ যেই জন সিন্দুকের মধ্যেতে বসিবে। সেই জন তার দ্বার খুলিতে পারিবে॥ তদন্তর পুরন্দর আপন কন্যারে। সংগোপনে রাখিলেন সিন্দুক ভিতরে॥ তার পরে রত্নাকরে স্মরণ করিল। ইন্দ্রের আদেশে সিন্ধু ত্বরায় আইল॥ বলেন ইন্দ্র জলনিধি কহিবারে লাজ। তোমার নিকটে মোর আছে এক কাজ॥ এত বলি বলিলা পূর্ব্বের বিবরণ। কন্যা সহ সিন্দুক করিলা সমর্পণ॥ বিধি কথা জলনিধি শ্রবণ করিয়ে। সিন্দুক লইয়া সিন্ধু গেল নিজালয়ে॥ আপনার নক্র ডাকিয়া এক জন। কন্যা সহ সিন্দুক করিল সমর্পণ॥

অথ বিধাতার পুত্রের বিবাহ বরযাত্রগণের দুর্গতি।

পয়ার। এথায় যাইয়া বিধি আপন ভবনে। নিমন্ত্রিয়া নিমন্ত্রিতগণে ডাকি আনে॥ নানা বাদ্য বাদ্যভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিত। বর সঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে চলিল ত্বরিত॥ সংবাদ পাইয়া ইন্দ্র ডাকিয়া পবনে। আজ্ঞা দিল সমীরণ ঘন বিতরণে॥ মেঘগণে ডাকি আজ্ঞা দিল সুরপতি। বারি বরষিয়া কর বিধির দুর্গতি॥ চারি মেঘ আরম্ভিলা ঘোর গর্জ্জন। ভঙ্কা

পাড় বজ্রাঘাতে শব্দ ঘন ঘন ॥ যুগান্তের কালে যেন আগুনি কৃশানু। বিশ্বজনে বিনাশিতে মনে মনস্কাম॥ একে সমীরণ দন তাহে মেঘ সদা। ভয় বৃষ্টি ঘোর দৃষ্টি সৃষ্টিতে অশৈখা॥ ক্রুদ্ধ লক্ষ ঝম্প সবে শব্দ ঘোর অতি। ঘন ঝম্পে যেন মন্দে কম্পে বসুমতী॥ ভয়ঙ্কর ঘোরতর গভীর গর্জনে। লাগে ডর থরথর ঘর ভীত প্রাণে॥ লগু ভগু খাদাখাদ্য খণ্ড খণ্ড হলো। ভীত ধাতা মনোবাধা পুত্র কোথা গেল॥ কম্পে পাত্র বর পাত্র বাক্য পাত্র নিয়ে। কেহ বলে প্রাণে মলে জান দিলে বিয়ে॥ চক্ষে বালি বক্ষে ধূলী কক্ষে ঝুলি সাজে। ঘন বৃষ্টি অন্ধ দৃষ্টি সৃষ্টি কাদে মজে॥ আছে ভেঙ্গে আছে ওড়ে পড়ে সর্ব্বজনা। বেশ ভিন্ন ছিন্ন কর্ণ বিদীর্ণ দশনা॥ ঘোর বক্র নাসা ভগ্ন উরস্ক সকলে। হীন বল সভা দল জল ভূমে জলে॥ ছিন্নকেশ অন্য বেশ ক্লেশ বড় পেয়ে। দোষ ফল বিন্দুদল শত শত হাসে॥ ইতস্তত ভয়ে ভীত পথ হত হলো। কোথা ধাতা পুত্র কোথা যথা তথা গেল॥ একি কায় মুণ্ডে শুক্র দেবরাজ বাদি। লোগে ধন্দ মনে সন্ধ নিরানন্দ বিধি॥ বারে বারি ডুব ডুবি ভাবি শোকান্তর। বিধি দেখে জলে ভাসে হাসে পুরন্দর॥ সমীরণে সব জনে প্রাণে বড় ক্লেশ। পলায়ন্তি সভাবতি ভাবিলেক শেষ॥ পথাপথ নাহি মত ইতস্তত চলে। বিধির নন্দন পড়ে সমুদ্রের কূলে॥

অথ অপরূপ ঘটনা বিবরণ।

পয়ার। অতঃপর দশুধর করহ শ্রবণ। লয়ে সেই সিন্ধুক সিন্ধুর ভৃত্যগণ॥ সিন্ধুতীরে সিন্ধুক রাখিয়া সর্ব্ব জনে। কান্তারে ভ্রমণ সবে খাদ্য অন্বেষণে॥ সিন্ধুক খুলিয়া সেই ইন্দ্রের কুমারী। দেখিতেছে সিন্ধুতীর নিরীক্ষণ করি॥ সেইকালে সেই স্থলে বিধির নন্দন। দৈবযোগে সিন্ধুকে প্রবেশে ততক্ষণ॥ দেখে তার মধ্যে বৈসে উত্তমা কামিনী। তার

রূপে করে আলো তিমির যামিনী॥ শুনিয়া আশ্চর্য্য সেই রবির নন্দন। করে স্তুতি পুনঃ প্রতি জিজ্ঞাসে কারণ॥ জ্ঞাত পরিচয় হইল উভয়ে। আনন্দ পূর্ণ অন্তরে যে রঙ্গে রসে॥ তুরঙ্গম সম নারী পাইয়েছে এমন। সুখেতে থাকিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন॥ এই মতে পুনঃ আর পাড়ি এক দান। হারিলেন হারিলে প্রমাদ বিষম॥ কোপেতে সিন্ধুর বন্ধ [illegible] আলাপন। আদেশিলা সকলের [illegible]॥ এই রূপে দুই জন তথায় রহিল। সিন্ধুপত্রে [illegible] বন্দী হৈল সিন্ধু মাঝে সিন্ধুকেতে বাঁধে সেই সিন্ধু। [illegible] পাইলে চকোর নব সুধা খায় ইন্দু॥ পুনঃ এক দিন বিধি গেল ইন্দ্রালয়ে। বিধিরে দেখিয়া ইন্দ্র জিজ্ঞাসে আশয়ে॥ কহ বিধি পুত্র কন্যা কি করিলা কহ। বিধি কহে সেই দুয়ে হয়েছে বিবাহ॥ জানিহ আপন কন্যার সমাচার। কিছু নাহি গর্ব্ব করো [illegible] সে কন্যার॥ শুনি চমৎকার ইন্দ্র সন্দেহ জন্মিল। অনুচরে সিন্ধুক আনিতে আজ্ঞা দিল॥ ইন্দ্র আজ্ঞামতে অনুচর সিন্ধুক আনিল। সুরপতি শীঘ্রগতি সিন্ধুক খুলিল॥ তার মধ্যে দেখে এক আশ্চর্য্য ঘটনা। ইন্দ্র কন্যা বিধি পুত্র বসে দুই জন॥ দেখিয়া আশ্চর্য্য আর আশ্চর্য্য মানিল। অনুচরে তখনে হেতু জিজ্ঞাসিল॥ কিন্তু বলে মহারাজ কিছু না জানি। নারিকেলে জল যেন প্রবেশে আপনি॥ অধোমুখ হৈল ইন্দ্র হইয়া লজ্জিত। বিধাতার লিপি সত্য মানিল নিশ্চিত॥ অতএব মহারাজ কহি শুন ছলে। শুভা-শুভ কর্ম্মের যে ফল তাহা ফলে॥ ত্রিভুবন পালন কর্ত্তা যেই নারায়ণ। কেনহ ভুজঙ্গ ভুক তাহার বাহন॥ সৃষ্টি কর্ত্তা ধাতার বাহন যে মরাল। কেন হৈল তার খাদ্য অখাদ্য জঞ্জাল॥ খাদ্য হীন অনাদ্য দেবের মহাদেব। তার বৃষ খায় ঘাস খাদ্য কি অভাব॥ যত কিছু দেখ রাজা কর্ম্মের মাহাত্ম্য।

শুভাশুভ ফল যত তাঁহার আয়ত্ত॥ নাহি শক্তি বিরিঞ্চাদি যতেক দেবতা। শুভাশুভ কর্ম্মেতে সদত কান্ত ধাতা॥ রাজা বলে হরিদাস বিচারে পণ্ডিত। অতঃপর আমি আর কি জানি কিঞ্চিৎ॥ হৃদয়ে বিধান করি শ্রীগুরুচরণ। রসিকরঞ্জন রচে রাজনারায়ণ॥

অথ মন্ত্রী প্রতি রাজা তুষ্ট হইয়া হেতু জিজ্ঞাসা।

ত্রিপদী। তবে নৃপবর, হরিষিতান্তর, হরিদাসে জিজ্ঞাসিল। কহ সবিশেষে, গত রাত্রে কিসে, মন উচাটন হৈল॥ ঐ রূপ আমোদে, কিসের বিষাদে, ছিল তব মনোদাস্য। শেষে দৈবক্ষেত্রে, এসে কারাগারে, কিসে বা হইল হাস্য॥ আমোদে মোহিত, পুষ্পবিকশিত, দেখি মোর চমৎকার। সংসার অনিত্য, জানি ইহা তথ্য, কহ সত্য সারোদ্ধার॥ শুনিয়া মন্ত্রিণী, কহিছেন বাণী, শুন নৃপ গুণমণি। ভয় কি নিশ্চয়, করি মহাশয়, আজ্ঞা দিলে দৃঢ় জানি॥ নৃপতি হাসিয়া, মন্ত্রী আশ্বাসিয়া, কহে কিসে ভয় কহ। অভয় তোমায়, কহ সারোদ্ধার, ঘুচাও মন সন্দেহ॥ রাজ আজ্ঞা শুনি, যোড় করি পাণী, নৃপতির প্রতি কয়। হইয়া গোপন, সব বিবরণ, শুনিবারে আজ্ঞা হয়॥ ভূপ ইহা শুনে, যাইয়া গোপনে, জিজ্ঞাসিল মন্ত্রীবরে। শুনি ততক্ষণ, মন্ত্রী বিচক্ষণ, কহিলেন মৃদুস্বরে॥ যেমত ব্যাভার, আপন ভার্য্যায়, পতি উপপতি দ্বন্দ্বে। হইয়া প্রকাশ, অন্তর উদাস, সে ভাব ভাবিয়া মনে॥ পরে দৈবক্ষেত্রে, বন্দি কারাগারে, মহিষীরে হেরি তথা। কোতয়াল সঙ্গে, নানা কাব্য রঙ্গে, দৈবক্ষেত্রে মন বাঁধা॥ দৈবে অকস্মাৎ, ক্রোধেতে আঘাত, কৈল উপপতি তারে। নিরাশ আমোদে, পুনঃ প্রেমসাধে, তার পায়ে রাণী ধরে॥ ঘুচিল সে দ্বন্দ্ব, মনেতে আনন্দ, জিজ্ঞাসিল উপপতি। দৈবের কোপেতে, হস্তের আঘাতে, হয়েছ কাতরা অতি॥ শুনি মৃদুহাসি, ক-

ছিল মহিষী, শুন প্রাণ বিবরণ। প্রহার দারুণ, তাহে নরপতি, হইল চৌদ্দ ভুবন ॥ রাণী ইহা বলে, সেই সে কালে, হীন বুদ্ধি এক জন। শুনিয়া সত্বরা, করিল জিজ্ঞাসা, নিজ পাপী অন্বেষণ ॥ মরি মনাগুণে, তাহে ইহা শুনে, মুখে হাসি প্রকাশিল। শুনহ রাজন, এই সে কারণ, পুষ্প বরিষণ হৈল ॥ শুনি চমৎকার, হইল রাজার, সংসার অসার বোধ। অবিদ্যা অন্তরে, রমণী উপরে, কোতয়ালে অতি ক্রোধ ॥ পুনঃ হরিদাসে, নৃপতি জিজ্ঞাসে, কি করি উপায় বল। কহে হরিদাস, ছাড়িয়া নিশ্বাস, বিহিত বিনাশ ভাল ॥ আজি নিশাপতি, উপপতি সতি, অসতী স্বৈরিণী কয়। হীন বর্ণ ভক্তা, নীচ অনুরক্তা, উপযুক্তা বধে হয় ॥ রাজা দিল সায়, দিবা অস্ত যায়, উপনীত হৈল নিশি। পূর্ব্ব রাত্রি মত, কর কার্য্য কত, মন্দিরে আসি মহিষী। কোতয়াল সঙ্গে, নানা রাগ রঙ্গে, অনঙ্গে বিহারে বসি ॥ সঙ্গে হরিদাস, কারে নাহি ত্রাস, সঘনে নিশ্বাস বহে। আপন যুবতী পরে দেয় রতি, তা দেখে কি প্রাণে সহে ॥ তর্জ্জন গর্জ্জন, করিয়া রাজন, প্রবেশে মন্দির মাঝে। তীক্ষ্ণ অসি ধারে, বধিয়া দোঁহারে, তুষ্ট অতি নিজ কাযে ॥ তবে হরিদাস, অন্তরে উল্লাস, ভূপতির প্রতি কয়; আমার রমণী, দুষ্টা সে স্বৈরিণী, তার কি কর্ত্তব্য হয় ॥ শুনিয়া রাজন, কহে ততক্ষণ, যাই চল তব পুরে। উপপতি সনে, থাকে এক স্থানে, বধিব নিশ্চয় তারে ॥ এত বলি রায়, মন্ত্রী পুরে যায়, দেখে দ্বারে দ্বার বন্ধ। হৈল হরিদাস, অন্তরে বিরস, নৃপবর নিরানন্দ ॥ তবে দুই জন, করিল গমন, যথা খিড়কীর দ্বার। যাইয়া সত্বর, দেখি দ্বারবার, হৈল আনন্দ অপার ॥ প্রবেশি অন্দরে, দেখে রমণীরে আছে উপপতি সঙ্গে। ক্ষণে আলিঙ্গন, ক্ষণে বা চুম্বন, প্রেম আলাপন রঙ্গে ॥ মুখে মুখে মুখ, বুকে রাখি বুক, কি কৌতুক কব কত। দশনে দশনা, রসনে রসনা, বিবসনা কামাতুর ॥ করে করি কর, করে

পয়োধরে, হৃদয উপরে চাপে। জ্ঞানহৃদ্ধ হেরে, নিতম্ব প্রহারে, আমের কুহরে কাঁপে॥ বিপরীত রতি, দেখি রতি পতি, লাজ লয়ে পলাইল। মদন আগারে, নিতম্ব প্রহারে, মদন সিন্ধু উথলিল॥ মন্ত্রী হেনকালে, গিয়া সেই স্থলে, বলে মরি প্রাণপ্রিয়ে। কহ শুনি নিশ্চয়, কত সুখোদয়, উপপতি কোলে নিয়ে॥ যেন অকস্মাৎ, মস্তে বজ্রাঘাত, হতোধিক দুঃখ হয়ে। হয়ে হতবুদ্ধি, না চলে আকৃতি, খেদে খেদে অলঙ্কারে॥ হারিয়ে বিষাদ, বিষম প্রমাদ, পতি হয়ে বাদ সাধে। যেন রাহু আসি, সুখেতে নিরাশি, গ্রাস কৈল প্রেম চাঁদে॥ করিতে এ কায, না হইল লাজ, দেখে কায লাজ কাঁদে। রাজনারায়ণ, কহিছে তখন, পড়েছে বিষম ফাঁদে॥

অথ মন্ত্রী স্ত্রীর বিলাপ।

চৌপদী। পড়ে ধনী ধরা, বিচ্ছেদে অধরা, নিরখয়ে ধরা, অধোবদনে। লাজে অঙ্গ জ্বরা, অনঙ্গে কাতরা, হয়ে জ্ঞান হারা, আপন জ্ঞানে॥ বিষম আঘাত, মস্তে বজ্রাঘাৎ, গালে দিয়া হাত, বসিয়া ভাবে। চক্ষে বহে জল, অন্তরে অনল, হইল প্রবল, বল অভাবে॥ করে সুখ সাধ, হইল বিষাদ, দারুণ প্রমাদ, অদৃষ্টে করে। যদি এই দায়, মোর প্রাণ যায়, খেদ নাহি তায়, হয় অন্তরে॥ খেদ এই মনে, আমার কারণে, পাছে বধে প্রাণে, পরের বাছায়। বিষম আহ্লাদে, বন্দি হয়ে ফাঁদে, দেখে প্রাণ কাঁদে, কি করি উপায়। হইয়া সুহৃদ, করিবারে হিত, হিতে বিপরীত, ভার্য্যার দোষে। একি সর্ব্বনাশ, করে সুখ আশ, সমূলে বিনাশ, প্রেম প্রয়াসে॥ প্রেম আশ হার, করে যেবা যার, এই দশা তার, নিশ্চয় ঘটে। অপরের ধন, করিতে হরণ, নিশ্চয় মরণ, হয় সঙ্কটে॥

কহে হাসি, ও প্রাণ প্রেয়সী, কেন দুঃখে ভাসি, মর হুতাশে

ঘুচিল চাতুরি, যত ভারিভুরি, মোর বল চুরি [illegible] বলে। তবে নরপতি, অতি শীঘ্রগতি, হলে [illegible] [illegible] মরে॥ ভীষণ [illegible], [illegible] ঘনে ঘন, ঘূর্ণিত নয়ন, [illegible] ঘোরে॥ যুবতী [illegible], দেখিয়া রাজন, উঠিয়া [illegible], [illegible] চাহে। আমার [illegible] খুলে সেই জন, তার কি কারণ, [illegible]॥ [illegible] [illegible] আছে, [illegible] [illegible] [illegible] কাছে, কি কাজ করে। [illegible] দিয়া খোঁটা, [illegible] [illegible] [illegible] ঘোমটা, আর কি সারে॥

৭৮

অথ মন্ত্রী স্ত্রীর উপপতির সহিত মৃত্যু।

পয়ার। [illegible] বলে [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] মনস্তাপ [illegible] [illegible]॥ হীন বর্ণে [illegible] [illegible] রমণী। [illegible] [illegible] পতি [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] আত্ত তায়ী বধে নাহি পাপ। তীক্ষ্ণ অসি ধারে যদি ঘুচাও সন্তাপ॥ বিষ কিম্বা অগ্নি দিয়া [illegible] [illegible]। [illegible] বধিতে আকাঙ্ক্ষা অবিরত॥ ধন কর্ত্তা ভূমি হর্ত্তা ভার্য্যা উপগত। এই ষষ্ঠ আততায়ী [illegible] [illegible]॥ দৃঢ় জানি হরিদাস রাজার বচনে। তীক্ষ্ণ অসি ধারেতে বধিল দুই জনে॥ দুই করে দুই মুণ্ড দুই জনে নিয়া। [illegible] পুর্ব্বের মন্দিরে প্রবেশিয়া। দুই মুণ্ড তার [illegible] করে নিয়োজিত। লোহিত লাবদ্ধ করি হয় [illegible]॥ চারি মুণ্ড [illegible] রাখি দুই জন। বাক্য ত্যজি অরণ্য গেলেন [illegible]॥ [illegible] বাস দ্বিজ দ্বিজগণ দাস। তার [illegible] গ্রন্থ হইল প্রকাশ॥

অথ রাজকন্যার বিবাহ সজ্জা।

পয়ার। শুনহ ভুপতি এই পুর্ব্বের কারণ। চারি মুণ্ড [illegible] স্থানে আছে নিয়োজন॥ হৃষ্টমতি নরপতি প্রশ্ন অর্থ [illegible]। কন্যা দিতে বিপ্রসুতে স্থির [illegible] মনে॥ সভা ত্যজি [illegible] উঠিয়া ভূপতি। নিজ পুরে গেল পরে হয়ে হৃষ্টমতি॥ [illegible]

পরে মহিষীরে কহিল সম্বাদ। শুণ শুনে মনের পূরিল ম
নাধ॥ যুবতীর অনুমতি লইয়া ভূপতি। আরম্ভিল
কার্য্য পুলকিত মতি॥ কি কহিব কি শুনাব বিবাহ উৎ
সাবিষয়; ভাবের ভাব ভাবক বুঝয়॥ তদন্তরে নৃপবর
স্থির করে। মঙ্গলের বাদ্যরে বাজায় ঘরে ঘরে॥
বাদ নিজ বাসে পরাইল বাস। পৌর্ণমাসী প্রায় শশী
সুপ্রকাশ॥ নিরূপিত দিনাগত দেখিয়া রাজন। পর্য্য
সারে করে সভার সৃজন॥ পাত্র মিত্র পুরোহিত পুর
গণ। সমাদরে আনে পরে করি আবাহন॥ নর্ত্তক
ক্রমে সভায় বসিল। বিপ্রসুতে আনিতে নৃপতি আজ্ঞা দি
আজ্ঞা মাত্র বিপ্রসুতে করিল আদেশ। মনোহর রূপ
ধরি বরবেশ॥ কেশ বেশ বিন্যাস বাজায়ে বাঁধি সতে।
স্থিত উপনীত রাজার সভাতে॥ সভাজন মগন মোহ
ইয়ে। অরুণ বরণ যেন মুহূর্ত্ত প্রথমে॥ সসম্ভ্রমে সম
সমাদরে ভূপতি। সভামধ্যে বসাইল অতি হৃষ্ট মতি॥ বি
বিধান দান দ্রব্য সাজাইল। পশ্চিমাদ্যে মনোল্লাসে ব
বসিল॥ সহচরী করে ধরি রাজকুমারীরে। সসজ্জায় ল
ইয়া আনিল বাহিরে॥ কন্যা কান্তি হেরি ভ্রান্তি
হইল। ভাবে মেঘমাঝে গেল হইয়া ব্যাকুল॥ রাজ
হেরিয়া চপলা চিত্তে চাপে। চিত্তে চন্দ্রাননী পদে পড়ি
কাঁদে॥ ঋতুরাজ পেয়ে লাজ ব্যাজ নাহি সহে। হয় বে
ধিক তাপ অঙ্গে অঙ্গ দহে॥ চিত্তান্তর মন্মথ আ
প্রাণে। রক্তহ্রু ভ্রান্তির ইষু নিজ অঙ্গে হানে॥ মহী
রাজকন্যা অন্যে অতুলনা। রজ্জ সুধাংশু গর্ব্ব খর্ব্ব গেল
কত বা কহিব আর কন্যার সৌন্দর্য্য। বয়স অশি
হইল অধৈর্য্য॥ অতি কামে নষ্ট হৈল রাজা দশানন।
সুদন সবংশে মরিল দুর্য্যোধন॥ অতি রূপবতী সতী
পতিব্রতা। কলঙ্কিনী দুঃখিনী জনম দুঃখযুতা॥ অ

কোন কার্য্য না হয় শোভন। বস্ত্ররত্নে মনু দিয়া শাস্ত্রে লিখন ॥

বিপ্রসুতের বিবাহ সময়ে কন্যা হরণ।

পয়ার। বাদ্য ভাণ্ডে নানা কাণ্ডে ব্যাপিল ব্রহ্মাণ্ড। দৈবদোষে উপস্থিত বিপরীত কাণ্ড ॥ দৈবে এক নিশাচর নিশিতে ভ্রমিতে। হইল মোহিত দৃষ্টে কন্যার রূপেতে। আচম্বিতে মায়া মেঘ করি আচ্ছাদন। বজ্রাঘাত আঘাতে মেঘ মন্দ্র স্বনে ঘন ॥ গগনে গর্জ্জন ধ্বনি শুনি লাগে ভয়। ক্রমে দৃষ্টি মায়া বৃষ্টি অন্ধকারময় ॥ সভা ভঙ্গ নিজ অঙ্গ নিরক্ষীতে নারে। হেনকালে নিশাচর প্রবেশিল পুরে ॥ বলাৎকার কন্যারে করিয়া আকর্ষণ। অন্তরীক্ষে লয়ে দুষ্ট করিল গমন ॥ নিশাচর গেল ঝড় নিবৃত্তি হইল। পুনর্ব্বার সভা করি সুপতি বসিল ॥ তার পরে সবে করে কন্যা অন্বেষণ। না দেখিয়া কন্যারে চিন্তিত সর্ব্বজন ॥ একি দায় হায় হায় কন্যা কোথা গেল। বহুক্ষণ অন্বেষণ অনেক করিল ॥ না পাইল কোন স্থানে কন্যার সন্ধান। না জানিল কন্যা কোথা করিল পয়ান ॥ দুঃখযুক্ত মাতা পিতা না দেখিয়া সুতা। দুঃখান্তর ভাবে বর কন্যা গেল কোথা ॥ উচ্চৈঃস্বরে সবে করে সভায় ক্রন্দন। হইয়া ব্যাকুল মন সখা চারি জন ॥ রজনীতে তথা হৈতে বাহির হইল। নগর ভিতরে পরে প্রবেশ করিল ॥ চারি জন আপন আপন দুঃখে লিপ্ত। নারী আশা ত্যাগ অন্তর হৈল ক্ষিপ্ত ॥ রাজপুত্র তথায় ছাড়িয়া তিন জন। একা একা চলিল কন্যার অন্বেষণ ॥ বহুমত রাজসুত প্রবোধ করিল। হইয়া নিরস্ত পরে ডাকিয়া কহিল ॥ অতঃপর শুন সবে আমার বচন। এক বর্ষ মধ্যে যদি আইস কোন জন ॥ কান্যকুব্জ নগরে করিবে অন্বেষণ। অন্বেষণে তথা মোর পাবে দরশন ॥ এত বলি রাজপুত্র নিরব হইল। তিন জন তিন দিকে গমন করিল ॥

রাজপুত্রের প্রবোধ সূচনা ।

পয়ার । বাপু শুন জগতের শাস্ত্রের লিখন । যে
সংযোগে আয়ু হয় আলোচন ॥ সেই বায়ু হয় যার
অধিকার । বেদ বিধি ব্রহ্মা আদি নিবারিতে নারে ।
কামিনী মনাগুন হয় আলোচন ; সে আগুনে নিজগুনে
সমীরণ ॥ সমাধান জেনহ হইলে সমীরণে । স্নেহ জ্ঞ
উজ্জ্বল হুত হুতাশনে ॥ সংসার আরম্ভ নারী বিরোধ প
অঘটন সংঘটন তাহার কারণ ॥ সর্ব্বদা কপট যুক্ত
মায়াময় । অবিশ্বাসে অবিশ্বাসে সাহস অতিশয় ॥
আশে সবংশে করিল দশানন, যার লোভে হৈলে
বসনাবলোচন ॥ পাণ্ডু রাজা বিধাতা দারুণ নারী আশে ;
হলে এক মুণ্ড গেল ভাগ্য বশে ॥ রক্তবীজ বীজ নষ্ট
উপসুন্দ । নারী আশে সবংশে মরিল চণ্ডমুণ্ড ॥ অত
কীচক মরিল নারী আশে । ভার্য্যা লোভে পাণ্ডুরাজা
বনবাসে ॥ অতএব শুন তাব নিষ্কার্য বচন ॥ যুবতী
জালে না করে ভ্রমণ ॥ সে রসে হইয়া বশ রয়েছ নিত
না দেখ কন্দর্প আছে জাল আচ্ছাদিয়ে ॥ থাকিতে
জ্ঞান কেন হও অন্ধ । সে জলে নিশ্চয় জেনো হবে ভাতে ন
অন্যান্ত দুরন্ত সেই মদন দৈবকৃত । জ্ঞান কেন অকারণ
মন মন্দ ॥ সুধা আশে নারী পাশে কদাচ থেকোনা ।
কটাক্ষ বাণে প্রাণে দিবে হানা ॥ অপযশ ঘোষণা হ
অহিতে অন্যায় । দয়া ধর্ম্ম মর্ম্ম হীন ক্ষীণ হয় নাশ ॥ ম
পিতা ভ্রাতা আদি সবে হবে পর । বন্ধু ভেদ বিচ্ছেদ মন
নিরন্তর ॥ তিক্ত বস্তু উদরস্থ না কর কখন । তবে কেন কু
ষ্টাঙ্ক কুকর্ম্মেতে মন ॥ ইন্দ্রিয় শূকর তুল্য অভক্ষ ভক্ষ
অত্যেক ভক্ষণে রত কুপথ গমন ॥ জ্ঞান চক্ষে দেও মন বিবে
অঞ্জন । নিবৃত্তির বশ তুমি হও মম মন ॥ যখন ইন্দ্রির ক
হবে অনিবার । প্রবোধ অবশ্য তারে করিবে প্রহার ॥ ধৈর্য

কপোল ত্যেজে শাখ করিয়া যতন। লজ্জা নারী রজ্জু দিয়া করাই বন্ধন॥ শঙ্কা শাল পুঞ্জ রজ তুলা তুলা আছে। আরবাতে দিবা পান দুষ্ট করী কাছে॥ এমতে রাখিলে সে নর থাকিবে সে জন্ম। শাস্ত্র মত বটে কথা তবু আছে চিন্ন। যখন সে অবলা সঙ্গে অনিবার হবে। গোপ্ত নারী রজ্জু নারী কোথা প্রবেশিবে॥ দ্বিজ রাজনারায়ণ করে নিবেদন। অন্তে যেন পাই কনে শ্রীনাথ চরণ॥

পাত্রপুত্র স্ত্রীরাজ্য গমন এবং তথাকার বর্ণন।

পয়ার। চলিল পশ্চিমদিগে পাত্রের নন্দন। নারী আশ ছাড়ি নিশ্বাস ঘনে ঘন॥ ভাবে মনে নারী বিনে না আসিব আর। শরীর সংহার হয় আশার সংসার॥ অদৃষ্ট অনিষ্ট হেতু নারী পাই এত। রাজ্য ভ্রষ্ট ধন নষ্ট নষ্ট বুদ্ধি হত॥ একি দায় প্রাণ যায় উপায় কি করি। অকূলে পাইতে কূল নাহি কূল তরী॥ তাতে দুঃখসিন্ধু বাড়ে বন্ধুগণ খেদে। নিরাশ্রয়ে নিরুপায়ে মরি যে বিষাদে॥ এই মত পাত্রসুত ভাবিয়া বিস্তর। উপনীত হৈল এক পশ্চিম নগর॥ কামপুর নাম সে নগর মনোরম। সুরাসুরে তিন পুরে নাহি তার সম॥ তদন্তরে ধীরে ধীরে প্রবেশে নগরে। কে পারে বর্ণিতে যত অদ্ভুত সে হেরে॥ গ্রাম্য মধ্যে দেখে এক অপূর্ব আলয়। যে আলয় হেরি ইন্দ্রালয় লয় হয়॥ মন্ত্রীসুত চমৎকৃত চারিভিতে হেরি। যে দিগে নিরখে দেখে সেই দিকে নারী॥ তদন্তর পাত্রসুত ডাকি এক নারী। জিজ্ঞাসিল রমণীরে এই কার পুরী॥ এত বলি সে রমণী কহিল তাহারে। জানহ বৃত্তান্ত এর প্রবেশি ভিতরে॥ শুনিয়া পাত্রের পুত্র চমৎকৃত মন। ধীরে ধীরে সেই পুরে করিল গমন॥ প্রথম দ্বারেতে দেখে অপূর্ব ঘটন। অস্ত্র ধরিয়াছে দ্বারী যত নারীগণ॥ এই মত দ্বারে দ্বারে কত শত জনা। প্রবেশিতে

ভিতরেতে নাহি করে মান॥ এইরূপ অপরূপ দে
দেখিতে। প্রবেশ করিল এক অপূর্ব্ব পুরীতে॥ সু
গঠনে ভুবন করে আলো। নিশাকর কর করে তা
জাল॥ শ্বেত পীত আড় কত অবিরত দোলে কটা
চাহিলে মুনির মন ভুলে॥ চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত নী
মণি। অপূর্ণ চন্দ্রিমা তুল্য দর্পণ নাখানি॥ নাহি
রত্ন পড়ে স্থলে স্থলে। শোভাকর মণি চুণি মুকুতা প্রব
এইমত কত শত দেখিতে দেখিতে। প্রবেশ করিল এক
মধ্যেতে॥ উত্তম আসনে বৈসে নারী দুই জন। সম্মু
করে চামর ব্যজন॥ যন্ত্রিণী মন্ত্রিণীগণ বৈসে আসে প
রূপকূপ রূপবতী কত শত বৈসে॥ দেখিয়া পাত্রের
দুই যুবতী। মদনে মোহিত মন উচাটন মতি॥
বর্ণনা কি করিব পদে পদে। কামের বাসনা পুরে ধ
পদে॥ জগতে উত্তমা জানি রম্ভা তিলোত্তমা। বে
কভু নয় তার দাসী সমা॥ আপনি অনঙ্গ সেই অঙ্গ
নয়ন কটাক্ষে আছে পঞ্চবাণ লয়ে॥ যার প্রতি যুবতী
উন্মিলন। পঞ্চবাণ তার প্রাণে হানয়ে মদন॥ পা
মোহিত হেরিয়া নারীগণ। সমাদরে সভা মধ্যে বসায়
পাত্রসুতে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। নকান্তরে দুতি
দুঃখ নিবেদিল॥ দুঃখ বার্ত্তা শুনিয়া যুবতী দুই জন।
দুখী অতি দুঃখী সজল নয়না॥ সহচরীগণে তবে
করিল। আজ্ঞা মাত্র তৎক্ষণ উদক আনিল॥ ক
দাসীগণ পদ প্রক্ষালন। জলপান দ্রব্যাদি করিয়া আ
প্রধানা যুবতী দোঁহে পাত্রপুত্রে কয়। জলপানে আ
কর মহাশয়॥ শুনিয়া পাত্রের পুত্র বিনয় বচন। f
সামগ্রী তার করিল ভক্ষণ॥ কতক্ষণে দিবাকর কর
শেষ। নব দূরে সুলাবণ্যে যামিনী প্রবেশ॥ ত
কামিনীগণ যামিনী সময়ে। আরম্ভিল গীত বাদ্য যন্ত্র

পিয়ে ॥ গান শুনে মগ্ন মনে পাত্রের নন্দন। সুস্বরে সি-
শায়ে সুর গায় কতক্ষণ ॥ শুনিয়া মোহিত হয় নারী দুই
জনা। আরম্ভিল নিজ সুর হইয়া মগনা ॥ তাঁদিগের গানের
ভাব কত ভাব উঠে। দম্পত্য মিলন যেন এই রূপ ঘটে ॥
লাগি ভাব আবির্ভাব আপনি অনঙ্গ। উথলিল রসাভাসে
রসের তরঙ্গ ॥ তৎপরে পৌঁছে হৈল গীত বাদ্য সায়। আ-
পন সঙ্গিনীগণ দিলেন বিদায় ॥ পাত্রপুত্রে কহে তবে হইয়া
নির্জ্জন। আমা দোঁহাকারে তব ইচ্ছা হয় মন ॥ শুনিয়া
হাসিয়া বলেন আমিত না জানি। ইহার সিদ্ধান্ত কয় মনে
অনুমানি ॥ এত শুনি দুই জন তাহার বচন। অন্য স্থলে
এক জন করিল শয়ন ॥ আর জন লয়ে সেই পাত্রের কুমারে
প্রেম বশে নব রসে তুষিল তাহারে ॥ নানা মত রব কত
কাব্য আলাপন। ভাবে বুঝ ভাবের ভাবক যেই জন ॥ চির
বিরহিণী ধনী ছিল যে আগুনে। সে আগুন নিবারণ সুবন্ধ
মিলনে ॥ কতক্ষণে রজনী হইল আসি শেষ। তমো নাশি
দিবা আসি করিল প্রবেশ ॥ প্রভাতে উঠিয়া তবে পাত্রের
নন্দন। নীত মত কর্ম্ম যত কৈল সমাপন ॥ যত দাসীগণ
আসি নিযুক্ত হইল। মনোসুখে উভয়কে স্নান করাইল ॥
মন আশে দিব্য বাসে করাইল বেশ। সে রূপ দেখিলে কাম
হয় প্রাণে শেষ ॥ দেখি রূপ রসকূপ নারী দুই জনা। হেরি
চান্দে চকোরিণী যেমত মগনা ॥ তদন্তর মিষ্ট করি খাদ্য
আয়োজন। মনোসুখে পাত্রসুত করিল ভোজন ॥ সুরসাল
তাম্বূল আনিয়া দিল পরে। খাইয়া তাম্বূল অতি আনন্দ
অন্তরে ॥ তদন্তরে পাত্রসুত করিল শয়ন। চামর ব্যজন
করে সহচরীগণ ॥ কুঙ্কুম কস্তুরী মৃগমদ সুচন্দন। মনো-
সুখে করে কেহ অঙ্গেতে লেপন ॥ হৃষ্টমনে সুখাবেশে সুখে
নিদ্রা গেল। হেলে হেলে দিবা গত যামিনী আইল ॥ তদ-
ন্তরে আইল সেই নবীনা যুবতী। যার সহ পূর্ব্ব রাত্রে না

ভুঞ্জিল রতি ॥ দাসীগণে ততক্ষণে দিল অনুমতি। বিদায় লবে গেল শীঘ্রগতি ॥ অনঙ্গ রাগেতে হয়ে ে ঞ্চিক অঙ্গ। অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া কৈল নিদ্রা ভঙ্গ ॥ ভঙ্গে পাত্রসুত চাহে ততক্ষণ। যামিনী কামিনী কাছে অন্তমন ॥ প্রেমবাঞ্ছা কৌশলে বাড়াইয়া অনুরাগ। ভিল আনন্দেতে মদনের যাগ ॥ ঘন ঘন আলিঙ্গন। প্রহার। উথলিল উভয়ের সুখ পারাবার ॥ প্রেমে মত্ত ভয় প্রেম নিত্য বাড়ে। পলকে প্রলয় হয় তিলেক না ছা ত কব নিত্য নব প্রেমের উল্লাস। কার বাঞ্ছা মননিজ কৈল নাশ ॥ উভয়ে প্রণয় সমা কেহ কম নয়। কায়া মত সদা সদানুরাগে রয় ॥ এই মত কিছু দিন করিল ব এক দিন দৈবাধীন শুন বিবরণ ॥ দ্বিজ শিবচন্দ্র নাম গণ দাস। তাঁর আজ্ঞামতে গ্রন্থ হইল প্রকাশ ॥

স্ত্রীরাজ্যের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শ্রবণে পাত্রসুতের পলায়ন।

পয়ার। যামিনীতে কামিনী লইয়া সুখে কোলে। তারে জিজ্ঞাসিল প্রেমের কৌশলে ॥ শুন শুন প্রাণ আমার বচন। এই রাজ্যে নারীময় হৈল কি কারণ ॥ যে নিরখি দেখি সেই দিকে নারী। বুঝিতে ইহার ভাব ত নাহি পারি ॥ ত্রিভুবনে নয়নে না হেরি হেন দেশ। তুমি মোরে শুনাহ বিশেষ ॥ এত শুনি চন্দ্রাননী কহে ণ। শুন শুন প্রাণনাথ পূর্ব্ব বিবরণ ॥ চিত্ররথ নামে গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর। এই স্থানে নির্জ্জনে থাকিত নিরন্তর ॥ আর লইয়া সঙ্গে সহস্র রমণী। কিছু দিন রঙ্গে সুখে দিবস রব দ্বারে দ্বারী যত নারী অস্ত্র হাতে করে। অন্য জনে নাহি প্রবেশিতে নারে ॥ সারি সারি নারী লয়ে কা কাল্পায়। কেহ বেচে কেহ কেনে আনন্দ অপার ॥ এক ি

চিত্ররথ উদ্যানেতে গেল। সেই স্থলে কিছু দিন বিলম্ব হইল॥ সুচিকর্ণ নামে এক দৈত্য কদাচারি। প্রবেশিল সেই স্থলে গন্ধর্ব্ব রূপ ধরি॥ চিত্ররথ ভাবিয়া যতেক নারীগণ। প্রেমরসে মন্মথবেশে তোষে তার মন॥ কত দিন যতেক যুবতী রতি দানে। নিগূঢ় বৃত্তান্ত তার কেহ নাহি জানে॥ এক দিন চিত্ররথ রথ আরোহণে। উপনীত হৈল আসি আপন ভবনে॥ দেখিয়া আশ্চর্য্য মনে চমৎকৃত হলো। ওমা এ কি দেখি দেখি কে পুনঃ আইলো॥ দানবেরে চিত্ররথ ক্রোধেতে জিজ্ঞাসে। কে তুমি কোথায় হৈতে আইলে মোর বাসে॥ এত শুনি সুচিকর্ণ করিল উত্তর। আমারে কি নাহি চিন তুমিরে বর্ব্বর॥ আমার আলয় এই আমার রমণী। কে তুমি আইলে হেথা আমিত না চিনি॥ এত শুনি চিত্ররথ দুষ্টের বচন। সঘনে কম্পিত অঙ্গ তর্জ্জন গর্জ্জন॥ ঝম্প দিয়া মস্তকেতে ধরিয়া তাহারে। ক্রোধে করে পদাঘাত দৈত্যের উপরে॥ চিত্ররথ আঘাতে সক্রোধ হয়ে মন। দুই জনে মহাযুদ্ধ আরম্ভে তখন॥ নানামত বাহুযুদ্ধ করিয়া বিস্তর। বলহীন সুচিকর্ণ হইল কাতর॥ ক্রোধ ভরে দানবেরে পাড়িল ভূতলে। সকাতরে সুচিকর্ণ চিত্ররথে বলে॥ দৈবে তব দর্পচূর্ণ পূর্ণ হৈল আশ। অধমেরে দয়া করি না কর বিনাশ॥ সকাতরে যোড় করে বিনয় করিল। দয়া করি দানবেরে প্রাণে না মারিল। ক্রোধভরে তাহারে কহিল শাপবাণী। অধর্ম্ম হেতুক জন্ম হইবে স্ত্রীযোনি॥ এই দেশে না হইবে পুরুষ উৎপত্তি। প্রজা রাজা এ স্থলের হইবে যুবতী॥ অন্য দেশ হৈতে যদি পুরুষ সঞ্চার। তার সহ করে কেহ রতি ব্যবহার॥ তার অঙ্গ সঙ্গে যদি নারী গর্ভ ধরে। তবেত পুরুষ হবে দেশ ব্যবহারে॥ শুনিয়া দারুণ শাপ যতেক যুবতী। চিত্ররথ চরণে ধরিয়া করে স্তুতি॥ অঙ্গ সঙ্গে যদি প্রভু না বাঁ-

তিবে পতি। বল দেখি অবলার কি হইবে গতি॥ এক স্তুতি বাণী দয়া উপজিল। উপদেশ কথা শেষ সবারে ক অন্যস্থলে নাহি দোষ তোমা সবা রতি। কিন্তু এখ হইলে মরিবেক পতি॥ পাপেতে পতিত দেশ শুন মহা পাপ ভ্রষ্ট রাজ্য নষ্ট এই হেতু কয়॥ শুনিয়া এ কথা পাত্রের নন্দন। যুবতীর পদে ধরি করয়ে ক্রন্দন॥ না ব মা না বুঝিয়া ভুঞ্জিলাম ভক্তি। বল প্রাণ কিসে মোর নিস্কৃতি॥ শুনিয়া সুন্দরী তারে কহে ততক্ষণ। যদি অঙ্গীকার করিব মোচন॥ পাত্রসুত বলে প্রাণ কহ কথা। আজ্ঞা তব কদাচ না করিব অন্যথা॥ একাঙ্গে মোর সঙ্গে প্রেমরবে। মোর আজ্ঞা কদাচ অবিজ্ঞা ক রিবে॥ শুনিয়া স্বীকার কৈল পাত্রের নন্দন। আ মন্ত্র ধনী করিল স্মরণ॥ কি কব মন্ত্রের তেজ শুন বিব একাঙ্গে দুই জনে করিল গমন॥ প্রভাত যামিনী গিরির নিকটে। সেই স্থলে নামি দোঁহে বৈসে অকপ জল পান করি দোঁহে হৈল হৃষ্টমন। তদন্তরে ধীরে করিল গমন॥ দ্বিজ শিবচন্দ্র নাম দ্বিজগণ দাস। আজ্ঞামতে গ্রন্থ হইল প্রকাশ॥

অথ পাত্রপুত্র পাষাণ মূর্ত্তি স্পর্শনে, পাষাণ হওনের বিবরণ।

পয়ার। তদন্তর শুন এক দৈবের ঘটন। গিরির নি কটে করিছে ভ্রমণ॥ এক স্থানে দেখে বহু পাষাণ পুত্ত দেখি দুঁহে, মন মন অতি কুতূহলী॥ পাষাণ নির্ম্মাণ অশ্ব গজ রথ। মনুষ্য আকার মূর্ত্তি আছয়ে বিস্তর॥ নরী নারী এক করি দরশন। হইল পাত্রের পুত্র মন উন॥ সে কন্যারে পাত্রসুত করে অন্বেষণ। তার প্রতি রূপে দিলায় সজ্জা॥ আহ্লাদ হইয়া অতি কন্যার মোহে

যাঁর অঙ্গ পরশিল পাষাণ দেহেতে ॥ যেই মাত্র সেই শিলা দেহ পরশিল। স্পর্শ মাত্রে নিজ দেহ পাষাণ হইল ॥ পাত্র দেহ যদি হইল পাষাণ। আশ্চর্য্য দেখিয়া ধনী হইল হয়রান ॥ বহু মত মন্ত্র যত জানিত যুবতী। নিস্তারিতে প্রাণনাথে করিল যুকতি ॥ মন্ত্র বল বিফল দেখিয়া সে যুবতী দৈবের নিগ্রহ হেতু আপন দুর্গতি ॥ দুঃখনীরে ভাসে রূপবতী হয়ে অগণা। অনেক বিলাপ করে সজলনয়না ॥ বিলাপ বচনা কেবা বর্ণিবারে পারে। সে খেদ শুনিলে পরে পাষাণ বিদরে। বিপদ সময়ে খেদ উচিত না হয় ॥ অন্বেষণে করিবন উপায় চেষ্টায় ॥

অথ পাত্রভূত পাষাণ দেহ হইতে উদ্ধার
এবং স্ত্রী প্রাপ্ত।

পয়ার। এই মতে অরণ্যেতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে। উপনীত হইল এক নদীর তীরেতে ॥ দেখিল মন্দির এক নদীর তটেতে। প্রবেশ করিল ধনী তাহার মধ্যেতে ॥ কালীরূপা কালদারা কাল বিনাশিতে। ত্রিলোক জননী তারা ত্রিতাপ নাশিতে ॥ মুক্তকেশী করে অসি মুণ্ড বামহাতে। ভবার্ণবে ভেবে ভব চরণ তলেতে ॥ শরীর রোমাঞ্চ সেই রূপ দর্শনেতে। প্রণমিয়া যুবতী দাঁড়ায় যোড়হাতে ॥ করিল অনেক স্তব একান্ত মনেতে। সুপ্রসন্না ভবজায়া না হৈল তাহাতে ॥ নিরাশ ভাবিয়া কন্যা আপন মনেতে। স্থির কৈল সেই স্থলে প্রাণ তেয়াগিতে ॥ তীক্ষ্ণ এক অসি ছিল দেবীর পার্শ্বেতে। সেই অসি রূপসী লইল নিজ হাতে ॥ উদ্যতা হইল দিতে আপন গলেতে। হেনকালে দৈববাণী পাইল শুনিতে ॥ হয়েছি সন্তুষ্টা আমি তোমার স্তবেতে। পাষাণ মোচন হবে তোমার পুণ্যেতে ॥ আমার চরণামৃত লৈয়া সত্বরেতে। ছিটাইয়া দেহ গিয়া পাষাণ দেহেতে ॥ সন্দেহ না ভাব তুমি

আমার শাক্যেতে। শুনি সুন্দরী অতি ত্যজিয়া ভূমিতে॥ দেবীর চরণামৃত লৈয়া যতনেতে। ছিটাইল শিল যত পাষাণ দেহেতে॥ জল ছিটে অধিষ্ঠিত দেবীর বরেতে। পূর্ব্বমত দেহ যত হৈল আচম্বিতে॥ পশু পক্ষীগণ যত ছিল সে স্থলেতে। সকলে পাইল ত্রাণ পাষাণ হইতে॥ সাধুকন্যা পতি সহ পাইয়া পরিত্রাণ। যুবতীরে স্তুতি করে বিবিধ বিধান॥ তদন্তরে দেখে এক অপূর্ব্ব ঘটন। হইয়া পাষাণ মুক্তা কন্যা এক জন॥ পাদপদ্মতে বহুবিধ স্তবন করিল। কে তুমি বলিয়া তারে হেতু জিজ্ঞাসিল॥

অথ পাষাণ বিবরণ দণ্ডীচণ্ডী উপাখ্যান।

পয়ার। সুকৌশলে কন্যা বলে শুন সেই কথা। হই আমি বিপ্র পত্নী বিপ্রের দুহিতা॥ উদ্যানক নাম মুনি ছিল মোর পিতা। দণ্ডীনামে স্বামী আমি তাহার বনিতা॥ পিতৃ গৃহে রহিলাম যৌবন সংযুক্তা। কুলক্ষেতে কুবুদ্ধিতে হৈলাম অন্যমতা॥ ত্যজি পতি রতি আশে পরপতি রতা। প্রকাশ হইতে নাহি থাকে পাপ কথা। তদন্তর পতি মোর পাইয়া বারতা। নিজ গৃহে লইয়া গেল হয়ে উদ্যোগিতা॥ পতি গৃহে রহি সদা হইয়া দুঃখিতা। নিরন্তর অন্তর চিন্তায় অনুগতা॥ দৈবেতে বসন্ত নিশি হইল আগতা। কুহরে কোকিল কত বৃক্ষ কুসুমিতা॥ বসন্ত দুরন্ত অতি কৃতান্ত সমতা। বহে মন্দ অনঙ্গ অনঙ্গে নিয়োজিতা॥ তাহে আমি নহি নিজ পতি অনুগতা। মনোহর উদ্ভব অন্তর দুঃখাকুলা॥ রতি লোভে উপপতি করিলাম সেথা। ক্রোধিত হইল পতি দেখি অন্যরতা॥ ক্রোধে বলে দণ্ডীদণ্ডী হইল দুঃখিতা। তার সমুচিত ফল পাইবে নিশ্চিতা॥ এত বলি ক্রোধে মোরে কহে শাপ কথা। হইবি পাষাণ তুই নহিবে অন্যথা॥ জ্ঞাত্বা পতির শাপে হইয়া চিন্তিতা। স্তুতি করি পদে পড়ি

করিল ব্যগ্রতা ॥ ক্রুদ্ধ বাক্য অধগুন হই আমি শিলা। সক্রোধে স্পর্শিলে মোরে করি অবহেলা ॥ পর পতি স্পর্শনে পাপেতে দিলা শাপ। তাতে আর অধিক বাড়িবে অনুতাপ ॥ সর্ব্ব জাতি দেহ মোর করিবে স্পর্শন। ভেদাভেদ না করিবে পশু পক্ষীগণ ॥ এত শুনি স্তুতি বাণী কহিল বিধান। তোরে যে স্পর্শিবে সেই হইবে পাষাণ। দেখিতে দেখিতে দেহ পাষাণ হইল। সদম্ভবে পতি মোর এথা রাখি গেল ॥ অতঃপর এই মোর পূর্ব্ব বিবরণ। তোমার পুণ্যেতে মোর শাপ বিমোচন ॥ কহিয়া বিপ্রের কন্যা পূর্ব্ব বিবরণ। তীর্থ পর্য্যটনে তবে করিল গমন ॥

অথ সাধু কুমারীর গন্ধর্ব্ব গ্রস্ত বিবরণ।

পয়ার। পাত্রসুত দণ্ডী কথা করিয়া শ্রবণ। সাধু কুমারীরে তবে জিজ্ঞাসে কারণ ॥ সুন্দরী পাষাণগ্রস্তা হৈলা কি প্রকারে। কি প্রকার আইলা এথা কহ সুবিস্তারে ॥ কন্যা বলে শুন তবে কহি বিবরণ। কহিতে তোমাকে হয় ভয় সংঘটন ॥ শয়নে তোমার সহ ছিলাম বাসরে। কিছু নাহি জানি রাত্রে নিদ্রায় কাতরে ॥ প্রভাত সময়ে মোর হৈল নিদ্রা ভঙ্গ। দেখিয়া গন্ধর্ব্ব মোর হইল আতঙ্ক ॥ ভয়েতে ত্রাসিতা হয়ে মুদিলাম আঁখি। এথায় গন্ধর্ব্ব মোরে আনিয়া একাকি ॥ শৃঙ্গারাভিলাষে মোরে লইল নির্জ্জনে। শিলার বৃত্তান্ত সে গন্ধর্ব্ব নাহি জানে ॥ যেমন গন্ধর্ব্ব মোরে এখানে আনিল। শিলা পরশনে অঙ্গ শিলাময়ী হৈল ॥ ভঙ্গ হৈল গন্ধর্ব্বের না জানি কারণ। শুনিয়া পাত্রের পুত্র চমৎকৃত মন ॥ একাসনে তিন জনে বসিয়া তখন। আকর্ষণী মন্ত্র পুনঃ করিয়া স্মরণ ॥ তৎক্ষণে অন্তরীক্ষে গমন করিল। সাধুর আলয় আসি উপনীত হৈল। কন্যা সহ সাধু দেখি আপন জামতা। আনন্দ অন্তরে তবে জিজ্ঞাসে বারতা ॥

শুনাইল পাত্রপুত্র সব বিবরণ। আনন্দেতে মগন হইল সর্ব্ব জন॥ কিছু দিন সেইস্থলে করিয়া যাপন। রাজপুত্র জন্য হয়ে মন উচাটন॥ আকর্ষণী মন্ত্র তবে শিক্ষা করে পরে। কান্যকুব্জ যাইব কহিল সদাগরে॥ শ্বশুর শাশুড়ী স্থানে বিদায় হইল। আপনার দুই ভার্য্যা নির্জ্জনে ডাকিল॥ দুইজনে বহুবিধ বিনয় করিয়ে। উভয়েরে সমর্পণ করিয়া উভয়ে॥ পতির বিদায়ে দোঁহে সকাতরা হৈল। পাত্র পুত্র কান্যকুব্জ গমন করিল॥ সাধুপুত্র দক্ষিণেতে করিল গমন। যে প্রকারে পাইল তার নারীর জীবন॥ অতএব সে সব করিব বিরচন। যাহাদৃষ্টে পুলকিত হবে গুণিগণ॥ গুরু পদাম্বুজ রজ করি শিরে ধার্য্য। রচে গ্রন্থ রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য॥

অথ সদাগরের পুত্র বিবস্ত্র রাজ্যে গমন।

ত্রিপদী। সদাগর সুত, হয়ে দুঃখাবৃত, আপন ভার্য্যার শোকে। সঘনে নিশ্বাস, ছাড়ি প্রাণ আশ, মনোদাস্য মনো দুখে॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে, পথ বিশ্রামেতে, উপনীত এক দেশে। অতি চমৎকার, সে দেশের ব্যাভার, সর্ব্ব জীব বাসে॥ অপরূপ দেশ, নাহি লজ্জা লেশ, নারীগণ বিবসনা। সবে পরস্পরে, কারে নাহি হেরে, সমভার সর্ব্বজনা॥ বাজার সভায়, যেবা কেহ যায়, সেই সে কাপড় পরে। সভা হৈলে ছাড়া, ছাড়ি দেয় ধড়া, জড়ায় মস্তকোপরে॥ নাহি ভদ্রা ভদ্র, ধনে দরিদ্র, নাহি জ্ঞান কর্ম্মকাণ্ড। যদি কোন জন, পরয়ে বসন, নৃপতি করয়ে দণ্ড॥ সবে নত শির, দেখিতে কুটীর, পরস্পরে নাহি দৃষ্টি। ভাবে সাধুসুত, হয়ে চমৎকৃত, সৃষ্টি ছাড়া একি সৃষ্টি॥ ভাবিতে ভাবিতে, দেখ আচম্বিতে, বিপ্র এক উপনীত। পাইলে রতন, দরিদ্র যেমন, ততোধিক পুলকিত॥ করি স্তুতি নতি, অনেক মিনতি, হেতু জিজ্ঞাসিল পরে॥ শুনিয়া ব্রাহ্মণ, কহিছে তখন, পূর্ব্ব কথা মুনি তারে॥

অথ ঐ রাজ্যের পূর্ব্ব বিবরণ।

ত্রিপদী। পূর্ব্বে এই দেশ, ছিল সমাবেশ, অশেষ প্রকার সুখে। বহু পুষ্পবন, ছিল সুশোভন, অম্বুজে ছিল পাঁকে॥ বহু সরোবর, হেরি মনোহর, জল পদ্ম কত ঝাঁকে; ফুল্ল নলিনী, সে নীর স্বামিনী, হেরি ভ্রমর ঝঙ্কারে॥ পরে এক দিন, শুন বিবরণ, ইন্দ্রের নৃত্যকীগণ। যাইতে নৃত্যভারে, জল শোভা হেরে, মোহিত হইল মন॥ কথায় থাম, আসিয়া তথায়, উপনীত হয়ে তীরে। ত্যজিয়া বসন, বিদ্যাধরীগণ, নামি সরোবর নীরে॥ করি স্নান সজ্জা, ত্যজি লজ্জা, মগনা হইয়া অতি। আছে মগ্ন জলে, শুন হেন কালে, এক দৈবাধীন গতি॥ বিধির ঘটন, যুবা এক জন, আসে সেই সরোবরে। উচাটন মন, বিচিত্র বসন, হেরি সরোবর তীরে॥ বস্ত্র লইতে লোভে, লোভে জন্মে ক্ষোভে, ক্ষোভে পাপে পাপে মরে। হয়ে অতি লুব্ধ, ব্রাহ্মণ সে ক্ষুব্ধ, বস্ত্র হরি নিজ পরে॥ জলক্রীড়া সারি, যত বিদ্যাধরী, উঠে কতক্ষণ পরে। না দেখি বসন, বিষাদিত মন, ফিরেন দৈবের ফেরে॥ করিয়া চিন্তন, দুষ্ট আচরণ, বুঝিলেন তদন্তরে। জানিয়া কারণ, বিদ্যাধরীগণ, দিল শাপ ক্রোধভরে॥ যেজন বসন, করিল হরণ, দিল লজ্জা সবাকারে; না হবে বিফল, ফলিবে পাপ ফল, বস্ত্রহীন ঘরে ঘরে॥ হবে লজ্জাহীন, লজ্জার কারণ, রবে রবে নতশিরে। যেমন কুকর্ম্ম, ফলিবে সে ধর্ম্ম, দুষ্করে ক্ষয় মরে॥ হয় যদি বাস, তবে হবে ত্রাণ, দণ্ডবেক নৃপবরে। এই শাপ দিয়ে, অন্তর্ধান হয়ে, সবে গেল স্বর্গপুরে॥ সেই সে কারণ, দেশ বস্ত্রহীন, দুরন্ত শাপের ফেরে। শুনিয়া কথন, সাধুর নন্দন, অন্য স্থানে যাত্রা করে॥ রাজনারায়ণ, রচিল রচন, ত্রিপদী বিস্তার করে। বিবস্ত্র দেশের, এই পূর্ব্বাকার, ব্যবহার দৈব ফেরে॥

অথ সদাগরের পুত্র ত্রিনেত্র রাজ্যে গমন।

ত্রিপদী। শুন সব সবিশেষ, ছাড়িয়া বিদগ্ধ দেশ, উপনীত ত্রিনেত্র দেশেতে। তথা হেরি চমৎকার, কহি তার সুবিস্তার, অবক্তব্য বর্ণনা করিতে॥ স্ত্রী পুরুষ যত জন, সবে দেখে ত্রিনয়ন, এক জনে জিজ্ঞাসা করিল। এত শুনি ততক্ষণ, হয়ে পুলকিত মন, বিবরণ কহিতে লাগিল॥ পূর্ব্বে ছিল এই রাজ্য, সুরাসুর নাগ গ্রাহ্য, সকল জনের অনুপমা। এ দেশের নারীগণ, ছিল অতি সুগঠন, নিজ রূপে আলো করে তমা॥ অবর্ণিত সুলাবণ্য, পৃথিবীতে ধন্যা ধন্য, অন্য তার নাহি দেখি সমা। সকলের মনোরমা, সুরাসুরে প্রিয়তমা, নহে সমা রম্ভা তিলোত্তমা॥ দেখি সব রূপবতী, মদনে মোহিত মতি, মহাদেব আসি তৎক্ষণে। আসি তবে আশুতোষ, হয়ে অতি সসন্তোষ, পরিতোষ রমণী রমণে॥ নব যুবতীর সঙ্গে, সানন্দ সম্ভোগ রঙ্গে, মনরঙ্গে করেন রঞ্জন। এক দিন দৈব গতি, এই কথা শুনি সতী, আসি নিজ পতি অন্বেষণে॥ নিজ জন লয়ে সঙ্গে, আসি ভগবতী রঙ্গে, এই দেশে উপনীতা হয়ে। ভাবি ভগবতী ভাব, ত্যাগরে মহাদেব, ছলে ছলি ছল আরম্ভিয়ে॥ দেশের পুরুষগণ, সবে কৈল ত্রিনয়ন, যাহে সতী না পারে চিনিতে। তদন্তরে ভগবতী, হয়ে চমৎকার অতি, ভব ভাবে লাগিল ভাবিতে॥ সর্ব্বজন ত্রিলোচন, তাহে শিব বিভূষণ, হেরি হৈল বিচলিত মন। দেখি দেশ দুঃখ অতি ভব ভেবে ভগবতী, ক্রোধে শাপ দিল ততক্ষণ॥ যেমন ছলিলে মোরে, পড়িলা দৈবের ফেরে, সকলে হইল ত্রিলোচন। শিবের ভূষণ যত, ক্রমে হৈল অনুগত, সতী কথা না হয় খণ্ডন॥ ত্রিনেত্র হইল সবে, দুঃখ ভাবে অনুভবে, এই সে পূর্ব্বের বিবরণ। এত শুনি সাধুসুত, হয়ে অতি পুলকিত, স্থানান্তরে করিল গমন॥

অথ সাধুপুত্রের শিশুর প্রাণদান।

ত্রিপদী। এইরূপে দেশে দেশে, ভ্রমণ করিল ক্লেশে, বিশেষ কে পারে বর্ণিতে। এইরূপে এক দেশে, উপনীত হল শেষে, ভার্য্যা শোকে ক্রন্দিতে ক্রন্দিতে॥ ক্ষুধায় কাতর মতি, পথশ্রান্তে ক্লান্তমতি, গেল পরে এক দেবাগারে। সাধু সুত হৃষ্টমতি, প্রণমিয়া করে স্তুতি, হেরে এক বিপ্র সে মন্দিরে॥ এক শিষ্ট সে ব্রাহ্মণ, দেব দ্বিজ পরায়ণ, প্রতিমার সম্মুখে অর্চনা। শিব ধব দৈবের কথা, বিপ্র পূজা করে যথা, তথা গেল শিশু এক জনা॥ অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে, ডাকে সেই ব্রাহ্মণরে, বারে বারে ধ্যান ভঙ্গ হয়। দ্বিজবর তদন্তরে, শিশুরে প্রবোধ করে, অবোধ প্রবোধ নাহি রয়॥ সক্রোধ হইয়া মন, দ্বিজবর ততক্ষণ, অসি করে করিয়া গ্রহণ। বিষম ক্রোধের ভরে, অসীম অসির ধারে, বালকেরে করিল ছেদন॥ বালক হইল হত, বিপ্র অতি আনন্দিত, পূর্ব্বমত পূজায় বসিল। সাধুসুত দূরে থাকি, এসব কারণ দেখি, মনোদুঃখে ভাবিতে লাগিল॥ এমত না দেখি কাণ্ড, লয়ে পাপে গুরুদণ্ড, খণ্ড খণ্ড করিল বালকে। ব্রাহ্মণ এমত চণ্ড, নাহি দয়া সুপাষণ্ড, অস্ত্র ভণ্ড ব্যক্ত পণ্ড লোকে॥ হয় দ্বিজ পাপাশয়, নাহি তার স্নেহোদয়, ধর্ম্মভয় নাহিক শরীরে। করিয়া কিঞ্চিৎ ব্যাজ, দেখিব ইহার কায, পূজা অন্তে কি প্রকার করে॥ ব্রাহ্মণ ক্ষণেক পরে, পূজা সমাপণ করে, বালকেরে দিল প্রাণদান। শিশু তবে প্রাণ পেয়ে, ব্রাহ্মণেরে কটু কয়ে, অতিবেগে করিল প্রয়াণ॥ ইহা দেখে সাধুসুত, হয়ে অতি চমৎকৃত, পদানত হইয়া বিপ্রের। আপনার যথাজ্ঞানে, স্তুতি করে সে ব্রাহ্মণে, মনদুঃখ কহে তদন্তর॥ দেখি দীন দুঃখাতুর, অনুকূল দ্বিজবরে, তদন্তর কহে সাধুসুতে। কেন মন দুঃখযুত, কিবা তব প্রয়োজন, বলহ কারণ সমাপ্রেতে॥ শুনিয়া সাধুর সুত, পুলকিত অদ্ভুত, পদানত হইয়া বিপ্রের। দৈবে যদি সাধুকুল, অনুকূল

হয়েছে দেহ কূল, আকুল দুর্ব্বল মনাশ্রয় ॥ আমার রমণী ধনী, চন্দ্রাননী সরূপিণী, দৈবে ফণী দংশনে মরিল। মজিয়া ভার্য্যার শোকে, দিক দশ শূন্য দেখে, দিন দিন দুর্গতি বাড়িল ॥ অস্থি ভস্ম শেষে শেষে, লয়ে প্রাণ মান আশে, দেশে দেশে উদাসে ভ্রমণ। ভাবি বুঝি ভাগ্যফলে, প্রাণদান পাবে বলে, তব সনে হৈল দরশন ॥ দীন দেখি দয়া করে, কৃপাদৃষ্টে সকাতরে, রমণীরে দেহ প্রাণদান। ভূদেব বুঝিয়া ভাব, বলে আর নাহি ভাব, বাঁচাইব তব প্রাণ প্রাণ ॥ হয়ে হরষিত মতি, স্তবে পুলকিত অতি, শীঘ্রগতি অস্থিশেষ লয়ে। মৃত্যুসঞ্জিবনী মন্ত্রে, সুমন্ত্রিত করি তন্ত্রে, মন্ত্রে কন্যা দিল বাঁচাইয়ে ॥ পূর্ব্বমত হৈল দেহ, ব্রাহ্মণেরে অনুগ্রহ, নিসন্দেহ সিদ্ধি সর্ব্ব কার্য্য। অনুরক্ত দ্বিজভক্ত, নিগ্রহানুগ্রহে শক্ত, ভবে মুক্ত মুক্তিতে সাযুজ্য ॥ ভয়ঙ্করা ভয় সেতু, তাহে তরাবার হেতু, দ্বিজপদ তরণী তরঙ্গে। দৃঢ়রূপ মন রাখি, কালে কালে দিয়া ফাঁকি, সিন্ধুকূলে তারহ মনোরঙ্গে ॥

অথ সাধুসুতের গুটিকা প্রাপ্ত।

পয়ার। সাধু নিজ বধূ বিধুবদন নিরখি। মোহেতে গমন মনে মনে বড় সুখি ॥ বিনয়েতে ব্রাহ্মণেরে বিবিধ প্রকারে। স্তুতি নতি মিনতি করিল যোড় করে ॥ বিপ্রব্রহ্ম সর্ব্বকর্ম্ম মর্ম্ম সমাকার। ইন্দ্র চন্দ্র নগেন্দ্র নরেন্দ্র তুচ্ছ যার ॥ অসার সংসারে সার সকলের নিধি। বেদ বিষ্ণু বিশ্বপূজ্য বিধাতার বিধি ॥ লোকভর্ত্তা সর্ব্বকর্ত্তা ভবভর্ত্তা দ্বিজ। ভবার্ণবে ভবের ভরসা পদরজ ॥ ভক্তিভাবে ভগবান ভাবি বিপ্র পদে। অদ্যাপি ধারণ ভৃগু পদ চিহ্ন হৃদে ॥ তাপিত তনয় তরাইলে তুরঙ্গেতে। কিঙ্কর করুণাময় কহি বিনয়েতে ॥ কেমনে কামিনী লইয়া যাব নিজ দেশে। হরিষে নিরাশ শেষে হবে কালাবশে ॥ কুলবতী কামিনী কুলের ভয় অতি। রূপবতী

মনোরমা উত্তমা যুবতী ॥ নচনক্ষু নথাঙ্কন নাহি শোক আর। লাগিয়া ভার্য্যার ভাব চিন্তা করিবায়। সঙ্গে নারী কিসে চরি পারি যেতে দেশে। ত্রাস নাশে মনোল্লাসে বাড়ায় হুতাশে ॥ এত শুনি স্তুতিবাণী ব্রাহ্মণ তখন। অপূর্ব্ব গুটিকা এক করে সমর্পণ ॥ গুণিজন জানে যত গুটিকার গুণ। নিরা-পদে নাশিতে সে গুটিতে নিপুণ ॥ রাখিলে মুখেতে যুবা হয় স যুবতী। যুবা হয় যুবতী মুখেতে কৈলে স্থিতি। দেব নর ক্ষ রক্ষ না পায় দেখিতে। যেই জন সেই গুটি রাখয়ে মুখে-ত ॥ পাইয়া গুটিকা মুখে রাখে গুণবতী। যৌবন বিশিষ্টা না হইল যুবতী ॥ পুনর্ব্বার প্রণমিয়া ব্রাহ্মণের পদে। বি-পাশি বিপদে দোঁহে চলে প্রেমমদে ॥ নাহি তাপ প্রেমালাপ কথোপকথনে। রজনীতে রসবতী রহে পতি সনে ॥ দিবসে রূপ বেশে চলে হরষিতে। নানারঙ্গে অনঙ্গে নিবারে রজ-নীতে ॥ এইরূপে কিছু দিন পথ বিশ্রামেতে। উপনীতা হৈল নী পিতৃ আলয়েতে ॥ পূর্ব্বমত রূপযুতা হয়ে সাধুসুতা। উপনীতা আনন্দে যথায় পিতা মাতা ॥ দেখি সুতা মাতা পিতা আনন্দে মগন। আদ্য অন্ত শুনিল কন্যার বিবরণ ॥ গুরু পদাম্বুজ রজ হৃদয়াম্বুজে রাখি। সুখে কাল বঞ্চে মন গাসে দিয়া ফাঁকি ॥

অথ সাধু পুত্রের বিবাহ।

একাবলি ছন্দ। পতি পুণ্যে কন্যা পাইল প্রাণ। পিতা মাতা ভ্রাতা হৃষ্ট বিধান ॥ সংবাদ পাইয়া নগর বাসী। সাধুর বাটিতে সত্বরে আসি ॥ চমৎকার জ্ঞান হইল সবে। স্বভাবে উত্তম ভাবেতে ভাবে ॥ সাধুরে সাধু দিতে কন্যা দান। পুরোহিত স্থানে চাহেন বিধান ॥ পুরোহিত বলে হবে কেমতে। বিধি হীন বিধি না পারি দিতে ॥ যেই জন দান করিল প্রাণ। তাহারে বাঞ্ছিতে দিলে...

সম্বাদ ॥ শুনি এই কথা বিপ্রের মুখে। আকাশ যেমন পড়িল বুকে ॥ করিলাম কেন এমন কর্ম্ম। আগ্রে নাহি জানি ইহার মর্ম্ম ॥ দিয়া নিধি বিধি বাদী হইল। ফণী যেন নিজ মণি হারাইল ॥ মৃদু ভাষে শেষে সবারে কয়। কেন অবিহিত কেমনে হয় ॥ বেদ বিধি বেদে বিহীত বিধি। কন্যার বিবাহ বরণ যদি ॥ বরণ করণ সমস্ত হলে। বাক দত্তা কন্যা হয়েছে বলে ॥ অঙ্গীকার ভঙ্গে কেমন হবে। বরণ করণ ছিন্ন করিবে ॥ পুরোহিত প্রীত পাইয়া কথায়। সদ্যস্তোষ তবে দিলেন সায়। সুখে তৈল সাধু কন্যারে দান। বাহুল্য বাদ্যে বিস্তর বাখান ॥ নাশি দুঃখে সুখ বিস্তা হইল। মদানল নিভান মিলনে হলো ॥ কিছুদিন তথা করিয়ে যাপন। বন্ধুহেতু দুঃখ দুঃখিত মন ॥ দুঃখসিন্ধু বাড়ে বন্ধুর শোকে। সুখ ইন্দুবোধ বিন্দু তাহাকে ॥ রমণীর স্থানে গুটিকা লইয়া। সদ্যকায় স্থানে বিদায় হইয়া ॥ পতি মোহে সতী অতি কান্দিয়া। ধরা অশ্রুধারা হয় অধরা ॥ অধীরে হইয়া ধরে প্রিয় হাত। ধীরে ধীরে কহে শুনহ নাথ ॥ তববিনে মোরে অন্যগতি নাই। তোমাবিনে প্রাণ কিসে জুড়াই ॥ প্রেমাঙ্কুর মোর রুপিয়া হৃদে। তারে গেলে ছেদে শেল বিচ্ছেদে ॥ ক্ষীণ প্রাণ পাখি কোথায় দাঁড়াবে। তোমা বিনে নিরখী আঁখি পালাবে ॥ সে ভাবে ভাবি রাজনারায়ণ। বলে সুবদনী নমুচাচন ॥ চলি গেল তবে সাধু জামাতা। পরে শুন বিপ্রসুতের কথা ॥

অথ বিপ্রসুতের মৎস্য দেশে গমন এবং রত্নাকার বর্ণন ॥

লঘু-ত্রিপদী। হবে বিপ্রসুত, হয়ে দুঃখাবৃত, ভেবিত তারিণীর শোকে। কান্দে প্রাণ আশ, অন্তরে হুতাশ, অশ্রু-কুলাকুল লোকে ॥ অশ্রুনদী মুখ, বহে অন্তর্গত, দহে তাহে

সর্ব্ব অঙ্গ। এতে মনাগুন, তাহাতে দ্বিগুণ, আপন হস্তে স্ব- অঙ্গ॥ মনের আগোয়, মন হলে যায়, না দেখি উপায় আর। কিবা নারী যারে, সংসার ভিতরে, কোথা নাহি সুখ তার॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে, অনেক ভুগেছে, সবসে দেখে উপনীত। দেখে দেশাচার, লাগে চমৎকার, হিতে হয় বিপরীত॥ অ- শেষ দুর্নীতি, দেশের বসতি, নীচজাতি সব স্থিতি। আর মধ্যে মান, কৈবর্ত্ত্য সে ধন্য, দেখে যেন গণপতি॥ যা অমাত্যগণ, মানে মহামান্য, ধনে পুণ্যে মহা জ্ঞানী। মূর্খ রাজা রাজ্যে, সেমত বিরাজে, কালাজড় শিরোমণি॥ ব্যাভার আচার, অতি চমৎকার, কদাচারে সদামতি। ক্রোধ অতিশয়, কটু বাক্য কয়, নাহি ভয় গুরু প্রতি॥ মুখে স্নেহোদয়, অন্তে বিষ ময়, প্রায় ভুজঙ্গের গতি। বাক্য সুকোমল, মন হলাহল, ছল চেষ্টা অতি॥ হীন জন্ম মর্ম্ম, নাহি কর্ম্ম ধর্ম্ম, কর্ম্ম সে উদর মাত্র। চিকুর বিকার, সন্ন্যাসী আকার, তৈল হীন ক্ষীণ গাত্র॥ বিকট গঠন, মলিন বসন, কমলায় বহুযাত্র। দেখি ত্রাস বাস, পিশাচ নিবাস, ভূমি সব জল পাত্র॥ জীর্ণ ছিন্ন বেশ, বিদীর্ণ সে বেশ, ছিন্নকেশ দৈন্যগতি। কর্ম্মেতে অ- যোগ্য, নাহি দেব যজ্ঞ, ভাগ্য ভোগ্য অস্থিতি॥ যুদ্ধে বড় দাপ, অতুল প্রতাপ, সিংহ জিনি পরাক্রম। গেল অন্য দেশে বাক্য নাহি ভাষে, ভীত অতি শিবা সম॥ নাহি খাদ্যাখাদ্য, অবুধ্য অবাধ্য আদ্যন্ত সব সবে। নাহি পাত্র শুদ্ধি, ধর্ম্ম হীন বুদ্ধি, ভেদাভেদ নাহি তাবে॥ যেই বলবন্ত, দুরন্ত দু- ভান্ত, অশান্ত নিতান্ত দর্প। তার কটুভাষে, কেহ নাহি রোষে, হংস যেন বক সর্প॥ কামতত্ত্বে মত্ত, প্রেমমাত্রে তুচ্ছ [illegible] মাত্র যোনি বিচারণা। সংগচ্ছ স্বসুত, পুত্রাদি বনিতা [illegible] গতা সর্ব্বজনা॥ নিজ পুত্রবধূ, ভাতৃ বধূ সাধু, [illegible] না- মানে। যারে মনে মতি, ভুঞ্জে তারে রতি, [illegible]

রসে ॥ নাহি অনুতাপ, সদা প্রেমালাপ, নাহি ৫
দেশাচারে। কেবা পতি কার, নাহিক বিচার, একা র
অন্ধকারে ॥ স্কন্ধে ভার সঙ্গ, মৎস হাঁড়া ধার্য্য, অহঙ্কা স
পরে ॥ বস্ত্র স্কন্ধে লয়, শিরে নাহি সয়, ভাত কাঠি যেন খ
পরনে কৌপীন, নিতান্ত মলিন, সুকঠিন টেনে পরে। দু
স্পর্শ অঙ্গ, প্রকৃত উলঙ্গ, ত্রিভঙ্গ মউষ্টি শিরে। বঙ্গ বা
ঙ্গনা, কুরঙ্গ নয়না, সুরঙ্গ বদনা সবে। এসব রমণী, দেশ
জানি, পিশাচিনী তুল্য শোভে ॥ অন্তরের কষ্ট, পরিধান
অষ্টমাসে উলঙ্গ ভাবে। এমন সুঠাম, অদৃষ্ট সংগ্রাম, বি
ষ্টি হয় ভাবে ॥ রূপ ঘটা জীর্ণ, কুচছটা শীর্ণ, মেঘাচ্ছন্ন
শশী। যার অকারণ্য, অঙ্গের লাবণ্য, বেশ ছিন্ন দিবা নিশি
জন্ম মাঝার, নব পয়োধর, কি কব তাহার দুঃখ। নির্
বন্ধনে, দৃঢ়রূপ টানে, চটে কাটে তার মুখ ॥ হেরে কুচদ্ব
দুখে কাটে বুক, বিধাতা বিমুখ যারে। যথা করে শিরো
ধার্য দুর্গতি, ঘটায় অদৃষ্ট ফেরে ॥ এই পয়োধর, এ
সরোবর, কেবল ভ্রমের ভয়ে। ভাবিয়া দুর্গতি, শীঘ্র বে
গতি, নবযুবতী হৃদয়ে ॥ তথা যদি গেল, বিধি বাদী হৈ
ঘটাইল পুরুষ করে। ঘোর দস্যু ভয়, সদত সংশয়, তা
হয়ফলক শিরে। নত শির যদি, তাহে বিধি বাদী, যত
যশের জ্বালা। জ্বালার উপর, জ্বালার সঞ্চার, শোকানল
বঙ্কলা ॥ অগোর চন্দনে, কুমকুম লেপনে, তাহে মন য
দুঃখ। ভাগ্যের কপটে, এত জ্বালা ঘটে, শেষে চটে ফা
মুখ ॥ দুঃখে দুঃখ মর্ম্ম, বৃথা কর্ম্ম জন্ম, মর্ম্ম হলে সদা কাঁদে
উপায় রহিত, চট আচ্ছাদিত, রাহু যেন গ্রাসে চাঁদে ॥ য
নারীগণে, বৈসে অন্য সনে, হেন রূপ পায় দেখা। স্প
ষ্টি শিল্প, কুন্তলে বেষ্টিতা, আচ্ছাদিতা মধ্য রেখা ॥ প
তন কলন, না ছাড়ে কখন, স্নান কালে রাখে জোরে। জা
নন্দ ক্রীড়া, বারি জল ক্রীড়া, পুনঃ সেই বানপরে ॥ মাথায়

বসন, না দেয় কথন, স্বজনের মন্দ রটে। না মানে সম্পর্ক যথা, ভাল ঐক্য, কহে বাক্য অকপটে॥ বলিতে অবলা, হলেতে সবলা, প্রবলা পুরুষ জিনি। যুদ্ধেতে নিপুণা, ভোজনে দ্বিগুণা, কামে অষ্টগুণ জানি॥ বিজ্ঞা মহৌষধে, প্রজ্ঞা প্রেমামদে, পর স্বর্গ্যা পর রজা। শ্বশুর ভাসুরে, লজ্জা নাহি করে, নহে পতি অন্যগতা॥ যার দুই পতি, সেই সেথা সতী, ঋতি গতি অতি ভাল। সর্ব্বাই মান্যা, পতি আশে ধন্যা, দীপে যেন গৃহ আলো॥ দেবর ভাসুর, আছে যার যার, তার গুণে সবে ঝুরে। সর্ব্বজন কহে, অন্য সঙ্গে নহে, আছে বটে ঘরে ঘরে॥ নাহি নিন্দা দোষ, সবে প্রেম আশা, বিধবা সধবা সম। ব্রহ্ম নিষ্ঠ অতি, ধর্ম্মে কর্ম্মে মতি, পরপতি মনোরমা॥ ক্রোধ যে আশ্চর্য্য, নিজ কার্য্য সহ্য, শুনি লজ্জা বজ্জা রাজ্য। হাটে ঘাটে বাটে, ভ্রমে অকপটে, পৃষ্ঠে করি শিশু ধার্য্য॥ হীন জ্ঞান রাজ্য, সুকার্য্যে অকার্য্য, পরদ্রব্য করে চৌর্য্য। নবন্ধু সাহর্য্য, নচ ধর্ম্ম কার্য্য, নভুক্ত ভোজ্য নেয্যানেয্য॥ অভোজ্য সুভোজ্য, কুকার্য্য নির্মূর্য্য, সদত নিজ মাশ্চর্য্য। ক-রিল রচন, রাজনারায়ণ, উপাধিতে ভট্টাচার্য্য॥

ঐ রাজ্যের পূর্ব্ব বিবরণ ও উদাহরণ ও রাণ রাজার লক্ষ্মীত্যাগ।

ত্রিপদী। দুঃখযুক্ত দ্বিজসুত, দেখি দেশ অদ্ভুত, চমৎকৃত চলে ধীরে ধীরে। বিরূপাক্ষ শিব যথা, উপনীত হৈল তথা, প্রণমিয়া বহু স্তুতি করে॥ যোড়করে করে স্তুতি, হেনকালে দৈবগতি, তথা এক আইল সন্ন্যাসী। বিপ্রপুত্র স্তুতি করে, প্রণমিয়া সন্ন্যাসীরে, জিজ্ঞাসিল মৃদু মন্দ হাসি॥ দিগম্বর দয়া করে, সবিস্তারে অধমেরে, কহ এই দেশের কারণ। এক ধর্ম্ম একাচার, দয়া মায়া নাহি কার, কদাকার অভক্ষ্য ভক্ষণ॥ শুনি তবে দিগম্বর, কহিলেন তদন্তর, শুন এই দেশ বিবরণ।

বাণনামে মহারাজা, শুভ প্রজা বস্ত তেজা, শিবপূজা পরায়ণ ।। তাহার তনয়া সতী, ঊষা নামে গুণবতী, দেখ দেখিল স্বপন । স্বপনে সগমা হৈয়া, চিত্রলেখা পাঠ অনিরুদ্ধে করিল হরণ ।। ধনী অনিরুদ্ধে ভোর, ধৈরয ধ রারি, গোপনেতে বিবাহ করিল । পতি লইয়া রূপবতী, পতি রূপে স্থিতি, দৈবগতি ভূপতি শুনিল । অর্জ্জুন করে, প্রবেশিতে কন্যার পুরে, ক্রোধভরে তাহারে ধা নারদ সংবাদ পেয়ে, দ্বারিকায় ধ্যায়ে গিয়ে, শ্রীকৃ গোচর করিল ।। শুনি দেব নারায়ণ, ক্রোধভরে ক সসজ্জায় সাজিল সত্বরে । বাণরাজা বার্ত্তা পেয়ে, অ সসৈন্য লয়ে, যুদ্ধ সজ্জা করে ক্রোধভরে ।। হেনকালে লক্ষ্মী, বাণ নৃপতি উপাক্ষি, কৈল ডাকি সকল সুনীত । ব্যাপ্ত চরাচর, পরাৎপর দামোদর, তাঁর সহ যুদ্ধ অনুচি চাহিলে ইঙ্গিতে যার, চরাচর লয় হয়, কেন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ ।। সবংশে নির্ব্বংশ হবে, ধন প্রাণ রাজ্য যাবে, না মোরে হবে ক্রুদ্ধ ।। রাজার কুবুদ্ধি হৈল, লক্ষ্মী বাব শুনিল, পরে মাতা হইল কোপিতা । করিলা নিয়ম মম কান্ত সহ বাদ, তব গৃহে না হইবে স্থিতা ।। নিয়ম কু পায়, সে বাক্য না শুনে রায়, লক্ষ্মীরে বিদায় দিল ক্রো বিমুখ উপেন্দ্র জায়া, ত্যজিয়া রাজার মায়া, চলিলেন অনুরোধে ।। বুঝিয়া রাজার মর্ম্ম, তদন্তরে রাজধর্ম্ম, ত রাজ্য করিল গমন । যে ছিল রাজার যশ, হইল সে ধ বশ, ধর্ম্ম পাছে চলে ততক্ষণ ।। লক্ষ্মী ধর্ম্ম যশ যদ্যপি হৈল রাজন, ধর্ম্ম বুদ্ধি ধর্ম্ম অনুসারে । সুবুদ্ধি পন কালে, ত্যজি সেই বামরাজে, বিনা ব্যাজে গেল স্ব স্থরে ।। যে ছিল রাজার বিদ্যা, সে হলো লক্ষ্মীর ব নৃপতিরে ত্যজি সরস্বতী । জানিয়া রাজার কাষ, তবে ছিন্ন লাজ, ধর্ম্ম সঙ্গে করিলেক গতি ।। যে ছিল রাজার

হল, সে হৈল লক্ষ্মীর বশ, ত্যজিলেক হীন নৃপতিরে। সে ছিল রাজার স্নেহ, বিদ্যা বশ হয়ে সেহ, ত্যজি দেহ গেল স্থানান্তরে॥ ধর্ম্ম কর্ম্ম সুবিধান, জানি নৃপতির মান, করিল প্রস্থান দুঃখ অতি। এই রূপে ক্রমে ক্রমে, ভূপতির মন ভ্রমে, ত্যজি করিলেন গতি॥ দাঞীহাট নাম দ্বিজ দ্বিজগণ দাস। আজ্ঞা মতে গ্রন্থ হইল প্রকাশ॥

অথ বাণরাজার দশদশা।

ত্রিপদী। ত্যজিয়া রাজ ভবন, পূর্ব্ব উক্ত দশজন, গমন করিল স্থানান্তরে। কি আর কহিব বাড়া, রাজা হৈল লক্ষ্মী ছাড়া, মন্দ দাত্তা ঘটে সদাপরে॥ প্রথমে অলক্ষ্মী আসি, ভূপালেরে কহে হাসি, ভাল বাসি আসি তব পুরে। কর্ম্মেতে বাড়িল যশ, হইলাম তব বশ, অসন্তোষ না ভাব অন্তরে॥ দ্বিতীয়ে অধর্ম্ম জিনি, অলক্ষ্মীর বশ তিনি, প্রবেশেন রাজার শরীরে। হয়ে অলক্ষ্মীর বশ, তৃতীয় আনি অযশ, করে বাস নৃপতি অন্তরে॥ চতুর্থে বিষম কায়ে, কুমতি যে বাণ-রাজে,মতি গতি আকর্ষণ করে। পঞ্চমে আসি কুবিদ্যা, সেহ অলক্ষ্মীর বাধ্য, নিজ সাধ্যে লইল রাজারে॥ ষষ্ঠে দুষ্টা নয় স্বতী, হয়ে পুলকিতা অতি, ভূপতির ভুণ্ডে স্থান করে। সপ্তমে করি সজ্জা, আইলেন সুনিলজ্জা, ধার্য্য রসনা উপরে॥ হয়ে অলক্ষ্মীর বশ,অষ্টমেতে অসাহস, নৃপ দেহে যায় সুখান্তরে। নবমে আসি নিদয়া, বাণ নৃপে করি দয়া, প্রবেশিল হৃদয় মাঝারে॥ দশমেতে সুবিধান, আসি তবে অপমান, রহিলেন আনন্দ অন্তরে। কহে রাজনারায়ণ, বুঝিলেন বিজ্ঞ জন, দশ দশা কহে সবে এরে॥

পয়ার। রাজারে লইয়া আসি এই দশজনে। সমত্যারি বহু সৈন্য রাজ্যের শাসনে॥ লোভে ক্রোধ হিংসা কুপথ গমন। কাম ক্রোধ মদ গর্ব্ব আইল ততক্ষণ॥ নিন্দা[illegible]

কুচ্ছা বাদ বিবাদ ঘটন। দর্প গর্ব্ব মাশ্চর্য্যাদি বহু শত্রুক্ষ
চক্ষু কটাক্ষ নষ্ট শঠ বহু জন। দর্পিত হইল কদাচারী অগণ
সেনাপতি কাম ধাম করে এই দেশ। স্থান হত কাম
হৈল সমাবেশ॥ পূর্ব্বোক্ত যে ছিল রাজ্য লক্ষ্মী অনু
অলক্ষ্মীর সৈন্য দেখি মনে হৈল ভব॥ নিবৃত্তির প্র
দেখিয়া হৈল ভয়। আদি চক্ষু পত্রবক্ষে করিলেক জয়॥
নম্র পাইল জয় দেখি অহঙ্কারে। আদি সংখ্যা জিনিল
সংখ্যা অলঙ্কারে॥ অখাদ্য সুখাদ্য গণে দিল বহু ক্লে
অসন্তোর ভয়ে সত্য ছাড়িলেন দেশ॥ আসি কাম নিষ
উপরে ছাড়ে শর। কাম শরে নিষ্কাম কামের অনুচ
লোভে আসি লোভ বাণে লোভী কৈল প্রজা। অকলঙ্ক
জনী কলঙ্ক দিল ধ্বজা॥ অনুরাগে বিরাগ তাড়ায় র
হৈতে। উপকারে উপকার জিনিল যুদ্ধেতে॥ সন্য
আদি লক্ষ্মী অনুচরগণ। রাজ্য ত্যাজ লক্ষ্মী পার্শ্বে হৈ
পলায়ণ॥ অবিদ্যার প্রভাবে সমূহ হৈল দুঃখ। ধর্ম্ম
মর্ম্ম হীন সুকঠিন মূর্খ॥ পরস্পর স্মর স্মর কামশরে দে
সংগ্রাম নিষ্কাম আদি নাহি দেখি কেহ॥ বেশ ভিন্ন হৈ
ক্ষীন জীর্ণ হইল দেহ। চটের প্রভাবে যত দুঃখভী বুঝ
নিশি ভোগ কাম যোগ সংযোগ করিল। সম বেশ স্ত্রী পু
কামক হইল॥ তদন্তরে দামোদর হইয়া কুপিত।
রাজ্যে উপনীত হইল ত্বরিত॥ আরম্ভিলা বাণ সহ বি
সমর। সুরাসুর মেদন্যাদি কম্পে থরে থর॥ অবা
কত মত অদ্ভুত সংগ্রাম। নহে কম সম দম অন্য
নাম॥ বিজয়ী হইল কৃষ্ণ অনেক যুদ্ধেতে। বাণ দর্প
খর্ব্ব করিয়া ক্রোধেতে। হেনকালে কামদেব কৃষ্ণের
স্থান। যুদ্ধ লজ্জ রাজ্য হেতু ইচ্ছা হৈল মন॥ সবিং
কহে তবে কৃষ্ণের গোচরে। আজ্ঞা হইল এই দেশে
অধিকারে॥ এত শুনি নারায়ণ দিলা অনুমতি। করি

বসতি কাম অতি হৃষ্টমতি ॥ অধিকারে কাম শরে করিত শাসন। আর তাহে অলক্ষ্মীর অনুচরগণ ॥ পরস্পরে কামের নিকটে দেয় কর। কোকিল কৌশিক তথা করে নিরন্তর ॥ কাম যোগ কাম ভোগ কামব্রত পূজা। কামেতে কামিনী কাশী দিল কামধ্বজা ॥ সেই হেতু কামেতে পূর্ণিত এই দেশ। নিশ্চয় জানিবা এই দেশের বিশেষ ॥ মেৎকৃত বিপ্রভূত অদ্ভুত শ্রবণে। সন্ন্যাসীরে স্তুতি করে বিনয় বচনে ॥ চমৎকার সুবিস্তার শুনিয়া বিশেষ। অতঃপর কিছু আর মোর অভিলাষ ॥ পাপাচার একাকার অবিচার অতি পুণ্য বিনে কেমনে এ দেশ আছে স্থিতি ॥ পাপ পুণ্য থাকা নিয় একত্রে মিলন। কেবল পাপেতে রাজ্য স্থৈর্য্য নাহি হন ॥ পাপ পুণ্য ভিন্ন অন্য দেহে নাহি রয়। অতএব ভাবাভাব কহ মহাশয় ॥ শুনি হাসি সন্ন্যাসী কহিছে ততক্ষণ। যে প্রকারে হৈল এই রাজ্যের রক্ষণ ॥ দাঞীহাটি বাস দ্বিজ হৈল অভিলাষী। তাঁর আজ্ঞা মত গ্রন্থ ভাষায় প্রকাশি ॥

ঐ রাজ্যের প্রশংসা।

পয়ার। হীন লাজ বাণরাজ নিজ কার্য্য ভেবে। ভয় পেয়ে ভীত হয়ে কহে গিয়া ভবে ॥ ভবার্ণবে ভেবে ভেবে ভবের ভরসা। ভব ভক্ত ভয়যুক্ত ভীতযুক্ত আশা ॥ ব্যোম কেশ তব দাস অশেষ দুর্গতি। হৈল কষ্ট রাজ্য নষ্ট প্রপঞ্চ দুর্ম্মতি ॥ আশুতোষ সবিশেষ কি কহিব বাত। মনোদুঃখী রাজলক্ষ্মী হইলেন হাতা ॥ রক্ষা কর দিগম্বর কিঙ্কর সংশয়। তোমা বিনে দীন হীনে না দেখি উপায় ॥ প্রাণে মরি ত্রিপুরারি দয়া করি রক্ষ। হর্ত্তা কর্ত্তা ভবভর্ত্তা দেব বেত্তা দক্ষ ॥ কহে ভব নাহি ভাব তব ভয় কিসে। অসংশয় নাহি ভয় অভয় বিশেষে ॥ নহ দুঃখী যাক লক্ষ্মী বিপক্ষের দলে। হও স্থৈর্য্য পাবে রাজ্য হবে পূজ্য বলে ॥ ভেবে ভ্রান্ত কালীকান্ত নিতান্ত

কৌশলে। কালীকারে সকন্তারে স্তব করি বলে ॥ দিগ
দয়া করি কয় অরি নাশ। বাণরাজ্যে হয়ে পূজ্যে রহে ব
বাস ॥ ভক্তিভাবে স্তব ভাবে ভেবে ভগবতী। পতি কা
বাণরাজ্যে করিলেন গতি ॥ মুক্তকেশী করে অসি দিয়ে র
নাশি। ভালে শশী মৃদুহাস সুপ্রকাশি আসি ॥ সঙ্গে
ঘন বিঘ্ন শুম্ভ শির করে। করে দণ্ড খণ্ড খণ্ড পাপ অন্ধকা
সবে গন্ধ ব্রহ্মদৈত্য অশ্বত্থ কহিতে। ডাকিনী যোগিনী
পিশাচিনী সাথে ॥ দেয় ঝম্প ঘন লম্ফ কম্প বসুমতী।
ঝাপ ঝুপ দাপ দাপে দাপ স্থিতি ॥ শিব রঙ্গে চলে
অঙ্গে ভুজঙ্গিনী। দেখি অরি লাগে ভয় থর থর প্রাণী ॥ ম
কাল দেখি কাল কাল কালাসবে। ভক্তিভাবে স্তব
উপনীত তবে ॥ ভাবিয়া ভক্তের ভাব ভব ভেবে ব
কালীনামে বঙ্ক কাল ফাকি দিয়া কালে ॥ কলৌ কালী
ভয় নিবারিবে সুখে। কালী নামে মনকালি ধ্বংস
লোকে ॥ কলিকাল পর্য্যন্ত রহিবে কালী স্থিতি। দেব
অনুপম হইবে ভূপতি ॥ ধর্ম্ম কর্ম্ম মর্ম্ম যত করিবে প্রকা
দান ধ্যান যজ্ঞ হোম হবে বারমাস ॥ শ্রেষ্ঠ মতি শ্রেষ্ঠ ক
দেশ বসুমতী। অতএব মহারাজ না ভাব দুর্গতি ॥ স্তব
স্তবার্ণবে আছেন ভবানী। কত দিনে শিবলোকে গেল
মণি ॥ অঙ্গীকারে ভবানীরে লয়ে শূলপাণি। বিষ্ণু
রূপে দেশ রক্ষা করে জানি ॥ অতঃপর সুবিস্তার
ভুজন। কেবল ভূপতি মাত্র দেশের ভূষণ ॥ কি কহিব
প্রভাব গুণ সে রাজার। জীবন্মুক্ত দেব ভক্ত দ্বিজাশক্ত অ
আদ্যোপান্ত দান্ত শান্ত নিতান্ত সুশান্ত। শিষ্টে মিষ্টে র
দুষ্টে দুষ্টে কষ্ট দাতা ॥ ধন্য ধন্য সর্ব্ব মান্য দৈন্য
নাশ। শুচি দাতা উপকারী ধর্ম্মের সমান ॥ বহু রাজ্যে
পূজ্য সহ ধৈর্য্য মতি। ম্লেচ্ছ কার্য্য নহে গ্রাহ্য বর্জ্জ
গতি ॥ শূর সম বীর্য্যবন্ত গাম্ভীর্য্য বুদ্ধিতে। শক্তি মুক্তি

মুক্তি সার এ জগতে ॥ বিপ্র ক্ষত্রি শুদ্র আদি আদয়ে রাজ্যেতে। এ সকলে আনে রাজা গৌড়দেশ হৈতে ॥ অন্ন জবা সদা গব্য স্বর্ণ আদি। গ্রামে গ্রামে দ্বিজগণে রাখ-হৈল স্থিতি ॥ নানা দানে নানা স্থানে জাতীদের সেবা। বহু শত সদাবৃত স্থানে স্থানে শোভা ॥ বিপ্র বৈদ্য শুদ্র শুদ্র আদি নিম্ন জাতি। সুখে রাজধানী মধ্যে করাইল স্থিতি ॥ শুদ্ধাচার রাজার বিচার শাস্ত্রমত। শ্রুতি স্মৃতি বেদান্তের অনেক পণ্ডিত ॥ শুদ্ধ জাতি শিষ্টমতি সদাচারে মন। দৈব যোগ্য ভোগ নাহি হয় কদাচন ॥ সর্ব্বজন নিষ্ঠাবান আপন্ত অনাহারী। এই মত হীন মত বর্ণিতে না পারি ॥ সতী সাধ্বী অবলার অলঙ্কার পতি। নক্ষত্রের ভূষণ যেমন নিশাপতি ॥ সকলের শীলতা ভূষণ যেন অতি। সেই মত দেশের ভূষণ নরপতি ॥ এত শুনি বিপ্রসুত আনন্দিত মন। বহুবিধ সন্ন্যাসীরে করিল স্তবন ॥ স্তবে তুষ্ট দিগম্বর জিজ্ঞাসা করিল। শুনি নিজ দুঃখ বিপ্রসুত নিবেদিল ॥ এত শুনি সন্ন্যাসীরে দয়া উপজিল। অপূর্ব্ব অঙ্গুরী এক তারে সমর্পিল ॥ আশীর্ব্বাদ অঙ্গুরী পাইয়া বিপ্রসুত। অঙ্গুলীতে নিয়োজিত হয়ে পুলকিত ॥ যেই মাত্র অঙ্গুলীতে অঙ্গুরী রাখিল। দশ নিশাচর তার অগ্রেতে আইল ॥ দেখি চমৎকার হৈল বিপ্রের নন্দন ॥ সন্ন্যাসী বলয়ে বাপু নহ ভীত মন ॥ এই অঙ্গুরীক যেই জন দেয় হাতে। রহে দশ নিশাচর তাহার আজ্ঞাতে ॥ এত শুনি বিপ্রসুত আনন্দিত মন। সন্ন্যাসীরে প্রণমিয়া করিল গমন ॥ কত দূরে গিয়া পরে বিপ্রসুত কয়। কোন কর্ম্মে ক্ষম সবে কহ সুনিশ্চয় ॥ শুনি নিশাচরগণ করে নিবেদন। সর্ব্ব কর্ম্ম পারি মোরা করিতে সাধন ॥ শুনি বিপ্রসুত নিশাচরের বচন। করিতে কহিল তার ভার্য্যা অন্বেষণ ॥

বিপ্রসুত ভার্য্যা সহ মিলন।

পয়ার। এত শুনি দশদিক ধায় দশজন। অরণ্য মধ্যে পাইল কন্যা অন্বেষণ॥ আছিল সুন্দরী এক মুনির কুটিরে আচম্বিতে তুলিয়া লইল নিশাচরে॥ ভয়ে ভীতা দুঃখযু লাগিল ভাবিতে। না জানি কি আছে ভোগ আম ভাগ্যেতে॥ ভয়ে সতী গুণবতী মুদিল নয়ন। ক্ষণপরে দে যথা বিপ্রের নন্দন॥ ভার্য্যা দেখি বিপ্রসুত প্রেমে পুলকি মহানন্দে মহামোহে হইল মোহিত॥ ঈশ্বরের ধন্যব করিয়া বিস্তর। নারী প্রতি জিজ্ঞাসা করিল তদন্তর॥ শু ধনী কহে তবে পূর্ব্ব বিবরণ। যে প্রকারে নিশাচরে কৈ হরণ॥ মোরে হরি দুরাচারি লইয়া চলিল। কত দূরে গে পরে নিশি শেষ হৈল॥ হেরি এক সরোবর বনের ভিতরে মোরে রাখি পান হেতু প্রবেশে সে নীরে॥ সেই মাত্র গ্রা সিল জীবনে জীবন। নক্র রূপ নিশাচর হৈল ততক্ষ হেরিয়া আমার মন পুষ্প সুপ্রফুল্ল। বিস্তার বর্ণিতে গ্র বাড়য়ে বাহুল্য॥ দুঃখ মনে সেই বনে করিতে ভ্রমণ। ঐ এক মুনি সহ হৈল দরশন॥ যতনে পালন কৈল জনক যে আপন তনয়ার তুল্য করি যে সেবন॥ একদিন তাঁহারে করিয়া স্তবন। জিজ্ঞাসিল সেই সরোবর বিবরণ॥ মুনি শুনহ পূর্ব্বের বিবরণ। সিদ্ধ পীঠ এই স্থান শাস্ত্রের লিখ বিশ্বামিত্র তনয় গালব নামে মুনি। তীর্থ পর্য্যটন করি ভ্র আপনি॥ এক দিন এই তীর্থে আসি মহাশয়। স্নান লাগি জলে মুনির তনয়॥ আছে জলে হেনকালে কু ধরিল। নক্রনখ জালে মুনি কাতর হইল॥ যোগ বলে ভস্ম করে তপোধন। সরোবর জলে শাপ দিল তৎ সেই জন যব জলে করে স্নান পান। সেই জন হবে নক্র শরীর বিধান॥ এত বলি তীর্থে চলি গেল তপোধন। জল জীবনক্র এই সে কারণ॥ শুনি প্রিয়তম মম বিষম

বন্দ্যে ধর্ম্ম রক্ষা হয় এই সে নিয়ম॥ রত্নপুর নগরেতে চণ্ডী দ্বিজ ... দ্বিজ। কন্দর্পদে দুই জনে হয়ে উপনীত॥ নিশিযোগে প্রবেশিল রাজার আলয়ে। কন্যা দোঁহে হরষিত পিতা মাতা হয়ে॥ বিপ্রসুতে সম্প্রদান করিল দুহিতা। উভয়ের মিলন হইল মনোনীতা॥ দর্শনে হৃদয় পদ্ম হয় বিকসীত। এই মতে হয় তথা নানা রস গীত॥ নিত্য নিত্য নবরসে রহিয়া তথায়। রাজা রাণী ভার্য্যা সাথে লইয়া বিদায়॥ লয়ে সই অঙ্গীকার বিপ্রের নন্দন। রাজপুত্র স্বদেশে করিল গমন॥ শ্রীযুক্ত ঘোষাল দ্বিজ শিবচন্দ্র নাম। গুণধাম অনুপম ঝাজ্ঞিহাটি বাস॥ শিবাশিবে সমভাব শিব পরায়ণ। গৃহে যেন লক্ষ্মীদেবী হৃদে নারায়ণ॥ শিব বাক্য ঐক্য করি রক্ষা করে শিবে। শব শিবে শঙ্করী সঙ্কটে রক্ষা ভবে॥ শিব বাক্য শবপদ শিরে করি ধার্য্য। রচে প্রভু রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য॥

রাজপুত্র কান্যকুব্জ দেশে গমন এবং দূতী বর্ণন।

চৌপদী। এথা রাজসুত, খেদেতে খেদত, শোকে অনুগত, বিষম দুঃখে। খেদে ফাটে বুক, বিধাতা বিমুখ, সদা মোদুঃখ, কহিব কাহাকে॥ তাহে মোর ধন, সখা শিব জন, করিল গমন, আপন লোকে। জেনেছি প্রগাঢ়, অদৃষ্ট অনিষ্ট, রাজ্য নষ্ট কষ্ট, ঘটে আমাকে॥ না পুরিল সাধ, বিষম প্রমাদ, সাধে হৈল বাদ, ভার্য্যার শোকে। সদা নিরানন্দ, মনে সন্ধ ধন্ধ, প্রেমডোরে বন্ধ, হয়ে বিপাকে॥ তা হইয়া ধৈর্য্য, হয়েছি অকার্য্য, ত্যজি নিজ রাজ্য, হৈল এ গতি। গৃহে পিতা মাতা, না জানে বারতা, দুঃখে অনুগতা, হয়েছে অতি॥ শোকান্তর প্রাণ, প্রবোধ কারণ, নাহি অন্য স্থান, সন্তাপ অতি। অঙ্গে নাহি সহে, দহে মহামোহে, হবে অন্ধ মোহে, বন্দি আকৃতি॥ চক্ষে বহে ধারা, পুত্র শোকে তারা, হবে সারা, দুঃখ উন্নতি। না হেরিয়া মোরে, সদা দুঃখনীরে, দুনয়ন

বটে, বড় দুর্গতি ॥ গেল রাজ্য ধন, গেল বন্ধুগণ, কত অঘটন, অদৃষ্টে আছে। অন্তরে অনল, চক্ষে বহে জল, বিষাদে বিকল, প্রাণ কি বাঁচে ॥ দুঃখে বাড়ে দুঃখ, খেদে ফাটে বুক, বিধাতা বিমুখ, তাহে হয়েছে। কি হবে এখন, ললাটে লিখন, এ সব ঘটন, তায় হয়েছে ॥ এই আছে বিধি, বিধি হইল বাদী, নাহি মিলে নিধি, নিধি আকরে। অদৃষ্ট সংযোগে, বিধিয়ারে লাগে, দুর্জ্জাবনে বাঘে, ভক্ষে তাহারে ॥ না দেখি উপায়, দুঃখে প্রাণ যায়, বিধি বাদী তায়, হইল ঘোরে। মিছা চিন্তা আর, অসার সংসার, শরীর সংহার, হবে একেরে ॥ মিছে কালব্যাজ, করেছি যে কায, না করিলে লাজ, সর্ব্ব প্রকারে। নিজ বোধে বোধ, হইয়া প্রবোধ, ভাবি কালী পদ, চলে সত্বরে ॥ কালীর কিঙ্কর, অজয় সংসার, নাহি ভয় তার, দেব অনুসারে। ভাবিলে সে পদ, বিনাশে আপদ, সমস্ত সম্পদ, হয় তাহারে ॥ ভাবি সে চরণ, করিল গমন, রাজার নন্দন, অতি সত্বরে। ভাবি ভগবতী, চলে দ্রুতগতি, অতি কষ্টমতি, ভাগ্য নির্ভরে ॥ ক্ষণে বা আশ্বাস, ক্ষণে ঘন শ্বাস, অশেষ নিশ্বাস, হুতাশে করে। দুঃখ সমাবেশে, আশ্বাসে হুতাশে, গেল অবশেষে, এক নগরে। কাণ্যকুব্জ নাম, গ্রাম অনুপম, অতি মনোরম, দেখিলে হেরে। রাজার নন্দন, আনন্দিত মন, দূতী অন্বেষণ, যতন করে ॥ সঙ্গিনী রঙ্গিণী, গোয়ালিনী মালিনী, গোপিনী, গোপিনী ব্রাহ্মণী, ঘটাতে পারে। নাপিতিনী আর, দূতী কর্ম্ম সার, এই সবাকার, যে যায় পুরে ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে, নগর মধ্যেতে, দেখে আচম্বিতে, এক মালিনী। যার অকপটে, কুচ বন্ধ এটে, রজ্জু সহ পিঠে, রেখেছে টানি ॥ কি কব বিশেষ, অর্দ্ধেক বয়েস, তথাচ বিলাস, যুবতী জিনি। রূপের মাধুরী, রসের সাগরী, সেজেছে সুন্দরী, নাগরী ধনী ॥ কোকিল কজ্জল, রূপ সুনির্ম্মল, খঞ্জন আঁখি। মস্তি সুচপল, অতি চলাচল, ভালো হয় কাল, সে মুখ

রথি ॥ নব রূপ কত, সঙ্গীত ইঙ্গিত, চলে অতি দ্রুত, অনেক স্থলে। যার কাছে যেয়ে, দেখিলে পুরুষে, কহে কথা হেসে, ভাষে কৌশলে ॥ ঝমকে ঠমকে, জমকে থমকে, চমকে চ-কে, লোক সকলে। কাঁদে পাকে ফাঁদ, দিয়ে মাথে হাত, রে দিতে চাঁদ, চাহ একলে ॥ কঙ্কালী কঙ্কণ, অঙ্গে আভ-ণ, তাহে সুশোভন, চিকণ শাড়ী। বয়সেতে বুড়ী, পাকি-য়াছে চুল, দেখে অঙ্গে শাড়ী, মোড়েতে নাড়ি ॥ দেখি হেন ঘায়, সেজেছে সুসাজ, লাজ ভয়ে লাজ, পলায় লাজে। দীর্ঘ কলেবর, তাহে কি সুন্দর, পদেতে ঘুঙ্গুর, মধুর বাজে ॥ রাজ-পরায়ণ, করে নিবেদন, না দেখি এমন, ভুবন মাঝে। যেন জামালে, শোভিত দিলোয়ে, বানরের গলে, পরিলে সাজে ॥

অথ রাজপুত্র কান্যকুব্জ নগরে প্রবেশ ও দূতী মিলন।

পয়ার। দেখিয়া রাজার সুতে রসের মালিনী। কাছে আসি হাসি হাসি জিজ্ঞাসে কাহিনী ॥ কি নাম কোথায় ধাম কোন গ্রামে যাবে। ভাবের ভাবক হবে বুঝি অনু-ভাবে ॥ শুনিয়া রাজার পুত্র কহে ততক্ষণ। নিজ কার্য্যে এই রাজ্যে করি আগমন ॥ অদ্য এই নগরেতে হয়ে উপনীত। বাসা হেতু নিরাশয় অন্তর চিন্তিত ॥ ভাগ্য বশে তোমা সহ হইল দরশন। কে তুমি কোথায় থাক কহ বিবরণ ॥ মালিনী আশয় পেয়ে কহিতেছে বাণী। চন্দ্রকলা নাম মম দুঃ-খিনী মালিনী ॥ ভাল মন্দ জানি নগরের সমাচার। অসাধ্য সাধিতে সাধ্য আছয়ে আমার ॥ অতএব যদি হয় সম্মত আপন। দয়া করি চল তবে আমার ভবন ॥ এত শুনি রাজ পুত্র হয়ে পুলকিত। মালিনীর আগারে হইলা উপনীত ॥

দেখিয়া নির্জ্জন স্থান আনন্দ অপার। বাসায় গুণেতে হয় আশার সুসার॥ পরিপাটি বাটী খানি টাটি দেওয়া ঘেরা। পরধন হরা সে মালিনী মনচোরা॥ পূর্ণকলা মালিনী মনের কুতুহলে। যেন আসি শিকার পড়িল ছিন্নজালে॥ রাজপুত্রে আসনে বসায় আনন্দেতে। জলপান দ্রব্য আনে বাজার হইতে। হৃষ্ট হয়ে রাজপুত্র করি জলপান। রন্ধন করিল অতি আনন্দ বিধান॥ হৃষ্ট মন রাজপুত্র ভোজনের পরে। দিয়া কিছু ধন তার মন তুষ্ট করে। তদন্তর রাজপুত্র ডাকিল নিকটে। কাছে যেয়ে মালিনী বসিল অকপটে॥ প্রিয়ভাবে তোষে কহে রাজার নন্দন। যে কারণে এই স্থানে মোর আগমন॥ শুনিয়াছি এক সাধু কুমারীর কথা। পোষে এক ধারী নারী বিচারে পণ্ডিতা॥ যদি কিছু জান তার কহ বিবরণ। কেমন সুন্দরী কি প্রকার আচরণ॥ ধন হরা মনচোরা চতুরা মালিনী। ধীরে ধীরে কহে কথা শুন সে কাহিনী॥

অথ সদাগরের কন্যার রূপ বর্ণন।

পয়ার। কহিতে কহিতে রূপ কি কহিব তার। কেমনে কহিব তাহা কি সাধ্য আমার॥ অতুল্য তুলনা তুল্য নাহি ত্রিভুবনে। তাহিলে সে রূপ রূপ বিরূপ সে মনে॥ যে ছিল তুলনা স্থল কেবল চন্দ্রমা। মৃগাঙ্ক কলঙ্ক অঙ্গে নহে তার সমা॥ মুখশশী দেখি শশী উদাসিত মন। গমন গগণোপরে তবু উচাটন॥ দেহ ক্ষীণ নিশি দিন ভাবিয়া সংশয়। লজ্জা ভয়ে অদ্যাপি দিবসে অনুদয়॥ সুপ্রকাশ্ত আস্য হাস্যে তড়িত লজ্জিত। লাজে মেঘ মাঝে আছে তথাচ কম্পিত॥ দেখি দন্ত ভাবি আত্ত কুন্দ পুষ্পবনে। নিজ ভাবে কেবে ভেবে হৈল গন্ধ হীনে॥ লজ্জা মুক্তা হয়ে মুক্তা প্রবেশে সাগরে। মুখসুধা হেরি সুধা পশিল ভূমীরে॥ মনো-

ুর মধুর অধর মধুরীম। বিম্বফল স্বর্গতুল ধরু নহে সম।। ভাবি স্পষ্ট নিজ কষ্ট বনে গেল লাজে। প্রাণ মুক্ত হয়ে উক্ত হৈল তার মাঝে।। যে ছিল তুলনা স্থান সুচন পল্লবে লাজে বৃক্ষ শাখাগ্রে সে বুঝ অনুভাবে।। নিন্দে ইন্দিবর তার চমৎকার আঁখি। হেরিয়া হরিণী বনে গেল হয়ে দুঃখী খঞ্জন গঞ্জন আঁখি দেখিয়া খঞ্জন। অদ্যাপি ইঙ্গিত শিক্ষা করে অনুক্ষণ।। ভ্রুভঙ্গি ভঙ্গিম ইষু জিনিয়া মদনে। সে বাণ সন্ধান সদা ভুরু শরাসনে।। এত লাজে তবু কভু মন ভুলা ভুলে। হেরি ভাব আবির্ভাব সে ভাব হিল্লোলে।। সিন্দুর বিন্দুর কর দিবাকর হেরে। অদ্যাপি অধর মাঝে স্থির হতে নারে।। চাঁচর চিকুর তার পয়োধর জিনি। কাদম্বিনী জানি নৃত্য করে ময়ূরিণী।। কত কব অবণিত সুললিত বেণী। লজ্জা পেয়ে পাতালে পশিল যত ফণী।। কজ্জল জিনিয়া কাল নয়নের তারা। সে তারা হেরিয়া তারাগণ ত্যজে ধরা।। সুধা জিনি ভাষা নাসা তুলনা না হয়। খগচঞ্চু বন্ধুপুষ্প তার সমা নয়।। কামিনী কোকিলকণ্ঠা কণ্ঠে বোলে হার। স্তন হেন অনুপম সম নাহি তার।। কুচগিরি হেরিয়া গিরির গেছে গর্ব্ব। সুমেরুর শৃঙ্গ ভঙ্গ ভাবিয়া সে খর্ব্ব।। যৌবনের রাজা তার পয়োধর বুকে। দিয়া কর দিতে কর চাহে কত লোকে লাজে করি কুম্ভ লয়ে অরণ্য ভিতরে। দাড়িম্ব বৃক্ষেতে গিয়া তথাপি বিদরে।। জিনিয়া মৃণাল ভাল ভুজের বলনি। হেরি লাজে বনমাঝে লুকায় নলিনী।। চম্পক কলিকা জিনি অঙ্গুলীর ছটা। চন্দ্রের উদয় তার নখছটা ঘটা। কস্তালী কে-শরী জিনি যতনে গড়িল। সে লাজে অরণ্য মাঝে করি অরি গেল। প্রবল নিতম্ব স্তম্ভ দেখি চমৎকার। যত চলে তত হেলে স্বভাব তাহার।। কদলীর তরু গুরু উরু সুগঠন। শিখিলো মরাল গতি দেখিয়া গমন।। পাদপদ্ম সুশোভিত নখচন্দ্র হেরে। হয়ে ধন্দ সদা মন্দ চকোর ভ্রমরে।। থাকিতে

নয়ন যেবা না হেরে তাহারে। ধিক জন্ম ধিক কর্ম্ম ধিক ধিক তারে॥ বরঞ্চ আক্ষ করি ঐক্য চক্ষু আপনার। যদি দেখে তবু খেদ থাকয়ে তাহার॥ দেখিবে প্রত্যক্ষ যদি পারি দেখাইতে। মনের বিরূপ হয় সে রূপ বর্ণিতে॥ রূপযুক্তা সাধুসুতা বিচারে পণ্ডিতা॥ পূর্ণ রসবতী অতি রসেতে মণ্ডিতা॥ করিবে বিবাহ যেই জিনিবে বিচারে। কত শত সুপণ্ডিত এসে গেছে ফিরে॥ এক দিন সাধুসুতা আছিল শয়নে। দেখে এক রাজপুত্রে দেখিয়া স্বপনে॥ শয়নেতে মদনে মোহিত হয়ে মন। প্রভাতে শারীরে জিজ্ঞাসিল বিবরণ। ধৈর্য্য হৈতে নারি শারী কি হইবে গতি। শারী বলে গৃহে বসি পাবে তব পতি॥ চন্দ্রসেন রাজসুত বিজয় সুন্দর। সে আসি বিচারে জিনি হবে তব বর॥ তাহারে সাধুর কন্যা করিবে বরণ। তুমি কেন তার চেষ্টা কর অকারণ॥ নাএীহাটি বাস দ্বিজ দ্বিজগণ দাস। তার আজ্ঞা মতে গ্রন্থ হইল প্রকাশ॥

অথ সাধুকন্যা সহ রাজপুত্রের স্নান ছলে দর্শন।

পয়ার। এত শুনি রাজপুত্র পুলকিত মন। ভাবে মনে বুঝি হয় কার্য্যের সাধন॥ করি ছলা চন্দ্রকলা মালিনীরে বলে। এক দিন দরশন পাই কি কৌশলে॥ জন্ম মৃত্যু বিবাহ বিধির সংঘটন। তথাচ বারেক দেখি সার্থক নয়ন॥ শুনিয়া মালিনী কহে রাজার কুমারে। যে দিবসে স্নানে ধনী যাবে সরোবরে॥ জানিয়া সন্ধান তার কব বিবরণ। স্নান ছলে তুমি তারে কর দরশন॥ বাক্য ছলে সুকৌশলে দিবা গত হৈল। শয়নে স্বপনে সুখে নিশি পোহাইল॥ প্রভাতে উঠিয়া নিজ নিত্য কৃত্য করে। মালিনী লইয়া পুষ্প গেল সাধু পুরে॥ পুষ্প দিয়ে হৃষ্ট হয়ে আসিয়া মালিনী। রাজার নন্দনে কহে শুন গুণমণি॥ সাধুসুতা গেল স্নানে

কাম্য সরোবরে। যদি ইচ্ছা হয় তবে চলহ সত্বরে॥ এত শুনি রাজপুত্র অতি পুলকিত। মালিনীরে সঙ্গে করি চলিল ত্বরিত॥ দূরে হৈতে মালিনী দেখাইয়া সরোবর। তথা হৈতে নিজঘরেতে হইল অন্তর॥ রাজপুত্র উপনীত সরোবর তীরে। পুষ্পবন সুশোভন চারিদিকে হেরে॥ স্থলে ফুলে অলিকুলে বড় শোভা পায়। প্রিয়া সঙ্গে বনপ্রিয় প্রিয় স্বরে গায়॥ মুক্তাফল তাপ তাপ উঠে সরোবরে। পুষ্প যত অবনিত চারিভিতে হেরে॥ স্নান ছলে সাধুসুতা ছিল সরোবরে। মদনে মোহিত হৈল রাজপুত্রে হেরে। রূপ ছটা ঢাকে ছটা সূর্য্যের কিরণ। বক্ষ যেন স্রোত বক্ষ দ্বিতীয় বদনে। মধ্য সূক্ষ্ম স্থূল বক্ষ অধর রাতুল। কন্দর্পের গর্ব্ব খর্ব্ব নাহি সমতুল॥ জিনি চন্দ্র চন্দ্রিকায় মুখচন্দ্র আলো। খগরাজ পায় লাজ নাসা অতি ভাল॥ সুন্দর সুচারু উরু ভুরু শরাসন। ভুরু যুগ নিন্দি নাগ অতি সুশোভন॥

অথ মালিনী সহ সাধুকন্যার কথোপকথন ।

পয়ার। এইরূপ রসকূপ হেরি রাজসুতে। মোহিতা সুন্দরী মনে মদন বাণেতে॥ উভয়েতে চমৎকার উভয়েতে দেখি। বারেক ফিরাইতে নারে অনিমিখ আঁখি॥ সাধুর নন্দিনী ধনী হইয়া অধিরে। গৃহে আসি মিষ্টভাষী জিজ্ঞাসে শারীরে॥ ওহে শারী প্রাণে মরি কবে পাব পতি। শারী বলে মনে দুঃখ না ভাব যুবতী॥ যেই জন পুরাইবে তব মন আশা। চন্দ্রকলা মালিনীর গৃহে তার বাসা॥ এত শুনি সুন্দরীর আনন্দিত মন। আপনার সহচরী করিল প্রেরণ॥ শীঘ্র ডাকি আন চন্দ্রকলা মালিনীরে। সখীগণ উপনীত মালিনী আগারে॥ চন্দ্রকলা ডাকে তোরে সাধুর কুমারী। বিলম্বে নাহিক কায চল ত্বরা করি॥ শুনিয়া মালিনী যায় কুমারীর পুরে। সাধুকন্যা যতনে জিজ্ঞাসা করে তারে॥

ছাড়ি ছলা চন্দ্রকলা কহ বিবরণ। তোর বাড়ী বাসা করি আছে কোন জন॥ করি ছলা চন্দ্রকলা কহিল কন্যারে। দুঃখিনী মালিনী একাকিনী রহি ঘরে॥ কেন বাছা একি মিছা জিজ্ঞাস আমায়। বল দেখি কেবা কোথা দেখিলে কাহায়॥ ছলে ছলে ছলা করি সাধুবালা কয়। এত দিনে চন্দ্রকলা হইলা সংশয়॥ মনে কিছু দেখনাক বি-শেষ ভাবিয়া। সরোবরে কারে তুমি দিলে পাঠাইয়া॥ ব্যঙ্গ করি গেল মোরে বিবিধ প্রকারে। অতএব গৃহে গিয়া জিজ্ঞাস তাহারে॥ কিবা নাম কোথা ধাম কাহার তনয়। দেহ পাঠাইয়া হেথা লয়ে পরিচয়॥ কেমন পণ্ডিত সেই দেখিব তাহারে। বুদ্ধি বল বিবেচনা বুঝিব বিচারে॥ পণ্ডিত হইয়া হৈলে বিচারে খণ্ডিত। মসি মুখে মাখাইব মণ্ডক মণ্ডিত॥

অথ রাজপুত্রের সাধুকন্যা সহ বিবাহ।

পয়ার। তদন্তরে মালিনী অতি ত্বরিত গমনা। অন্তরেতে সভয়েতে করে বিবেচনা॥ গৃহে গিয়া রাজপুত্রে অতি ছলে কয়। পূর্ব্ব কথা না বলিল করিয়া সংশয়॥ রাজপুত্রে জানাইল এই সমাচার। তব সহ সাধুসুতা করিবে বিচার॥ অত-এব যদ্যপি থাকয়ে ভবিতব্য। বিচারে জিনিয়া কর ভার্য্যা রত্ন লভ্য॥ এত শুনি রাজপুত্র পুলকিত মন। তদন্তরে সাধুপুরে করিল গমন॥ বসিয়াছে সদাগর সভার ভিতরে। উপ-নীত রাজপুত্র ছাত্র বেশ ধরে॥ যেন মহাবীর্য্য সূর্য্য ঢাকে ঘনমেঘে। সেই মত উপনীত সবাকার আগে॥ সমাদরে সদাগর সভায় বসায়। কোথা বাস কি প্রয়াস চাহে পরিচয়॥ রাজপুত্র নিজ পরিচয় নাহি দিল। কেবল বিচার আশ তারে জানাইল॥ তদন্তরে সবাকারে জিনিল বিচারে। সদাগর গিয়া পরে কহিল কন্যারে॥ শুনি ধনী পিতৃ কথা

সমাপ্ত হইল। করিতে বিচার স্থান সাজাইতে কহিল ॥ যেই স্থানে দুই জনে হইবে বিচার। সেই স্থান সুশোভন করে সদাগর ॥ পূর্ব্বদিগ বস্ত্র দিয়া করিল বেষ্টন। তার মধ্যে সাধু কন্যা বৈসে কর্ণাসন ॥ সভাসহ সদাগর রহিলেক। বসিলেন সর্ব্বজন পংক্তি আনন্দেতে ॥ এ মতেতে বিচার সে শোভা অলঙ্কার। কব কত অবর্ণিত কাব্য বহু তার ॥ অনুপম বিচার যে কম নহে কেহ। বিচারে বিচারে বাড়ে বিষম কলহ ॥ স্ত্রী লোকের বেদেতে নাহিক অধিকার। আরম্ভিল রাজপুত্র বেদের বিচার ॥ বাক্শূন্য বিস্তর বাক্যে কহিতে বিস্তারে। নিরস্ত হইল কন্যা বেদের বিচারে। দেখি সদাগর অতি আনন্দিত মন। আরম্ভিল অসংখ্য বিবাহ আয়োজন ॥ লগ্ন মতে রজনীতে সভা সাজাইল। তদন্তরে রাজপুত্রে কন্যা দান দিল ॥ হৃষ্ট হয়ে বর কন্যা প্রবেশে বাসরে। দ্বিজ রাজনারায়ণ রচিল পয়ারে ॥

রাজপুত্র শারীসহ কথোপকথন।

লঘু-ত্রিপদী। হইল বিবাহ, তদন্তে নির্ব্বাহ, বাসিলা সহ-হুতাশে। দর্শনে মোহিত, অতি আনন্দিত, সতী পতি রতি রসে ॥ বিরহ আগুন, হইল নির্ব্বাণ, দম্পতীর সমাবেশে। সদা সন্তোষ, নিত্য নবরস, এক রাত্রে নিশি শেষে। পিঞ্জরে শারীরে, দেখিয়া সে ঘরে, আনন্দে তারে জিজ্ঞাসে। দৈবাধীন গতি, তোমার সংহতি, হৈল দেখা ভাগ্য বশে ॥ কহ সারদ্বার, কি হেতু আমার, আগমন এই দেশে। রাজপুত্র কথা, শুনি আনন্দিতা, কহে কথা হেসে হেসে ॥ তব আগমন, হৈল যে কারণ, জানি আমি সবিশেষে। গন্ধর্ব্বের রাজা, রাজ্য শুভ প্রজা, বৈসে হিমালয় পাশে ॥ চিত্রভানু নাম, চিত্রভানু সম, পরাক্রম সম যশে। তাহার দুহিতা, সর্ব্বগুণান্বিতা, দেবে ইন্দ্র শাপদোষে ॥ অরণ্যভিতরে, ছলিয়া তোমারে, হেসে বাক্য

ছলে তোষে। দেখি তার রূপ, অতি রসকুপ, বন্দি হলে প্রেম ফাঁসে॥ মন উচাটন, লয়ে বন্ধুগণ, ভ্রমণ তাঁহার আশে। সঙ্গি তিন জন, তাহার কারণ, ভ্রমিলেম বহুদেশে॥ মনের বাসনা, কামের কামনা, হৈল পুর্ণ অবশেষে। নিজ ভার্য্যা পেয়ে, আনন্দিত হয়ে, নিজ শ্বশুরবাসে॥ রাখিয়া রমণী, মনে অনুমানি, অবশেষে তারা এসে। নিশ্চয় কথন, কলা তিন জন, আসিবেন তব পাশে॥ এ কথা শুনিয়া, বিনয় করিয়া, কহে পুনঃ মনোল্লাসে। এই নিবেদন, কন্যার কথন, কহ কিছু সবিশেষে॥ এস শুন শারী, কহে ধীরি ধীরে, মুখে মৃদু মন্দ হেসে। পরম সুন্দরী, গন্ধর্ব্ব কুমারী, রূপে অন্ধকার নাশে॥ হৃদিত লজ্জিত, হয়ে যথোচিত, সুপ্রকাশ্য আস্য হাসে। তাহার কারণ, চিন্তা কর কেন, পাবে তারে অনা-য়াসে॥ করিয়া মন্ত্রণা, করিব ঘটনা, মিলাইব তার পাশে। আশায় আশ্বাস, আশে আসে আশ, আশা বৃদ্ধি হ[illegible] আশে॥ মনের আহ্লাদে, শ্রীনাথের পদে, বলে দয়া কর শেষে। করিল রচন, রাজনারায়ণ, অতি দীন দ্বিজ দাসে॥

রাজপুত্রের বন্ধু সহিত মিলন।

পয়ার। প্রভাতে উঠিয়া রাজা বিজয় সুন্দর। প্রাতঃকৃত্য নিত্যকর্ম্ম করে তদন্তর॥ গোপন হইয়া শারী রাজপুত্রে কয়। মোর বিবরণ কিছু শুন মহাশয়॥ পুর্ব্বেতে ছিলাম আমি চিত্রভানু পুরী। তব অন্বেষণে মোরে পাঠালে সুন্দরী॥ দৈবফলে ব্যাধ জালে ধরিয়া আমায়। সাধু কুমারীরে সেই করিল বিক্রয়॥ অতএব মোরে তুমি লৈও সঙ্গে করে। মিলাইব তব সহ রাজকুমারীরে॥ শুনিয়া রাজার পুত্র আনন্দিত মন। শারীরে সম্মান বহু করিল তখন॥ দৈব-যোগে ঐ দিবা পাত্রের কুমার। প্রবেশ করিল আসি নগর ভিতর॥ নিজ সাধ্যে অন্বেষণ করিয়া বিস্তর। উপনীত হৈল

আসি সাধুর আগার ॥ রাজপুত্র নিকটে পাঠা'ল সমাচার । এত শুনি রাজপুত্র আনন্দ অপার ॥ ধর্ম্মপুর হৈতে তবে আইল সত্বর । ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিল বিস্তর ॥ তাহার উপনীত আর দুই জন । রাজপুত্র সহ আসি করিল মিলন ॥ কহিলেন নিজ নিজ দুঃখ বিবরণ । যে প্রকারে পাইল ভার্য্যার অন্বেষণ ॥ কিছু দিন সেই স্থানে করিল বঞ্চন । পুনঃ এক দিন তবে রাজার নন্দন ॥ সকাতরে শারীরে কহিল বিবরণ । কি প্রকারে করি সে কন্যার অন্বেষণ ॥ রাজপুত্র কথা শুনে শারী কহে ভেবে ॥ কহিলে কহিতে হয় কষ্ট শুন তবে । গন্ধর্ব্বের রাজা চিত্রভানু নৃপমণি । তাহার তনয়া ধনী নাম চিত্রাঙ্গিণী ॥ চিত্রের পুতলী জিনি চিত্রাঙ্গিণী নারী । চিত্রকলা নামে সে কন্যার সহচরী ॥ সর্ব্ব কার্য্য জানে সেই জানে বহু মায়া । সর্ব্বদা তাহার বাধ্যা রাজার তনয়া ॥ যদি সহচরী করে কৃপাবলোকন । অনায়াসে পারে ইহা করিতে ঘটন ॥ সে বিহনে অন্য জনে না পারে ঘটাতে । অস্ত্রধারী দ্বারীগণ প্রত্যেক দ্বারেতে ॥ অনেক দুর্গম স্থান আছয়ে পথেতে । অন্তরীক্ষে শূন্যপথে হইবে যাইতে ॥ নানা ঘোড় ঝঙ্কার শিখর নদ নদী । রাক্ষস পিশাচ বনজন্তুগণ বাদী ॥ এত শুনি রাজপুত্র শারীর বচন । বন্ধুগণ নিকটে কহিল বিবরণ ॥ আনন্দিত পাত্রসুত এই কথা শুনি । সমর্পণ হৈল তারে মন্ত্র আকর্ষণী ॥ মন্ত্র দিয়া কহিল যতেক বিবরণ । তদন্তরে কহে তারে বিপ্রের নন্দন ॥ আকাশ পথেতে যাইতে হইল উপায় । আমি দিব এক দ্রব্য বিনাশিতে ভয় ॥ এত বলি অঙ্গুরীয় রাজপুত্রে দিল । তাহার যে গুণ তাহা তখনি কহিল ॥ তদন্তরে হৃষ্ট হয়ে সাধুর নন্দন । গুটিকা সমর্পি কহে গুণ বিবরণ ॥ পুলকিত হয়ে তবে রাজার তনয় । সর্ব্ব বিবরণ তবে শারীকারে কয় ॥ শারী বলে একাকী যাইতে হবে পথে । কথার দোসর মাত্র আমি যাব

বাধে ॥ তদন্তর দিন স্থির করে হৃষ্টমতি। আশার আশয়ে সখা পুলকিত অতি ॥ দ্বিজবর ইত্যাদি ॥

রাজপুত্র কান্যকুব্জ দেশ হইতে চিত্রকর্ণ প্রদেশে গমন।

পয়ার। রাজপুত্র কহিছে ডাকিয়া বন্ধুগণে। যত দিন না হইবে মম আগমনে ॥ ততোদিন তিন জন হেথায় রহিবে। ইহাতে অন্তরে কিছু দুঃখ না ভাবিবে ॥ এত বলি গেল চলি প্রবোধিয়া সখা। নিজ জায়া যুবতী যথায় আছে একা ॥ যে জন্য যাইবে যথা কহিল বিনয়ে। বাড়িল বিরহ ব্যথা এ কথা শুনিয়ে ॥ বুদ্ধিমতি যুবতী সে সতী পতিব্রতা। কাতরা কান্তরে করে ধরি কহে কথা ॥ পতিগতি সতীর শাস্ত্রেতে এই কয়। এ পতি বিহনে বল প্রাণ কিসে রয় ॥ ক্ষীণতনু বিরহ কৃশানু তাপ পাবে। অনির্ব্বাণ তাপে সদা দেহ দগ্ধ হবে ॥ যদি বল নেত্রজল নিভাবে বহ্নিরে। সেকারণ অকারণ বুঝহ অন্তরে ॥ যেমত সংযোগ বহ্নি সরস কার্ষ্ঠেতে। পড়ে জল অবিরত তাহার অগ্রেতে ॥ সে উদকে অগ্নি কভু হয় নিবারণ। সবে কহে তাহে আর দহে অনুক্ষণ ॥ যেন ভানু তাপে শোষে ক্ষুদ্র সরোবরে। সেই মত হবে নাথ মম নিরাধারে ॥ অতএব দেখ সখা রেখহ মনেতে। যেন পাই জলাঞ্জলি তীর্থের জলেতে ॥ প্রাণনাথ হয়েছ লয়েছ মমপ্রাণ। তুমি দেহ তাহে দিলে অগ্নি অনির্ব্বাণ ॥ মৃত্যু পরে যাহা করে সাক্ষাতে করিলে। শেষ ক্রিয়া কহিলাম কর তীর্থ জলে ॥ শেষে কয় রসময় শুন প্রাণেশ্বরী। আমি আছি তব দেহে বিরহের অরি ॥ আনন্দে অন্তরে তব আছি অনিবার। জলমাঝে বহ্নি কভু না হয় সঞ্চার ॥ যদি বল বিরহ বাড়িবে অদর্শনে। তাহার কিঞ্চিৎ কহি ভেবে দেখ মনে ॥ প্রাণ দিয়ে প্রাণ পেয়ে তব প্রাণেশ্বর। এক অঙ্গ উভয়ত জানে

পরস্পার॥ মোর জন্য মোর প্রাণ কভু না জ্বালবে। তোমার সে জ্বালা নয় আমার জানিবে॥ যত মত সাধিতে সান্ত্বনা হৈল সতী। পুনর্ব্বার শারীরে চাহিয়া নয় পতি॥ বিবিধ বিধানে ধনী বিঘ্নরাজে পুজে। বিঘ্নরাজ আমারে বাঁচাবে বিঘ্নমাঝে॥ শারীরে লইয়া হস্তে রাজার নন্দন। আকর্ষণী মন্ত্রেরে স্মরিল আকর্ষণ॥ মন্ত্রবলে শূন্যে চলে সঙ্গে স্বর্ণজুরী। সঙ্গে দশ রাক্ষস চলিল আগুসারি॥ এক দিবা সর্ব্বরী চলিয়া দুই জন। চিত্রকর্ণ দেশেতে প্রবেশে ততক্ষণ॥ শারী কহে দেখ সব গন্ধর্ব্বের পুরী। চিত্রকর্ণ রাজা এই রাজ্যে অধিকারী॥ নিশাচর গণ পরে গন্ধর্ব্বের ডরে। রাজপুত্র আজ্ঞা লয়ে গেল স্থানান্তরে॥ এত শুনি রাজপুত্র স্তুতি দিল মুখে। যার জোরে অদৃশ্য এ চতুর্দ্দশ লোকে। শারী সঙ্গে রাজপুত্র চিন্তিত অন্তরে। উপনীত হৈল পরে চিত্রকর্ণ পুরে॥ কি কহিব কি শুনাব অবর্ণিত পুরী। ইন্দ্রালয় তুচ্ছ হয় যাহা দৃষ্টি করি॥ বিষম দুর্গম দুর্গ দেখি লাগে ভয়। দিবা রাত্রি দিবা সম মণির আলয়। যোজন যুড়িয়া পুরী প্রস্থে হবে সম। নরে অবর্ণিত অতি দৃশ্য অনুপম। প্রস্তরে প্রাচীর পরিসর হস্ত শত। তাহার দ্বিগুণ জান ঊর্দ্ধে সেই মত॥ দ্বারে দ্বারী অস্ত্রধারী পুরী ঘোর আছে। শূন্য পথে ইন্দ্রজাল আচ্ছাদি রেখেছে॥ পুলকিত পরম আনন্দ প্রাণপাখি। পুরী দেখি কি কারণ ঝুরে নিজ আঁখি॥ রাজনারায়ণ কহে শুন বিবরণ। নয়নে নয়ন নাই কান্দে এ কারণ॥

চিত্রাঙ্গিণীর বিরহ বর্ণন।

ত্রিপদী। চিত্রভানু রাজসুতা, মনে অতি সচিন্তিতা, হেরি বাসে বিজয় সুন্দরে। সর্ব্ব বেত্তা শারী ছিল, অন্বেষণে পাঠাইল, দৈবদোষে না আইল ফিরে॥ মনে মনে মনানল, হৈল অতি সুপ্রবল, সদা আঁখি জল ছল করে। মরমে মরমে

রহ, শুধাইলে নাহি কয়, মন কথা নাহি জানে পরে ।।
কিবা দৈবদোষে, প্রাণনাথের উদ্দেশে, কেন পাঠাই
শারীকারে । কান্দিয়া মন আলয়, পেয়ে নিজ পিত্রালয়,
আর না আইল ফিরে ।। হায় কেন দেখা দিয়ে, কুল
সব খায়ে, আইলাম ইন্দ্রের আদেশে । ইন্দ্র আজ্ঞা নি
হইল, প্রাণনাথ না আইল, অভাগীর অভাগ্যের দোষে
পুনঃ ধনী ভাবে মনে, আমি যাই অন্বেষণে, মানে চাই
নাহি চাই । পুনঃ ধনী মনে ভাবে, পাছে বা দুকুল যা
যদি তার দেখা নাহি পাই ।। দেখিয়া ব্যাকুলা দশা, চিত্র
ততক্ষণ, বুঝি মন জিজ্ঞাসা করিল । শুনি চিত্রাঙ্গিনী তা
পূর্ব্ব কথা ধীরে ধীরে, সবিস্তারে সব জানাইল ।। বুঝি
কলা ভাবে, কহে কুমারীরে তবে, শুন বালা স্থির কর ম
সুখ দুঃখ দাতা যিনি, তাহারে ঘটাবে তিনি, নারীরে
উদক যেমন ।। প্রবোধিয়া কুমারীরে, তদন্তরে করে ধ
পুষ্পবনে করিল গমন । সৌরভে শোভিত ফুল, মধু লো
অলিকুল, ঝঙ্কারে গুঞ্জরে অনুক্ষণ ।। মগন মনোজ্ঞ
ধনী উহু উহু করে, উচ্চরবে কুহুরব শ্রান্তি । আলুথিত
বেণী, তাহে ভ্রান্তি যেন ফণী, ভয়ে ভূমে পড়ে স্বর্ণকা
কদম্ব কুসুম মত, লোমাবলি লোম্বিত, দশনে দশন
চাপে । পড়ে ধনী ধরাসনে, চিত্রকলা ভাবে মনে, ভাল
পড়িলাম তাপে ।। কাঁপে কায়া থর থর, স্বরে অঙ্গ স্বর
ঝর ঝর নেত্র জলধারা । ধরাধর ধারা মত, পড়ে নীর
রত, সুশোভিত যেন খসে তারা ।। হেনকালে সেই স্থ
দৈব বলে কর্ম্ম ফলে, উপনীত হৈল এসে শারী । চিত্র
শারী দেখে, ডেকে বলে কুমারীকে, বন্ধু এলো ও র
কুমারী ।। শুনিয়া নাথের কথা, দূরে গেল মনোব
কে বলি শিহরি উঠিল । শারী দেখি ততক্ষণ, রাজকন্যা ক
কয়, ওহে শারী বন্ধু কোথা বল ।। চিত্রা কহে চুপ চুপ,

ঈহা শুনে ভূপ, সবাকারে করিবে নিধন। যোগাসেতে গুণমণি, রহিয়াছে ওলো ধনী, নিশিযোগে করাব মিলন॥ কুমারীরে শারী কয়, উতলার কর্ম্ম নয়, কতক্ষণে নিশার প্রবেশ। রাজার কুমারী কয়, রজনী অধিক হয়, বন্ধু আনি কর দুঃখ শেষ॥ রাজনারায়ণ কয়, মিছে কেন লোক ভয়, যার সঙ্গে চিত্রকলা সখী। পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ, ধরে আকাশের চাঁদ, ত্রিভুবন রাখী সে একাকী॥

অথ চিত্রাঙ্গিনীর সহিত রাজপুত্রের মিলন।

পয়ার। চিত্রকলা সখীরে জিজ্ঞাসে চিত্রাঙ্গিনী। কি রূপে আনিব পুনে মোর গুণমণি॥ শারী বলে সঙ্গে লয়ে আপনি আসিবে। অন্যান্য যত লোক সাক্ষাতে দেখিবে॥ শারী সঙ্গে চিত্রকলা করিল গমন। উপনীত হৈল যথা রাজার নন্দন॥ চিত্রকলা শারীকে জিজ্ঞাসা করি কয়। কহ শারী কি কোথা রাজার তনয়॥ শারী বলে ঐ বৈসে আছে দুরায়। চিন্তিয়া চতুরা চিত্রা চারিদিগে চায়॥ ঘটিকার গুণ বলে রাজার নন্দন। চক্ষু অগোচরে নানা রূপে অদর্শন॥ শারী বলে রাজপুত্র শুনহ এখন। মুখে হৈতে গুটিকারে করহ ক্ষেপণ॥ মুখে হৈতে গুটিকারে রাজপুত্র নিল। যেন শশী অস্তে নাশি উদয় হইল॥ চন্দ্র জিনি চিত্রকলা চাঁদ রূপ হেরে। অনিমিষ হয়ে আঁখি চাহে বারে বারে॥ ভাবে মনে কুমারীর মুখে দিয়া ছাই। এঁরে লয়ে হৃদয়ে সাগর পারে যাই॥ এই রূপ মনে মনে মনের মানসে। রাজসুতে আনন্দেতে কহে হেসে হেসে। এসো ওহে নারীবেশ সাজাই তোমারে। রায় বলে নিজে নারী পারি হইবারে॥ কেবল তোমার সঙ্গে করিব গমন। এত শুনি চলে চিত্রা আনন্দিত মন॥ আনন্দেতে উপনীত কুমারীর পুরে। রাজকন্যা বলে কই না দেখি বন্ধুরে॥ চিত্রা

কয় কি কহিব ও রাজকুমারী। না আসিয়াছি তারে বন্দি শারী॥ শুনি ধনী জ্ঞান হত মুর্চ্ছিত হইল। সুধীরে ঢ হয়ে ধরায় পড়িল॥ সহচরী যত্ন করি করায় চেতনা। বক্ষ বলিয়া কান্দয়ে সুলোচনা॥ তবে চিত্রা সখীগণে করাইল। রাজপুত্রে নিজ রূপ ধরিতে কহিল॥ পূর্ব্ব মত হৈল রাজার নন্দন। মদনে মোহিত সবে করে নিরীক্ষ কেহ বলে ধন্য ধন্য নয়ন আমার। হেন রূপ নয়নে না কভু আর॥ ধন্যবটে রাজকন্যা ধন্য হৈল পতি। ধনে রাজসুতে দেখিয়া যুবতী॥ রসকূপ দুজনার রূপ অতুল সুবর্ণে সোহাগা যেন বিধির ঘটনা॥ ভাবে মনে দুই পূর্ব্ব পুণ্য ফলে; যেন নিধি জলনিধি হৈতে বিধি দি বসিবারে তদন্তরে দিলেন আসন। সখীগণ করাইল প্রক্ষালন॥ পথশ্রান্ত দূরে গেল শীতল হইল। তদন্তরে র কন্যা জিজ্ঞাসা করিল॥ কে তুমি কি নাম তব কোথায় বাস? রমণীমণ্ডলে এলে করি কি প্রয়াস॥ চন্দ্রসেন রাজা বিখ্যাত সংসার। তাহার তনয় নাম বিজয় সুন্দর।

অথ রাজপুত্রের বিবাহ।

পয়ার। ধনী বলে ভাল ভাল বুঝেছি তোমারে। হৈল বিধি আনি মিলাইল মোরে॥ তুমি মোর মনে অরণ্য মধ্যেতে। সদা করি অন্বেষণ চোর সন্ধানেতে॥ চোর এত দিনে পাই দরশন। কি শাস্তি বিহিত তাহ বিবরণ॥ শুনি রায় হাসি কয় শুনহে উচিত। প্রথমত ধন লওয়া সুবিহিত॥ যখন করিল চোর চুরি তব মন। তাহারে তুমি করেছ বন্ধন॥ এখন বিহিত শাস্তি শুন যুবতী। হৃদয়েতে গিরি আনি চাপাও সংপ্রতি॥ নিজ মনমোরে করহ বন্ধন। দেহ জ্বালা দণ্ড দুই দশনে দ এইমত যদ্যপি প্রহার কর চোরে। নিজ ধন সহ সেই

ত্তব কিরে ॥ ছলিয়া কৌতুকে হল বুঝিলা সুন্দরী। তদন্তরে কহে তারে চতুরা সহচরী ॥ রজনী অধিক হইল বিলম্ব না সয়। শুভ লগ্নে শুভ বিভা কর সুখোদয় ॥ এত বলি রমণীর বেশ বিনাইল। যে স্বর্ণকার স্বর্ণ সোহাগে মাজিল ॥ সহচরী করে ধরি রাজকুমারীরে, সভয় উভয় কর সমর্পিলা করে ॥ রাজবালা পুষ্পমালা লয়ে গলে হৈতে। পতির গলে দিল তুলি অতি আনন্দেতে ॥ রাজসুত আনা দত্ত ধরি প্রিয়া গলা। পরিবর্ত্ত পুনর্ব্বার করে সেই মালা ॥ করিয়া গান্ধর্ব্ব বিভা গান্ধর্ব্ব কুমারী। হৃষ্ট মন ততক্ষণ হেলে পাশা সারী ॥ পালঙ্ক উপরে দোঁহে করিল শয়ন। তদন্তরে সখিগণ হইল গোপন ॥ নানা কাব্য আলাপন উভয়ে করে। রাজনারায়ণ দ্বিজ রচিল পয়ারে ॥

অথ রাজপুত্রের সম্ভোগ।

পয়ার। কামিনী করিয়া কোলে করিল চুম্বন। জদয় পসারি ধরি করে আলিঙ্গন ॥ নাভী উরু কক্ষে বক্ষে হস্ত পরশনে। সিহরিল রসবতী ভয় রতিদানে ॥ একি একি দেখি দেখি কহ যুবরাজ। কাতরা হয়েছি লাজে দেখি তব কায ॥ নাহি জানি তিক্ত মিষ্ট রতি আস্বাদন। শুনি নাই কর্ণে কভু একর্ম্ম কেমন ॥ অসময় রসময় ভেবে হয় ভয়। কাঁপিছে হৃদয় কদলীর পত্র প্রায় ॥ এই জানি সুখে সুখে কৌতুকে রহিব। খেলা মেলা গপ সপ দুজনে করিব ॥ যে দেখি পুরুষ তুমি পাষাণ সমান। পশিলে পতঙ্গোপরে বাঁচে কিহে প্রাণ ॥ যাও মেনে এত কেন হয়েছ অস্থির। কল্য নয় হবে বঁধু আজি হও স্থির ॥ রায় কয় নাহি ভয় শুনলো যুবতী। খাইতে অমৃত কেন হয় হেন মতি ॥ কি কায শুনিয়া সুখ দেখিব সাক্ষাতে। সিন্ধু হবে বিন্দু বোধ দেখিতে দেখিতে ॥ ত্যজি চিন্তা হয়ে সান্ত্বা মজ রসকূপে। তপন তাপে কি কভু পঙ্কজিনি তাপে ॥

পরশ পরশে যেন লৌহ স্বর্ণ হয়। অঙ্গ সঙ্গে সেই রূপ
স্বর্ণোদয়॥ শুভ কর্ম্মে কালাকাল বিচার কে করে। শুভ
আকাশ বোধ হয় সবাকারে। প্রবর্ত্ত হইলে কর্ম্মে বুঝি
তখনি। আকাশ পাইবে হাতে ও চন্দ্রবয়ানী॥ শুনি হ
রূপসী কহিছে আর বার॥ সময়ে সকল কর্ম্ম শোভা
কায়॥ অসময় বন্ধু হৈতে সুখোদয় নহে। নীর বিনা নহি
বন্ধুর তাপে নহে॥ মনেতে যুবক জপে মদন মদন। কে
নিবে এ কর্ম্ম সে করিবে সাধন॥ তবে তুষ্ট হয়ারী হই
নিজাগারে। ফুলবাণ সন্ধান করিয়া যুবতীরে॥ মন্মথে
তিয়া ধনী দিল আলিঙ্গন। ভার্য্যা কাশে যুবরাজ সা
ততক্ষণ॥ কামশরে ধনী ডরে চেপে ধরে পতি। কামা
ধরি গলে কামে টলে মতি॥ বুকে বুক মুখে মুখ নাড়ে
অতি। উরু গুরু কাপে ভুরু লাজে ভীরু রতি॥ যেন
রাজ বালা পতি গলে ধরে। অর্দ্ধ আঁখি রুদ্ধ রাখি চন্দ্র
হেরে॥ কাঁপে অঙ্গ বাড়ে রঙ্গ নহে ভঙ্গ দোঁহে। মগ্ন মন
জন অনুক্ষণ রহে॥ নাহি ভুলে চুম্ব গালে করে কোলে
নাশি দুঃখে মনোসুখে খায় মুখ মধু॥ অধঃ ঊর্দ্ধ পথ
কামে শুদ্ধ মন। শরে বৃদ্ধ করে যুদ্ধ নহে বদ্ধ রণ॥
দোলে কাম চলে ধনী বলে হেসে। চুম্বি মুখ কিবা সুখ সা
দুঃখে নাশে॥ হেন ধন কোন জন ত্রিভুবন মাঝে। ধন্য
কেন সৃষ্টি কেন মিষ্টরাজে॥ তার ধার শোধা ভার কর
কত। দিলে প্রাণ তারে দান নহে মনোমত॥ এই মত
রত করে কত তাতে। চন্দ্রামুখী মুদে আঁখি স্বর্গ দেখে হাতে
দেখি লাজ যুবরাজ নিজ কায় সারে। দেখি রতি লাজে
ধরে পতি করে॥ কহে দ্বিজ ত্যজ লাজ নিজ কায় দে
মোক্ষধাম দিবে কাম মজ প্রেম সুখে॥ এই মত কব
নিত্য নানা রস। রজনীতে যুবরাজ দিনে গুপ্ত বেশ॥
বিষম প্রেম বর্ণনা না হয়। আঁখির পলকে দোঁহে দোঁ

হারায় ॥ প্রেমতত্ত্ব প্রেম মত্ত প্রেম পাত্রী জানি। আধ যাম যাম ভোগ দিবস রজনী ॥

অথ রাণী কন্যার পুরে পুরুষের কথা শ্রবণ করেন।

পয়ার। এক রাত্রে মহিষী আপন কার্য্যান্তরে। প্রবেশিতে কন্যার পুরের ভিতরে ॥ পুরুষের কথা গেল শ্রবণে প্রবেশিল। ব্যস্ত হয়ে মহিষী রাজারে জানাইল ॥ শুনিয়া রাণীর কথা ভূপ ক্রোধ মনে। সংগোপনে উপনীত কন্যার ভবনে ॥ সহায়ের সহ পাশে দুই জনে বসে। যুবক মগন হয়ে যুবতীর রসে ॥ তৎক্ষণ সখীগণ বাহিরে আইল। পুরুষ নিশ্চয় গৃহে নৃপতি জানিল ॥ মহাক্রোধে রাজা প্রবেশিতে রাজপুরে। করে ধরি মহিষী রাখিয়া নৃপবরে ॥ মহিষী গৃহেতে গোপনেতে প্রবেশিতে। সখীগণে পুরুষে দেখে আচম্বিতে ॥ রাণী দেখি চিত্রকলা সম্ভাষ করিল। লাগিয়া যুবক মুখে গুটিকা রাখিল। এসো এসো বলি কন্যা প্রণমিয়া যায়। গৃহে প্রবেশিতে রাণী চারিদিকে চায় ॥ পুরুষেরে না দেখিল যুবতীর ঘরে। মনে মনে সক্রোধিত হইল অন্তরে ॥ ক্রোধ ভরে রাণী পরে বাহিরে আইল। সবিস্তার সমাচার রাজারে কহিল ॥ রাজা বলে ভূমণ্ডলে হৈল বড় লাজ। সত্য জানিলাম এই দেবতার কায ॥ এত বলি দোঁহে চলি গেল অন্তঃপুরে। রাজার কুমারী হয় চিন্তিত অন্তরে ॥ একে একে সখীগণে সত্য করাইল। সাবধানে সর্ব্ব জন সদত থাকিল ॥

অথ চোর সন্ধানে রাজা কন্যাগারে প্রবেশ।

পয়ার। তদন্তর নৃপবর ভাবি নিজ মনে। এক রাত্রে আসি ভূপ অতি সংগোপনে। পূর্ব্বমত শুনে রাজা কথোপকথন। গৃহের চৌদিকে তবে করিল স্তম্ভন ॥ শূন্যপথে ইন্দ্রজাল আছে আচ্ছাদন। পলাইতে নাহি পারে সুর নরগণ ॥ তবে

রাজা কহিনীরে করিল প্রেরণ। ক্রোধ মতি বেগবতী রা
অতক্ষণ ।। দ্বারেতে দাঁড়ায়ে ছিল সখী চিত্রকলা। এত রা
কেন রাণী বলি কৈল ছলা ।। শুনি রাজসুত শীঘ্র ছাড়ি মু
কিল। গৃহে প্রবেশিয়া রাণী ভাবিতে লাগিল ।। নৃপবর ব
স্তুর দিয়া গৃহ দ্বারে। নিজ হস্তে নখিপদে ক্রে.বেতে প্রহারে
তবে ভূপ সুগন্ধ্য ধরিয়া অন্তরে। বাহিরে আনিয়া ব
নিজ উদ্যানে ।। দিয়া ঘরে গৃহের দুয়ারে কার বন্ধ। না
বেশে আছে চোর এই মনে সন্দ ।। নব সঙ্গিনীর লক্ষ ব
খুলিল। হেরি কুচ তবু মনে সন্দেহ না গেল ।। লাজে
শিরে মনে করে সকাতরে। মহারাজ কেন লাজ দেহ অ
চারে ।। ক্রোধে কম্পমান রাজা না শুনে বচন। একেব
সর্ব্ব অঙ্গে করে বিবসন ।। নিজ কাঙ্ক মন লাজে লজ্জি
হইয়া। দুই হস্তে দুই স্থান রাখে আচ্ছাদিয়া ।। ভূপ
ঊর্দ্ধবাহু হয়ে সবে রবে। দেহ রূপ দেখিলে সন্দেহ
হবে ।। সতী সত্ব মুছিবন্ত মুদিল নয়ন। ভূপে দেখাইল স
অসতী যে জন ।। দেহ রূপ দেখি ভূপ লজ্জিত অন্ত
রাণীসহ প্রবেশ করিলা অন্তঃপুরে। দ্বিজরাজ
রাজা চিন্তা কি কারণ। যে দুষ্টি বাঞ্ছিলা অবে পাইবে
চন ।।

রাজপুত্র পলাইবার উদ্যোগ এবং রাজ কন্যার প্রবোধ।

লঘু-ত্রিপদী। তবে রাজসুত, হইয়া চিন্তিত, ভার্য্যা
ধরি কয়। শুন প্রাণেশ্বরী, বুঝি প্রাণে মরি, মোর মনে
ভয় ।। জেনেছে রাজন, চোর অন্বেষণ, সংগোপনে সদা
কি হইতে কি হবে, কি দশা ঘটাবে, বুঝি শেষ প্রাণে মা
এই মনে ভয়, সদা মোর হয়, পাছে মরি এই দেশে।
পিতা মাতা, না পাবে বারতা, মরিবে মন হুতাশে ।।

ভয় হয়, মনে এই লয়, যদি দেহ অনুমতি। চল দুই জন, হইয়া গোপন, নিজ রাজ্যে করি গতি॥ যদ্যপি না পার, মোরে আজ্ঞা কর, আমি যাই নিজ দেশে। তুমি নিজে সতী, পুনঃ পাবে পতি, আপনার গৃহে বসে॥ থাকিলে যৌবন, কত শত জন, ইঙ্গিত ইচ্ছিবে পাছে। যে শক্তি আমার, হবে নাক আর, থাকিবে এ প্রাণ যাবে॥ ধনী কহে কয়, কহ মহাশয়, নারী নহে নাহি ভয়। হলে আছে তার, বলো মাত্র সার, দুখে সব [illegible]॥ তোমার সঙ্গেতে, গেলে গোপ-নেতে, লোকে করে উপহারী। ভয়ের গুণে, যাইব কেমনে, নহে বা যাইতে পারি॥ আপন মনের, যেমন বাসনা, সেই রূপ জ্ঞান সবে। ভাবি এক জনে, সত্য অন্যমনে, সে রূপ কি মোর পাবে॥ পুরুষের প্রাণ, [illegible], ভয় নাহি নারী বধে। কুলে কালি দিয়া, অকলে ভাসিয়া, যায় দেশে বাঁধা পাবে॥ রমণী অবলা, সরলা অখলা, শঠের কথায় ভুলে। লুটিয়া যৌবন, অনাদে সে জন, দুকোলে কলঙ্ক তোলে॥ মনেতে গরল, মুখেতে সরল, খল ছল চেষ্টা অতি। যার ধন খায়, তাহারে মজায়, দর্প খলি [illegible]॥ সরল কথায়, আশায় ভুলায়, চক্ষু ভুলে দেয় হাতে। পরে তার ধন, করিয়া হরণ, তাযতন নানা মতে॥ তাপে [illegible] ভাবে ভাবে ভীন, দেখি যার মুখ চেকে। গলে দেয় ছুরি, করিয়া চাতুরী, তবু নারী তারে ডাকে॥ নলের ললনা, সতী সুলোচনা, পতি পরায়ণা সতী। রাজা বনে গেল, সাথে সঙ্গি হৈল, পতির জানিয়া গতি॥ বনে নরপতি, ত্যজিয়া যুবতী, পলাইল অন্য দেশে। বিচ্ছেদে [illegible] হইয়া অধীরা, গেল ধনী পিতৃবাসে॥ অনেক কৌশলে, পুনঃ সেই নলে, পাইলেন গুণবতী। জগতে বিখ্যাতা, ব্রহ্মময়ী সীতা, পতি পরায়ণা অতি॥ মিছে ছল বলে, [illegible] তাঁরে, বনে করাইলা স্থিতি। পাতালে প্রবেশে, তবু [illegible] সন্তাপে, পুরুষ কঠিন

অতি ॥ কাশীরাজ কন্যা, রূপ গুণে ধন্যা, ভীষ্ম তারে আ হরি। নাহি দিল ফুল, মজাল দুকূল, ত্যজিল নৃপ কুমারী হয় কোপানলে, মরণ মরিলে, ভার্য্যা তারে বাঁচাইল সাবিত্রী কাননে, শমনের স্থানে, মৃত পতি প্রাণ দিল ॥ ম মরে পতি, অনাগে যুবতী, নিজ দেহ দাহ করে। শুন কখন, নারীর কারণ, পুরুষ পুড়িয়া মরে ॥ তুমি সেই ম জাতীর ব্যাভার, ভুলিতে না পারি বধূ। ভ্রমর যেমন, যায় কখন, বাসিফুলে খেতে মধু ॥ মধুযুক্ত ফুল, তাহে আ কুল, অনুকুল অনিবার। ফুরাইলে মধু, সেই শঠবধূ, ফিরি না চাহে আর ॥ তুমি হে যাইবে, কত শত পাবে, না চাহ পানে। তোমার বিচ্ছেদে, আমি কেঁদে কেঁদে, নিশ্চয় মরি প্রাণে ॥ ঘটাবে ঘটন, বিধাতা যখন, হইবে তখন তা অগ্রে কেন তার, করে অবিচার, মোরে বধ তা সুধাই ॥ প্রাণপতি, যদি হই সতী, তুমি হে থাকিবে সুখে। সেই পতি, তার কি দুর্গতি, আছে চতুর্দ্দশ লোকে। প্রকারে, বুঝায় কুমারে, সান্ত্বনা করিল সতী। দ্বিজ বলে, নারী লোভে ভুলে, শেষে দুখ পাবে অতি ॥

রাজার প্রতি মন্ত্রির উপদেশ।

পয়ার। তদন্তরে নৃপবর উঠিয়া প্রভাতে। নিজ চিত্ররথে ডাকিয়া গুপ্তেতে ॥ মন্ত্রণায় চিত্ররথ ধীষণ সম ধরিতে তস্কর রাজা জিজ্ঞাসে বিধান ॥ পূর্ব্ব কথা শুনি কহিছে তখন। তোমার যে কর্ম্ম নয় ধরিতে দুর্জ্জন ॥ জন উপযুক্ত হয় যে কর্ম্মেতে। সেই কর্ম্মে তারে ভূপ নিয়োজিতে ॥ যার কর্ম্ম তারে সাজে বিদিত ভুবন। অ অসাধ্য তাহা করিতে সাধন। তাহার কিঞ্চিৎ কহি রাজন। যাহে যেবা জয়ী তাহা শুনহ যেটিন ॥ ধর্ম্মে মর্ম্মে,মর্ম্ম কর্ম্মে কর্ম্ম বাড়ে। কূর্ম্মে কূর্ম্ম ব্রহ্মে ব্রহ্ম ঘর্ম্মে পড়ে ॥ রুদ্ধেরুদ্ধ যুদ্ধেযুদ্ধ ক্রুদ্ধেক্রুদ্ধ হয়। বাধ্য

সাধ্যাসাধ্য আদ্যোআদ্য কয়॥ সভ্যে সভ্য নব্যে নব্য লভ্যে লভ্য হয়॥ ভব্যে ভব্য কাব্যে কাব্য গর্ব্বে গর্ব্বোদয়॥ রাজ্যে রাজ্য পূজ্যে পূজ্য সহ্যে সহ্য মান। ধর্ম্মে ধর্ম্ম মার্গে মার্গ বাক্যে বাক্য জ্ঞান॥ আদ্যে আদ্য যুদ্ধে যোদ্ধা বুদ্ধে বোদ্ধা বলে। যোগ্যে যোগ্য বিজ্ঞে বিজ্ঞ প্রাজ্ঞে প্রাজ্ঞ মিলে॥ কষ্টে কষ্ট নষ্টে নষ্ট তুষ্টে তুষ্ট করে। মন্ত্রে মন্ত্রি তন্ত্রে তন্ত্রি মন্ত্রে মন্ত্রি ফেরে॥ রঙ্গে রঙ্গ ভৃঙ্গে ভৃঙ্গ সঙ্গে সঙ্গ যুক্তে। রঙ্গে রঙ্গি সঙ্গে সঙ্গি ভাঙ্গে ভাঙ্গি মঙ্গে॥ ছন্দে ছন্দ গন্ধে গন্ধ মন্দে মন্দ দৃষ্টি। বন্ধে বন্ধ ধন্ধে ধন্ধ অন্ধে অন্ধ দৃষ্টি॥ শান্তে শান্ত কান্তে কান্ত অন্তে অন্ত ঘটে। শান্তে শান্তি ভ্রান্তে ভ্রান্তি শ্রান্তে শ্রান্তি বটে॥ খণ্ডে খণ্ড চণ্ডে চণ্ড দণ্ডে দণ্ড হয়। শক্তে শক্তি মুক্তে মুক্তি ভক্তে ভক্তি লয়॥ কাযে কায সাজে সাজ লাজে লাজ বাড়ে। ধনে ধন জনে জন মনে মন পূরে॥ কুলে কুল মূলে মূল ভুলে ভুল বাড়ে। সখ্যে সখ্য মূর্খে মূর্খ পক্ষে পক্ষ পড়ে॥ লগ্নে লগ্ন মগ্নে মগ্ন ভগ্নে ভগ্ন দশা। নাশে নাশ হ্রাসে হ্রাস আশে আশ আশা॥ সত্যে সত্য মর্ত্তে মর্ত্ত দৈত্যে দৈত্য চায়। ভালে ভাল তালে তাল কালে কাল দায়॥ খাদে খাদ সাধে সাধ বাদে বাদ বাধে। হিতে হিত নীতে নীত রীতে রীত সুধে॥ ফলে ফল বলে বল জলে জল টানে। দলে দল কলে কল ছলে ছল আনে॥ করে কর ডরে ডর জ্বরে জ্বর ঘেরে। ঘোরে ঘোর জোরে জোর চোরে চোর ধরে॥ অতএব এ বিষয়ে বিজ্ঞ যেই জন। তস্কর ধরিতে তারে কর নিয়োজন। কোতয়ালে কহিলে সকলে জ্ঞাত হবে। তাহে আর দেশে দেশে কলঙ্ক রহিবে॥ অর্থনাশ মনস্তাপ গৃহ ছিদ্র আর। বুদ্ধিমানে অন্যজনে না করে প্রচার॥ চিত্রাঙ্গদ নামে চিত্রা ভানুর তনয়। চৌর্য্য গুণে গুণোত্তম সর্ব্ব মান্য হয়॥ সেই সে কর্ম্মের কৃত্তি ভাবিলা রাজন। দ্বিজ কহে ইথে কর্ম্ম হইবে সাধন॥

চিত্রকলার স্থানে চোরের সন্ধান প্রাপ্ত।

ত্রৌপদী। নৃপবর অনন্তরে, ডাকি নিজ কুমারেরে, কথা সবিস্তারে, কহে তারে সব বিবরণ। চিত্রাঙ্গদ শুনে, চিন্তিত হইয়া মনে, প্রণমিয়া পিতা স্থানে, অন্তে করিল গমন॥ করে কত অনুমান, কিসে পাব এ স পাইব কাহার স্থান, হেন মান কে আর রাখিবে। সঙ্গিনীগণে, এ সব বৃত্তান্ত জানে, নাহি জানে অন্য জনে, স্থানে সন্ধান হইবে॥ বহু মত মনে ভেবে, এই মত মনে, উপনীত হৈলা তবে, চিত্রকলা সখীর গোচরে। নীত হয়ে পরে, প্রবেশিলা দাসী পুরে, গতি ধীরে ধ তারে, বলে চিত্রকলা আছ ঘরে। রাজপুত্র কথা শুনি, বহু অনুমানি, মণিহারা ফণী জিনি, ব্যস্তা হয়ে কু কিজ্ঞাসে। ভূমিকম্প কাশীমাঝ, আপনি হে যুবরাজ জানি কিসের কাজ, উপনীত দাসী গৃহবাসে॥ কেহ হে শু মুখ, মুখ দেখে ফাটে বুক, না জানি কিসের দুঃখ, হয়েছে তব মনে। এত শুনি রাজসুত, পূর্ব্ব কথা বিস্তা কহে অতি দুঃখ যুত, শুনালেন অতি সংগোপনে॥ শু অন্তরে ভয়, চিত্রকলা কান্দি কয়, একি কথা মহাশয়, ম কিছু না জানি বৃত্তান্ত। রাজপুত্র কহে পুনঃ, চিত্রকলা শুন, সকি নাকি ভাল জান, জানিব সন্ধান আদ্যোপ রাখহ রাজার মান, যাহা চাবি দিব দান, বল মোরে সন্ধান, না বলিলে প্রাণ বিনাশিব। যার অন্নে দেহ তার কর্ম্মে এত ঘোর, ভের সে জানিছ চোর, ধর্ম্ম নারেক না জান॥ পুর্ব্বেতে জেনেছে বাপা, সে কথ থাকে ঝাপা, কেন আর রাখ চাপা, কাহে থাপা ভুল তোরে। রাজপুত্র যত বলে, চিত্রকলা নাহি ভুলে, চি ক্রোধে জ্বলে, অসি তোলে, বধিতে তাহারে॥ চাতুরি চোর, তখন হইল ভোর, কাঁদে কান্না ঝুর ঝুর, ব

কম্পিত হৈল প্রাণ। কুকর্ম্ম কি ছাপা রয়, মনে উপজিল ভয়, কাঁদিয়া কাতরে কয়, দয়াময় দেহ দয়া দান॥ স্তুতি করে সকাতরে, পূর্ব্ব কথা সবিস্তারে, মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে, কহে তারে সব বিবরণ। পুনরায় কহে রায়, কিসে তারে ধরা যায়, করা যায় কি উপায়, সমুদয় কহ সে সন্ধান॥ শুনি চিত্রলেখা কহে, তুমি যাবে রাত্রিকালে, কলে ছলে সুকৌশলে, গুটিকায় করিব হরণ। গুটিকার গুণবশে, দিনে রহে গুপ্ত বেশে, রাত্রে চোরে নানা রসে, চুরি আশে চাতুরী করিব। দেখো, রহে দয়াময়, শেষ যেন ধর্ম্ম রয়, চিত্রাঙ্গদা হেসে কয়, নাহি ভয় তোরে বাঁচাইব॥ এ কথা শুনিয়া রায়, নিজ অন্তঃপুরে যায়, হেথা চিত্রকলা ধায়, উপনীত কুমারীর পুরে। কি কহিব গুণ তারি, গুটিকা করিতে চুরি, আরম্ভিলা সুচাতুরী, নিবারণ তার সঙ্গি চোরে॥

চোর ধরা বিবরণ।

চৌপদী। কুমারীর কম্পিত প্রাণ, সদা রহে সাবধান, পাছে হই অপমান, কিসে প্রাণ বাঁচে এ সঙ্কটে। হেন ভয় কিসে যাবে, কি করিতে কি হইবে, কুমার অন্তরে ভাবে, কালেকাল আইল নিকটে॥ ভাবিয়া ভয়েতে ভীত, সদা রহে সশঙ্কিত, হিতে হয় বিপরীত, অতি আশে পূর্ব্ব আশ নাশে। প্রেমে আছেন এ বিধান, যদি প্রেমে যায় প্রাণ, তবু নহে সমাধান, ত্যজিতে না পারে প্রেমরসে॥ ঐ রাত্রে মনাবেশে, মাতে মদনের রসে, চিত্রা গুটি রাখে পাশে, দৈবদোষে নিজ কর্ম্ম ফলে। গবাক্ষ দ্বারেতে থেকে, চিত্রাঙ্গদ সব দেখে, দৈব কর্ম্ম খণ্ডিবে কে, মন্ত্র বলে বান্ধে ইন্দ্রজালে॥ বন্দি করে কুমারেরে, আর ডাকি যায় ঘরে, তদাপরে, ক্রোধভরে, তাহারে প্রহারে পদাঘাত॥ করিলে বিষম আশ, শেষে হয় সর্ব্বনাশ, বিপদে বুদ্ধের হ্রাস, গুটিকা না পায় অকস্মাৎ॥ পড়িল

প্রহার দেখে, রূপবতী অতি দুঃখে, খেদে কান্দে অধোমুখে, সকাতরা হইয়ে অন্তরে। ধরে পদে চিত্রাঙ্গদে, খেদেতে তাহাঁর সাধে, ক্ষম মম অপরাধে, নহে মোরে বলি লহ তারে॥ আমিরে ভগিনী তোর, কেন তোর এত জোর, পতি মোর নহে চোর, ছাড় মোর নিশি ভোর হৈল। যেন ধর্ম্ম সেন কর্ম্ম, বুঝি মর্ম্ম রাখ ধর্ম্ম, ভেদি চর্ম্ম পড়ে ঘর্ম্ম, বৃথা জন্ম আমার হইল॥ মম কান্ত দান্ত শান্ত, জনক নিতান্ত ভ্রান্ত, আদ্যোপান্ত কি দুরন্ত, কৃতান্ত সে প্রাণান্ত করিবে। পিতা পুত্রী পতি হন্তা, তাহে ভ্রান্তি নাহি পন্থা, কিসে কান্তা হবে শান্তা, তাহে চিন্তা চিন্তাধিক হবে॥ অকস্মাৎ বজ্রাঘাৎ, ধরি হাত দেহ সাথ, গেলে তাত দুর্নির্ঘাত, বধি নাথ অনাথা করিবে। আমি সতী কুলবতী, প্রাণপতি মতি গতি, মলে পতি হবে সাথি, অন্তে গতি তোমার হইবে॥ কর রক্ষা ভিক্ষা দান, দেহরে পতির প্রাণ, পরিবর্ত্ত মোর প্রাণ, অস্ত্র আন সেই দেহ কেটে। পাপ রাশি এবে নাশি, হইয়া তোমার দাসী, নিবারিয়া তমো রাশি, রাখ শশী এ রাহু সঙ্কটে॥ সাগর সিঞ্চিনু করে, যত্নে রত্ন পেয়েছিরে, দূরে যায় দুঃখ হেরে, কেন তারে তুমি ফেল জলে। পতি মোর প্রাণ প্রাণ, যদি তার বধ প্রাণ, তোর অগ্রে নিজ প্রাণ, এখনি ত্যজিব যে গরলে॥ দয়া ধর্ম্ম দান আর, আর পর উপকার, ইহা বই কর্ম্ম আর, ভেবে দেখ নাহি ভূমণ্ডলে। অধিক কি কব আর, দয়া দান নাহি যার, বৃথা ছার জন্ম তার, অনিবার জ্বলে পাপানলে॥ অকাতরে সকাতরে, করাঘাৎ করে শিরে, ঝিনি ধারা ধারাধরে, হলে রক্ত বদন হিল্লোলে। অনুমানে আভুরক্ত, বদনে বেষ্টিত রক্ত, যেন আসি কোন ভক্ত, রক্ত পদ্ম দিল চন্দ্র গলে॥ রাজকন্যা যত সাধে, চিত্রাঙ্গদ তত বাঁধে, সঘনে প্রহারে পদে, উপরোধ নাহি তার দয়া। হইল গাভুরি চুর, ভাঙ্গিল ভণ্ডুচা ভুর, কাঁপে দেহ দুর দুর, কাঁপে

পুষ্মা তিক্ষে, মহামায়া ॥ ভাবিছে নাগর রায়, প্রহারেতে প্রাণ যায়, একি দায় হায় হায়, বাপ মায় না দেখিল মোরে। প্রথমে অনেক দুঃখ, মধ্যে হৈল নানা সুখ, শেষ দুঃখে ফাটে বুক, বিধাতা বিমুখ হৈব ফেরে ॥ কহে রাজনারায়ণ, কেন কাটিল মন, দুঃখে সুখ সংঘটন, আপন কর্মের অনুসারে। যথা ধর্ম্ম তথা জয়, কুকুরে দুষ্কর্মে ভয়, পাঁচ দিন চোরে লয়, এক দিন গৃহস্থেও ধরে ॥

অথ চিত্রাঙ্গিণীর খেদোক্তি।

ত্রিপদী। পতির প্রহার দেখে, রসবতী অতি দুঃখে, অধোমুখে নিঃশ্বাসে ধরা। কান্দে সতী সকাতরে, নয়ন নয়ন নীরে, ভাসে ধারাধর জিনি ধারা ॥ মণি হারা ফণী জিনি, বিচ্ছেদে কাতরা ধনী, যেন ইন্দু হারালে চকোরে। ননানলে দহে অঙ্গ, বিচ্ছেদ আশ্রয়ে সঙ্গ, তবু পোড়া বিচ্ছেদ না মরে ॥ ছিল প্রেমের সাধ, বিচ্ছেদ সাধিছে বাদ, আগুন বিগুণ দিয়া দোষে। কণাগ্র লাগিলে যার, মুক্তি করে ছারখার, সেই বিচ্ছেদে না নাশে। যুবতীর পতি গতি, তার দেখি এ দুর্গতি, আমি সতী সহিব কেমনে ; প্রাণের বন্ধন দেখে, এতক্ষণ প্রাণ থাকে, কি আর কহিব ধিক প্রাণে ॥ মা য হইল সত্য, তনয়া করি অন্যথা, ধরি দিল নিজ জামাতারে। ভ্রাতা অতি সুজঞ্জাল, পিতা প্রলয়ের কাল, পুত্রী স্বামী বধে আত্ম জোরে ॥ অবিচার বিধাতার, বাঁচা ভার বলার, তবু ছার প্রাণ, নাহি যায়। হৈল এত অপমান, মন কঠিন প্রাণ, তার প্রাণ নাহি যায় হায় ॥ কিছার কঠিন প্রাণী, সুকঠিন লৌহ জিনি, সেই হৈলে তাপে দ্রব হয়। হেন তাপে নাহি গলে, আর না মরিলে হৈলে, পাষাণ অধিক দৃঢ় কত ॥ জানে ইহা পরস্পরে, থাকিতে আছে

এ সংসারে,বজ্রাঘাতে পাষাণ বিদরে। প্রাণ কি কঠিন হৈতে, বিচ্ছেদের বজ্রাঘাতে, নাহি ভেদ তাহার শরীরে॥ বজ্রেতে অভেদ যার, তাহে এ চমৎকার, তারে বৃদ্ধ করে পুষ্পশরে। বজ্র জিনি দৃঢ়তর,বজ্রাধিক ফুলশর, ফুলশরে হানে বজ্র ধরে॥ নীলকণ্ঠ কণ্ঠে বিষ, অঙ্গে ফণী অহর্নিশ, কুলিষ শরীর ত্রিভুবনে। কহে রাজনারায়ণ, বিষ ভক্ষে যেইজন, তার দেহ হানে ফুলবাণে॥

অথ রাজপুত্রকে কারাগারে বন্ধ।

পয়ার। নিশি ভোর ঘরে চোর ধরে জোর ভবে। হস্ত পদ টেনে বান্ধে রাম কান্দে ভাবে॥ গেল ছুর ছেল চুর সব চতুরালি। যাবে কীল মধ্যে খিল কর্ণে লাগে তালি॥ হয়ে ভেক করে লণ্ড ভণ্ড বেশ। বাক্য বাণে প্রাণে হানে ধরি টানে কেশ॥ কি দায় হায় হায় রাজসুত ভাবে। পিপাসায় প্রাণ যায় কি উপায় হবে॥ যার আশে মরি শেষে কোথা সে রহিল। অপমান অসম্মান বুঝি প্রাণ গেল॥ কর্ম্ম দোষে অসন্তোষে কোন দোষে মরি। সুপ্রমাদে বাদ সেধে সিংহনাদে ভরি॥ বান্ধে দন্ড ঘন ঝন্প হয় কম্প ভূমি। মহারাজে দেখি সাজে চোর লাজে উমি॥ দেখি রূপ মহারাজ হয় লাজ মনে। রসকূপ চোর রূপ হেরি ভূপ ক্ষণে॥ নহে দেব অনুভবে দেখি ভাবে ভূপ। অনিমিক নহে আঁখি দেখিল স্বরূপ। হৈয়া মায়া দেব কায়া নাহি ছায়া থাকে। হয়ে নর কি প্রকার মোর ঘরে ঢোকে॥ মনে সন্ধ লাগে ধন্ধ নিরানন্দ হয়ে। কহে চরে রাখ চোরে কারাগারে লয়ে॥ তদন্তর লয়ে চোর অনুচরগণ। রাখে তারে কারাগারে শরীরে বন্ধন॥ দুঃখ যুত রাজসুত মনোগত দুঃখে। নানা ছন্দে দৈব ফান্দে পড়ি কান্দে থাকে॥ কহে দ্বিজ দুঃখ ত্যজ ভজ কালী পদ। যাবে কাল ও জঞ্জাল অকাল বিপদ॥

অথ রাজপুত্রের স্তবে ভগবতীর আগমন।

ত্রিপদী। ভয়ে ভীত রাজসুত, হয়ে চিত্ত ভবযুত, আপনার হেমত, কৈল স্তব কাতর বিশেষে। সুখ সদা মোক্ষধাম, সিদ্ধ হয় মনস্কাম, লইলে শ্রীদুর্গা নাম, ধর্ম্মরায় ভব ভয় নাশে॥ আছে খ্যাত ভব মাঝে, রামচন্দ্র নিজ কাজে, অম্বিকা অকালে পূজে, দেব অরি রাবণ বিনাশে। উদ্ধারিতে দেবতারে, শম্ভুজায়া শুম্ভাসুরে, কাটিলে বসিয়া ভারে, শির ফেলে সংসারের প্রকাশে॥ দক্ষ যজ্ঞ বিনাশিনী, রক্তবীজ বিমর্দ্দিনী, তুমি সর্ব্ব সংহারিণী, নারায়ণী নিস্তারিণী ক্লেশে। সর্ব্ব সারা পরাৎপরা, জন্ম হেতু যোগাইরা, তাপিতে তারো গো তারা, নেত্র বারি বহে গাত্র এসে॥ স্তব বিনে কি করে ত্রাণ, লজ্জায় ফাটিছে প্রাণ, অপমান ম্রিয়মান, দেহ গো অভয় দান দাসে। না হইয় মুগ্ধ সুতে, যদি ত্যজ ভবানীতে, তারা নামে ত্রিজগতে, রটিবে অখ্যাতি অবশেষে॥ ক্রন্দনেতে ফাটে বুক, ক্রন্দনেতে অধোমুখ, দেখিয়া দাসের দুঃখ, না হবে বিমুখ তারা দোষে। জানিলাম সব মর্ম্ম, হেন কর্ম্ম কেন ধর্ম্ম, কণ্ঠে বহে কাল ঘর্ম্ম, কোথা জন্ম নারি কোন দেশে॥ রাজপুত্র স্তব সাঙ্গ, আকাশে খসে স্ফুলিঙ্গ, ঘোর রঙ্গে কম্পে অঙ্গ, ভাবে অঙ্গ কালিকা কৈলাসে। লোমাঞ্চিত হয় গাত্র, বামহস্ত নাম নেত্র, জানি সত্য করে নৃত্য, মুখের তাম্বুল পড়ে খসে॥ ভক্ত দুঃখে ভগবতী, হয়ে বিচলিত মতি, বাহ্যে অতি শীঘ্রগতি, হৈমবতী জয়ারে জিজ্ঞাসে। মোর মনে হেন লয়, দেবে কি হইল ভয়, অসুরেরা কৈল জয়, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কেহ নাশে॥ বিশেষ বৃত্তান্ত গণি, কহ মোরে সত্যবাণী, হেন মনে অনুমানি, কেহ বা প্রহারে মোর দাসে। এত শুনি জয়া সত্য কহিবারে সত্য তথ্য, একে একে স্বর্গ মর্ত্ত্য, দেব দৈত্য আদি সমাবেশে॥ ক্ষণেক নিরবে থেকে, বৃত্তান্ত গণিয়া দেখে, কহে তবে কালিকাকে, নরলোকে ডাকে অতি ক্লেশে। অতি-

স্থানগর ধাম, তব ভক্ত প্রিয়তম, বিজয় সুন্দর নাম, কান্তা বদ্ধ রমণীর আশে ॥ গন্ধর্ব্বের নৃপমণি, চিত্রভানু নাম জানি, তার কন্যা চিত্রাঙ্গিণী তাহারে আনিয়া নিজবাসে। অনুপম রূপ হেরে, ধৈরয ধরিতে নারে, সমাদরে অন্তঃপুরে, বরি তারে তোষে প্রেমরসে ॥ এ কথা প্রকাশ হলে, ভূপতি ক্রোধেতে জ্বলে, বলে ছলে সুকৌশলে, ইন্দ্রজালে বন্দি কৈল শেষে। ধরে তারে মনোসাধে, লৌহের শিকলে বাঁধে পতিত হইয়া কাঁদে, মা বলিয়া সেই কান্দে ক্লেশে ॥ কর ইচ্ছা আপ নার, করিলে বিলম্ব আর, তার প্রাণ বাঁচা ভার, দুরাচার পাছে বা বিনাশে। ভক্ত নামে ভগবতী, জানি অতি দুঃখী সতী, শীঘ্রগতি ভূপপতি, ক্রোধমতি দুর্ম্মতির দোষে ॥ ঘন ঘন হুহুঙ্কার, মুখে মাত্র মার মার, এ সংসার থাকা ভার, সাধ্য কার অগ্রে স্থির আসে। হস্তে খড়্গ কেশ শেষ, রক্ত আঁখি রণবেশ, অঙ্গে নাহি দয়া লেশ, মূর্ত্তি যেন শুম্ভনুম্ভ নাশে ॥ বিকটাকার দশনা, লোহিত লোল রসনা, ক্রোধে লোহিত লোচনা, সুমগনা বিবসনা বেশে। জানিয়া কালীর কায, নিক্ষেপিতে মুণ্ড সাজ, সজ্জা করে রণসাজ, চলে চিত্রভানু রাজ দেশে ॥ ডমরু ডিণ্ডিম ডঙ্কা, ডাকিনী যোগিনী ঝঙ্কা, সংহারিতে যেন লঙ্কা, নাহি শঙ্কা আকিংঙ্কা আবেশে। সঙ্গামাত্য ব্রহ্মদৈত্য, হয় ভয় ত্রিভুবনে, মৈত্র নাশ আশ মত্ত, সমস্ত উন্মত্ত রণ আশে ॥ ভূত প্রেত পিশাচিনী, ডাকিনী হাকিনী জানি, সংহারিণী ভৈরবিনী, সঙ্গিনী যোগিনী মনোল্লাসে। হীন ধব অঙ্গ সব, মুখে মার মার রব, দেখি সব ভাবে ভব, জনরব ভৈরব বিশেষ ॥ ঝঙ্কারিয়া দেয় ঝম্প, প্রলম্ফ উলম্ফ লম্ফ, ভয় ভাবি ভূমিকম্প, বাম্পে দম্ফ দম্ফ আত্ম-রোষে। সঘনে সংহার শব্দ, ভয়ে দেব-কুল লব্ধ, তেজে তপন স্তব্ধ, আরব্ধ সে শব্দ সর্ব্ব দেশে ॥ ভয়ে ভব টলমল, সপ্ত সাগরের জল, কি হিথল কোলাহল, অমঙ্গল সকল আকাশে।

রক্তবৃষ্টি অকস্মাৎ, শব্দ বৃষ্টি ঘূর্ণিবাত, উল্কাপাত বজ্রাঘাত, অকস্মাৎ দিনে তারা খসে ॥ সুরাসুর আদি যত, মহাভয়ে হয়ে ভীত, ভাবে সবে উৎপাত, দুষ্ট যুদ্ধ নিকট জ্ঞানে। মহা ভয়ে মনে বাসি, শিবলোকে উমা শশী, হেনকালে রাহু আসি, অভিলাষী তাহার গরাসে ॥ সুরাসুর আদি সবে, মহাভয় মনে ভবে, মহাদেবে ডাকি স্তবে, পার্ব্বতীর জানিতে বিশেষ ॥ চারি যুগে অবিনাশি, দেব কার্য্যে শেষ ঋষি, শীঘ্র উপনীত আসি, নাহি ভয় ভয়ের বিপাকে। তুমি এই গোলোকে, সকাতরে কাতিকারে, মৃত্যুভয়ে ভয়ঙ্করে, কহে তাকে কারে দোষ দিবে। এত শুনি ভগবতী, কহেন নারদ প্রতি, দৈব গতি দুর্গতি, নিয়ে তার বধে মোর দাসে। সেজন্য সংশয় হয়, মনে মোর এই ভয়, পাছে বা কলঙ্ক রয়, লোকে তাহার উদ্দেশে। এ কথা শুনিয়া মুনি, কহে পুনঃ স্তুতি বাণী, ধৈর্য্য হও নারায়ণী, আপনি এ স্থানে রহ বসে ॥ হিতে বিপরীত হবে, তব নামে কলঙ্ক রবে, যেন ভাগ্য তার কবে, তব দেখা নিজবাসে। যদি হয় অনুমতি, যথা গন্ধর্ব্বের পতি, তথা যাই শীঘ্রগতি, দাস কার্য্য করিবেক দাসে। আমি যে কহিব কথা, তাহা হইবে অন্যথা, দিব তার মর্ম্ম ব্যথা, অবশেষে নাশিব সবংশে ॥ যুক্তি সিদ্ধ সুউপায়, শুনি সতী দিল সায়, নারদ সত্বরে যায়, উপনীত গন্ধর্ব্ব নিবাসে। পাত্র মিত্র বসি ভাবে, নারদে দেখিয়া সবে, নৃপতি উঠিয়া স্তবে, আইস আইস বলিয়া সন্তোষে ॥ ভবানী জননী যার, ভব ভয় নাহি তার, গন্ধর্ব্ব কিসের ছার, তার অরি নাশে অনায়াসে। ভূমণ্ডলে নাহি স্থান, অতি দীন ম্রিয়মাণ, অন্তে তার কর ত্রাণ, রামনারায়ণ দ্বিজ দাসে। কাল গেল মিছা কাজে, মুগ্ধ মন মায়া ফাঁসে, কাল কাল হৈল কালে, কাল হারাইলাম কাল বশে ॥

অথ শিবশাপে অশ্বিনীকুমারের মর্ত্যলোকে জন্ম ও রাজপুত্রের পরিচয়।

পয়ার। তদন্তরে নারদ মুনি জিজ্ঞাসি রাজারে। সৃষ্টি নাশ হয় বুঝি তব অবিচারে॥ কি দোষে করিলে বন্দ শচীপতীর কিঙ্করে। তার দুঃখে দুঃখী নাথ কৈলাস শিখরে॥ সসৈন্যে সাজিয়া বধ করিতে তোমারে। মেদিনী কম্পিতা কম্পে সুরাসুর ডরে॥ তুমি রাজা পুণ্যবান বিদিত সংসারে। একারণ মম দুঃখ হইল অন্তরে॥ যোড়করে কালীরায়ে স্তুতি করে। প্রবোধিয়া আইলাম তোমার আগারে॥ অপরূপ মঙ্গল যদি চাহ নৃপবরে। তব কন্যা দেহ নিত্য নিরঞ্জন সুন্দরে॥ এত শুনি ভূপতি জিজ্ঞাসে মুনিবরে। কালীর কিঙ্কর দোষ কহ কি প্রকারে॥ এত শুনি মহামুনি কহেন রাজারে। সে সব বৃত্তান্ত রাজা শুনহ বিস্তারে॥ এক দিন সদানন্দ আনন্দ অন্তরে। নিমন্ত্রিয়া দেবগণে আনে নিজ আগারে॥ তদন্তর শচীশ্বর সহ পরিবারে। সর্ব্বদেব সঙ্গে ইন্দ্র প্রণমিলা হরে॥ আশুতোষ সসন্তোষ যতেক অমরে। সমাদরে সবাকারে বসায় সত্বরে॥ মেনকা উর্ব্বশী রম্ভা তিলোত্তমা পরে। ঘৃতাচী রূপসী আসি প্রণমিলা হরে॥ ছয় জনে নৃত্য আরম্ভিলা সুখান্তরে। ইঙ্গিতে সঙ্গীত গীত গান মধুস্বরে॥ জিনিতা ব্রহ্মাণ্ড বোধ নৃত্য চমৎকার। ধন্য ধন্য বলিয়া প্রশংসে বারে বার॥ অশ্বিনীকুমার ছিল সবার ভিতরে। নৃত্য দেখি মগ্ন মন দুই সহোদরে॥ লোক লজ্জা ভয় যায় মদনের শরে। বাহু ধরি উর্ব্বশীরে আলিঙ্গন করে॥ দেখিয়া সক্রোধ শিব হইলা অন্তরে। গর্জ্জিয়া সক্রোধ বাণী কহে দোঁহাকারে॥ দেবতা হইয়া লোভ মনুষ্য আচারে। নরযোনি প্রাপ্তে যোনি প্রাপ্ত হবে তোরে॥ বিধাতার ভবিতব্য কে খণ্ডিতে পারে। ষষ্ঠ বিদ্যা ধরি জন্ম লইবে সংসারে॥ নারী লোভে বড় দুঃখ পাবে দেব-

পরে। শুনিয়া কাতর হয়ে দুই সহোদরে ॥ কাঁদিতে লাগিল শিরা নারী পদে ধরে। মহামায়া কর দয়া নন্য কুমারে ॥ দীনহীনে দিন দাত্রী তুমিগো সংসারে। পিতা যদি ক্রোধাকুল হয় বালকেরে ॥ অনক্ত সম্পূর্ণ দিতে মায়ে রক্ষা করে। কুপুত্র হইলে মাতা ত্যজে কি তাহারে ॥ পিতা মাতা দোঁহে ক্রোধ হইলে বালকেরে। কে আর করিবে রক্ষা বিনু মাতা তারে ॥ অপরাধে মাতা দণ্ড হইলে বালকেরে। মা বলিয়া কান্দে তবু জননী আদি স্মরে ॥ জননী যদ্যপি ক্রোধে ত্যজে তনয়েরে। মা বলিয়া কাঁদিলে ক্রোড়ে লয় তারে ॥ করুণ করগো দাসী কাতর কিঙ্করে। শিব বাক্য অগণন এ আমার সংসারে ॥ এখন পাতিব মাতা কি সাগরে। মা বলি কাঁদিলে যেন দয়া হয় তোরে ॥ শুনিয়া হইল দয়া কালীর অন্তরে। সভা অভয় দিয়া পাঠালে সংসারে ॥ ভাবিয়া তবের তারে দুই সহোদরে। উপনীত হৈল আসি অচিন্ত্য নগরে ॥ তথা রাজা চন্দ্রসেন বিদিত সংসারে। অপুত্র সন্তান কুক্ষি গমন সময়ে ॥ পুত্র হেতু মহারাজ শিব সেবা করে। সন্ন্যাসী রূপেতে শিব ফল দিল তারে ॥ সেই ফল খাওয়াইল নিজ মহিষীরে। দুই ভাই চারি অংশ গর্ভে জন্মিল ॥ এক অংশ জন্মে তার রাণীর উদরে। আর তিন জন জন্ম হৈল সে নগরে ॥ মিলন হইল চেরে কিছুদিন পরে। তবে দেবরাজ আসি তোমার আগারে ॥ ছলনা করি হরিতে কহিল কন্যারে। বিবাহ সন্ধান করে তব কুমারীরে ॥ মনোদুঃখে গমন করিল স্বর্গপুরে। তদন্তরে কুমারী জন্ম ইন্দ্র আজ্ঞাসারে ॥ দেখা দিয়া এলো ছলে রাজার কুমারে। চারি জনে তার অন্বেষণে দুঃখান্তরে ॥ বহু দুঃখে উপনীত তোমার আগারে। ষষ্ঠ কন্যা ঘটনা হইল চারি বরে ॥ বন্ধু তিন জন আছে কান্যকুব্জ পুরে। গোপনে কন্যা তব বরিতা কুমারে ॥ এখন বিবাহ তারে দেহ সমাদরে। এত শুনি নৃপ স্তুতি করে।

মুনিবরে। রক্ষা কৈলা মহামুনি বিপদ সাগরে॥ [illegible] নম্র ভূপ তবে চলে কারাগারে। দ্বিজ রাজনারায়ণ রচিল পয়ারে॥

অথ রাজপুত্রের বিবাহ।

চৌপদী। শুনি নারদের বাণী, চিত্রভানু নৃপমণি, মণি হারা ফণী [illegible], ব্যস্ত অতি দ্রুতগতি চলে। যথা বদ্ধ রাজ সুত, তথা নৃপ উপনীত, দেখে দুঃখে দুঃখাবৃত, শোকান্তরে কুমারে বলে। ক্ষম মম অপরাধ, না জানিয়া এত বাদ, সাধিব তোমার সাধ, না জানি বিষাদ মনানলে। না জানিয়া এত দায়, করে রাজা হায় হায়, অশ্রুজলে পড়ে গায়, সহস্তে বন্ধন দিল খুলে॥ না জান বিষাদ মন, দৈবে কর্ম্ম অখণ্ডন, পুত্র ভাবে নারায়ণ, যশোদা বান্ধিল উদূখলে। মনেতে না ভাব [illegible], আমার কর্ম্মের দোষ, আছে কর্ম্ম বিধি বশ, আপন কর্ম্মের ফল ফলে॥ এত বলি নৃপবর, হয়ে হরষিত অন্তর, রাজ পুত্র [illegible], সমাদরে নিল নিজ কোলে। অনুচরগণ পরে, [illegible] করে, নৃপবর নিজ করে, নেত্রজল ধোয়াইল [illegible]। শুভ নিশি পোহাইল, মনোদুঃখ দূরে গেল, সুমঙ্গল কোলাহল, সখীগণ কুমারীরে বলে। রাজ্যে দিল সমাচার, তদন্তর নৃপবর, করে শুভ দিন স্থির কন্যা দান করে কুতূহলে॥ রাজ্যে মহা মহোৎসব, বিবাহের কলরব, গন্ধর্ব্বের নারী সব, মহানন্দ মগনা মঙ্গলে। নর্ত্তকী নর্ত্তক কত, করে নৃত্য অবিরত কত কব অবর্ণিত, বুঝহ পণ্ডিত সে কৌশলে॥ ডমরু ডিণ্ডিম বাজে, ঢক্কা ঢোল পাখয়াজে, ঘন ঝাঁজে ভবমাঝে, বীণা বাঁশী বাজে কোলাহল। দ্বিজ রাজনারায়ণ, করে আত্ম নিবেদন, মন হয় অস্থ্য মন, সে বর্ণন করিব কি ছলে॥

পয়ার। এই মত বাদ্য কত বাহুল্য বর্ণিতে। মহা কোলাহল ধ্বনি নগর মধ্যেতে॥ তদন্তর নৃপবর হরষিত হয়ে। পাত্র মিত্র পুরোহিত বন্ধুবর্গ লয়ে॥ সভা করি বসিলেন কন্যা দান

দক্ষে। সভাসদ সকলেতে সবে চারিভিতে॥ দান সজ্জা বামে পশ্চিমাস্য নৃপবর। দক্ষিণেতে বুধগণ হরিষ অন্তর॥ পূর্ব্বমুখে মনোসুখে পাত্রে বসাইল। ভূমে আসি যেন শশী উদয় হইল॥ সভার শোভার কথা কি বর্ণিব আর। সুরাসুরে ছিন্ন পুরে লাগে চমৎকার॥ সারি সারি পুরনারী করিয়া সুবেশ। স্ত্রী আচারে সবে করে সভায় প্রবেশ॥ দেখিয়া পাত্রের রূপ মোহিত হইল। চিত্রের পুত্তলী প্রায় চাহিয়া রহিল॥ অনঙ্গ দহিল অঙ্গ প্রকাশিতে নারে। বোবার স্বপন সম গুমরিয়া মরে॥ ব্যাকুলা হইয়া সবে স্ত্রী আচার করি। নহে সুখী মনে দুঃখী যায় ধীরি ধীরি॥ ঘরে গেল রামাগণ বিষাদিত মন। সকলেতে নিন্দে পতি আপন আপন॥ বর্ণিতে সে সব কথা এই ভয় মনে। পুস্তক বাহুল্য হয় বুঝ বিজ্ঞজনে॥ বিবাহ হইল শাঙ্গ শুন তার পরে। বাসরেতে বর কন্যা প্রবেশে সন্তরে॥ রঙ্গরসে রসাভাষে পোহাইল নিশি। পুলকিত হৈল দোঁহে সুখার্ণবে ভাসি॥ ভয় গেল প্রকাশিল নির্ভয় চন্দ্রিমা। কত সুখে সুখী হৈল নাহি তার সীমা॥ নিত্য নানা রঙ্গরসে রঙ্গে দুই জন। শিবচন্দ্রাদেশে রচে রাজনারায়ণ॥

অথ রাজপুত্র ছলে রতি বাঞ্ছা।

ত্রিপদী। এক দিন বাক্যছলে, যুবতীরে করি কোলে, সুকৌশলে কহে মৃদুস্বরে। ঈশ্বরের কিবা লীলা, কি অপূর্ব্ব দেখাইলা, তুমি হৈলে জানিতে অন্তরে॥ মনে মোর এই ভয়, পাছে কর অপ্রত্যয়, কেঁদে হয় প্রেয়সী বলিয়া। দৈবযোগে দিবাভাগে, তব ভাবে অনুরাগে, আনন্দে ছিলাম ঘুমাইয়া॥ নিদ্রায় কাতর অতি, হেনকালে দৈবগতি, দেখিলাম অপূর্ব্ব স্বপন। শুন শুন চন্দ্রমুখী, জ্ঞান চক্ষে যেন দেখি, হইতেছে সমুদ্র মন্থন॥ শব্দ সিন্ধু কোলাহল, ভয়ে করে টলমল, জলের হিল্লোল হয় অতি। রত্নাকর মন্থনেতে, আচম্বিতে তথা হৈতে

সুধাকর হইল উৎপত্তি ॥ দেখি চিত্ত চমৎকৃত, প্রাণপাখি
পুলকিত, তদন্তে উঠিলা ঐরাবত। নয়নে নিরখি দেখি, অনি
মিক হৈল আঁখি, তবে লক্ষ্মী উঠে অকস্মাৎ। তদন্তে উঠিলা
সুধা, হেরিয়া হরিল ক্ষুধা, তাপ প্রাণ শীতল হইল। শেষে
দেখি লাগে ভয়, সৃষ্টি যেন লয় হয়, উঠিল এমত হলাহল ॥
আমি যেন হেনকালে, উপনীত সিন্ধুকূলে, দৈববশে বিষেতে
ধরিল। তোমার ভাগ্যের বশে, সৃষ্টি নাশে যেই বিষে, হেন
বিষ শরীরে নাহিল ॥ ইহা দেখি পুলকিত, হয়ে মত্ত ঐরাবত,
শুণ্ডে করি কুম্ভে বসাইল। তদন্তর সুধাকর, হয়ে হরষিতান্তর,
মনোসুখে সুধা আনি দিল ॥ চকোর আমার প্রাণ, সুখে
করে সুধাপান, হেনকালে হৈল নিদ্রা ভঙ্গ। দেখহ প্রত্যক্ষ
তার, কহিতে সে সুবিস্তার, রোমাঞ্চিত হইতেছে অঙ্গ ॥ শু-
নেছি লোকের মুখে, দিবসে স্বপন দেখে, আপন ভাণ্ডারে
যদি হলে। এ কথা অন্যথা নয়, আছে তাহে সুখোদয়, নিশ্চয়
স্বপ্নের ফল ফলে ॥ বিষে জ্বালাতন প্রাণ, সাক্ষাতে দেখাহ
প্রাণ, দেহ সুধাদান যাকু ব্যথা। শুনিয়া যুবতী কয়, এ কি কথা
মহাশয়, নারী হয়ে সুধা পাব কোথা ॥ কহিছে রসিক রাজ,
এ কি কথা নাহি লাজ, কর কত সব প্রবঞ্চনা। জানিলাম
কত দিনে, তুমি অতি সুকঠিনে, নিজজনে থাকিতে দিলেনা ॥
পুনঃ ধনী হেসে কয়, কহ দেখি মহাশয়, তোমাতে অদেয়
কিবা আছে। এ কি ঠাট এত নাট, কত মান হাট ঘাট, হেন
নাট পেলে কার কাছে ॥ পুনঃ কহে যুবরাজ, ত্যজিয়া আপন
লাজ, স্বপ্নকথা দেখহ প্রত্যক্ষে। কি হইবে বাকছলে, সাক্ষা-
তে দেখিতে পেলে, না মানি সিদ্ধান্ত পূর্ব্ব পক্ষ ॥ যৌবন স-
মুদ্র ময়, তাহে সিন্ধু করিব মন্থন। শব্দ কোলাহল হবে, মে-
দিনী কম্পিবে ভবে, তোমার নিক্কণ ঘন ঘন ॥ মন্থনেতে
তদন্তর, হবে শোভা কি সুন্দর, মুখ রূপ চন্দ্রের উদয় ॥ দেখি
নিজ মনে ভেবে, হৃদয় মাঝেতে এবে, পাবে ঐরাবত কুম্ভদ্বয়।

নই মদনের কাছে, অঙ্গবস্ত্র খসাইলে, রূপে হবে অধৈর্য্য. ..পতি। মন্থনেতে তদন্তরে, তব মুখ শশধরে, হবে মত্ত মু- ..র প্রবৃত্তি ।। অনন্তর হলাহল, হবে অতি সুপ্রবল, এই তব ..ন ইঙ্গিতে। সেই বিনে নৃপতি ক্ষয়, আশুতোষ আপন তনু, মৃ বিন সহিবে সমাকেতে ।। ইহা দেখি হয়ে ব্যস্ত, কৌস্তুভ ..হস্ত, তুলে লবে কুণ্ডল নাথে। ইহা দেখি তারকার অন্য ..হা শশধর, মম মুখে মিলিবে অব্যাহত।। সুধাংশুর সুধা ..নে, মম মত্ত হবে প্রাণে, প্রাণ যুড়াইবে অনায়াসে। তুমি ..ন্ত কর যারে, কি করিতে পারে তারে, নয়ন কটাক্ষ হারে ..রবে।। এ কথা শুনিয়া ধনী, বলে শুন গুণমণি, হেন কর্ম্ম নারিব দিবসে। এ কার্য্য করিতে সঙ্ক.. ..হ ভয় হয় লজ্জা, ক দেখি যদ্যপি কেহ আসে।। শুন তবে গুণনিধি, এ কর্ম্ম করিবে যদি, অগ্রে কর গৃহদ্বার বন্ধ। শুনিয়া ভার্য্যার বুদ্ধি দার বন্ধে আসুরক্তি, নাহি সন্ধ মনের আনন্দ।। নন্দে নন্দে সদানন্দে, প্রেমানন্দে নাহি বন্দে, সানন্দে সম্ভোগ কাম যাগে। বুকে বুকে মুখে মুখে, অধর চুম্বন সুখে, দৃষ্টি চক্ষে বাড়ে অনু রাগ।। দন্তে দন্তে অঙ্গে অঙ্গ, সুরতাঙ্গ নহে ক্ষান্ত, অশান্ত দুজনে অনঙ্গেতে; খণ্ডে খণ্ড ভাঙ্গে ভাঙ্গ, কেশ বেশ লণ্ড ভণ্ড, প্রচণ্ড মন্থন নানা মতে।। তোলে সুখ রসসার, বাড়ে সুখ রসনার, পরস্পর রস আস্বাদনে। এই মত কর কত, সুখ যত অবর্ণিত, বুঝহ পণ্ডিত ভাবি মনে।।

অথ রাজকন্যা ছলে বিপরীত রতি বাঞ্ছা

পয়ার। নিত্য নানা রসে নিশি বঞ্চে দুইজন। অনন্তর এক রাত্রে শুন বিবরণ।। যুবতীর ছিল রাগ যুবক উপরে। তাতে সঙ্কুচিত করে সেই কিপ্রকারে।। দিবসে ভুঞ্জিল রতি অতি কুতুকী হলে। তার সম মম দুঃখ সাধিব কি ছলে।। ভাবি অতি বুদ্ধি মতী পতি পাশে গিয়া। ছলে ছল ছল আঁখি ছলনা করিয়া।

বলে শুন প্রাণ প্রাণ অকারণ কায। সে ভাব ভাবিয়া মোর কৈক্তে হয় লাজ ॥ বসিয়া ছিলাম আমি অট্টালিকা পরে। হেনকালে সখী এক কহিল আমারে ॥ নলিনীর সখা ভানু অম্বর হইতে। কর্ম্মফলে ভূমণ্ডলে পরে রজনীতে ॥ নিশিতে নলিনী নীরে আছিল মুদিতা। সখা দুঃখ দৃষ্টি কষ্টে হয়ে বিকসিতা ॥ বিকসিতা দুঃখাবৃতা হইয়া দুঃখেতে। ভাবিয়া আকাশে উঠে তদন্ত জানিতে। লাজে নতশিরা হৈল দেখি-য়া সঙ্কট। মৃণালে ধরিয়া বলে উঠ উঠ উঠ ॥ প্রিয়বাক্য প্রিয় তার উঠিবারে চায়। ধরিয়া অধরা পুনঃ ধরায় লোটায় ॥ ধরা সে অধীরা হৈল ধৈরয ধরিতে। কায়ায় কম্পিত হয়ে লাগিল কাঁপিতে ॥ মেদিনী কম্পিতা তাহা দূরে হৈতে দেখে। গিরিশৃঙ্গ যেন ভঙ্গ কম্পেতে অধোমুখে ॥ মেঘাচ্ছন্ন ছিল শশী পরের দুঃখেতে। আকাশে বিকাশ হয়ে লাগিল কান্দিতে ॥ পূর্ণচন্দ্র পৌর্ণমাসী বোধে জলনিধি। উথলিল তদন্তরে চমৎ-কার বিধি ॥ নিশাকর করে দিবাকরে করে ক্ষীণ। তারাগণ পড়ে খসি হইয়া মলিন ॥ নিরন্তর সুধাকর সুধা করে দান। তথাচ নলিনী সখা নহে সমাধান ॥ এ কথা শুনিয়া আসি গেলাম দেখিতে। গিয়া দেখি কেহ নাই গেছে স্বস্থানেতে ॥ সেই হৈতে মহাদুঃখে ফাটে যে হৃদয়। দেখিতে বাসনা মনে হয় অতিশয় ॥ ভাবে পতি সতী কথা বুঝিয়া ইঙ্গিতে। বলে হাসি রূপসী সে তোমার সাধ্যেতে ॥ কমলিনী তুমি নই আমি জানি তোরে। আমি তব সখা ভানু পড়ি ধরা-পরে ॥ আছহ যৌবন নীরে হও বিকসিত। আকাশ ভাবিয়া রূপে উঠহ ত্বরিত ॥ ভুজ সে মৃণাল সম তাহে ধরে মোরে। ধরিবে উঠিতে মোরে নিতম্ব প্রহারে ॥ সেই স্থলে উঠিতে চাহিব বারে বারে। পড়িবে উঠিবে স্তন তব তার ভরে ॥ তাহে আর বার বার মেদিনী কাঁপিবে। অর্থাৎ যে অবিলম্বে নিতম্ব দুলিবে ॥ সেই স্থলে মেরুসম কুচ সে দলিবে। যেন

় মম হৃদে পড়িবে উঠিবে ॥ যত্র মুখ সুখচন্দ্র প্রকাশ হ-
বে। মেঘ মুক্ত চন্দ্রোদয় তাহাতে বুঝিবে ॥ সেই চন্দ্র
সুধায় পৌর্ণমাসী হবে। লজ্জারূপা জলনিধি তাহে উথ-
লিবে ॥ চন্দ্র হবে মোর কর্ম্ম ধর্ষিত করিবে। বুঝ সর্ব্ব ঘর্ম্ম
জলে চন্দ্র কান্দিবে ॥ ঘর্ম্মধারা সেই জল ভুতলে প-
ড়িবে। মলিন বরণ যেন তারা তারা হবে ॥ সুধাকর
র সুধাদান দিবে। তবু মোর মন সমাধান না হইবে ॥
রী সুন্দর তার বুঝি অনুভবে। মনোমত কর্ম্ম ধনী আর-
ম্ভ না করে ॥ এইমত কর্ম্ম যত কে কত বর্ণিবে। ভাবেতে
বক জন বিশেষে বুঝিবে ॥ পুরভাগে শান্তমতি রতি
ক্ত দোঁহে। আপন মনের কথা পরস্পরে কহে ॥ রামচ-
ন্দ্র বলে প্রিয়ে শুনহ বচন। এ কর্ম্ম সাধনে সদা ছিল মোর
॥ চোররূপে তব সহ হইল প্রণয়। হেন কর্ম্ম কি প্রকা-
চোর ভাবে হয় ॥ সর্ব্বত ভাবেতে নাহি ছিল সুখোদয়।
হাতে সমস্ত মনে প্রকাশের ক্ষয় ॥ এত দিনে হইলেন বি-
া সদয়। বুঝিলে মনের দুঃখ শুনহ নিশ্চয় ॥ এত শুনি
মনী পতি প্রতি কয়। কহিলে মনের কথা ওহে রসময় ॥
েয় অধিক নারীর লজ্জা ভয়। তাহাতে কলঙ্ক ডালি
ী শিরে বয় ॥ রোপিয়া প্রেমের ফল আপন হৃদয়। না
চ অঙ্কুর হয় কলঙ্ক উদয় ॥ ওই অঙ্গ নিয়োজিত করিয়ে
ার। আর অঙ্গ সশঙ্কিত কলঙ্কের দায় ॥ এক নেত্রে
েখিত দেখিবে তোমায়। আর নেত্র লজ্জায় প্রহরী দেখ
॥ আছিল তব এক বাক্যের শ্রবণে। আর কর্ণ ছিল
কলঙ্ক কথনে ॥ আছিল রসনা প্রেম রস আস্বাদনে।
এক তিক্ত কলঙ্ক ভক্ষণে ॥ নাসারন্ধ্র ছিল এক
সুরভি ঘ্রাণে। আর রন্ধ্র ছিল সদা লোক লজ্জা ঘ্রাণে ॥
ছিল প্রেম কার্য্যের সাধনে। আর কর আচ্ছাদিত

দৃঢ় আচ্ছাদনে ।। এক পদ চিহ্নিত যাইতে দেশান্তরে । পাদ হইতে বদ্ধ কুল ভয় ডরে ।। এক মন দুই ঠাঁই ছিল আদ্ধ ! কুলে বদ্ধ অন্ধ আর প্রেমে অন্ধ বদ্ধ ।। প্রাণেতে নিত তনু কি কব সে কথা । ওরে প্রাণ আছিলাম জোতলতা ।। দ্বিজ কহে ইথে কেহ করহ সংশয় ।। প্রেম রমণী কাছে সুধালে প্রত্যয় ।।

অথ চিত্রাঙ্গিণীর মান ।

ত্রিপদী । সতী পতি প্রেমাবেশে, নিত্য নানা নবঃ নব কৌতুকে করয়ে বঞ্চন । পুলকে প্রলয় হয়, মুখে মুখে মন, নানা কাব্য প্রেম আলাপন ।। যুবরাজ মনে ভ আনে প্রেম বৃদ্ধি হবে, প্রিয়ারে করাব ছলে মান । পর চাহি দান, ইথে রবে দৃঢ় মান, শেষে হবে স্তবে সমাধান । সুখে দুই জনে, আছে প্রেম আলাপনে, রাজপুত্র কহিল হাসিয়া । কৈতে মনে ভয় বাসি, যদি বলহে প্রিয়সী, তবে বিশেষ করিয়া ।। শুনি ধনী হাসি কয়, অদেয় কি মহ সাধ্য হয় অবশ্য করিব । ধন মন দেহ প্রাণ, সকলি কর প্রান, আর কি অদেয় তাহা দিব । যুবরাজ তদন্তরে, যুব তীরে ধরে, মৃদুস্বরে কহিছে বচন । চিত্তহরা নামে দাসী, শশী সুরূপসী, মোর চিত্ত করিল হরণ । তাহার লাবণ্য চ মন যে চকোর কান্দে, করিবারে তার সুধাপান । স তোমার সাধ্য, চিত্তহরা তব বাধ্য, বারেক আমারে দান ।। এ কথা শুনিয়া ধনী, ক্রোধেতে না স্বরে বাণী যেন দিল বহ্নি মাঝে । মনেতে ভাবে যুবতী, দাসীরে ভু লকি, পোড়া মুখে বল কোন লাজে ।। রুষিয়া পতিরে নাহি কিছু ধর্ম্ম ভয়, মোর ভাগ্যে আর কত হবে । ভার্য্যা যুবতীগণ, যোগাইব অন্য জন, পতির অন্তর জুলাই তোমারে কি করি রোষ, সকলি ভাগ্যের দোষ, স্বভা

হিক যায় মলে। শর্করায় নিম্বফলে, অঙ্গারেরে দুগ্ধসলিলে, তিক্ত কাল নাহি যায় ধুলে॥ সিংহাসনে কুক্কুরেরে, রাখিলে যতন করে, ভস্মাসনে সদা ইচ্ছা তার; শূকরেরে কুশমূলে, মক্ষিকারে মধু দিলে, তবু চেষ্টা করে কদাচার॥ নারীর কপালে ছাই, আমার মরণ নাই, কত আছে এ ছার কপালে। কুলবধূ কোথা পাব, কিসে প্রাণ যোগাইব, না জানি কি হবে বৃদ্ধকালে॥ শুনিয়া নারীর উক্তি, আরক্তিয়া দুল যুক্তি, বলে প্রিয়ে শুনহ বচন। বহু রত্ন থাকে যার, ধনাশা কি কায তার, অন্য ধন না করে গ্রহণ॥ শুনিয়া পতির কথা, রসবতী পেয়ে ব্যথা, ক্রোধভরে উপজিল মান। বস্ত্র আচ্ছাদিয়া অঙ্গে, মজিয়া মান তরঙ্গে, মনোদুঃখে ঢাকিল বয়ান॥ দেখি রমণীর মান, রাজপুত্র ম্রিয়মান, তাবে মনে কুকর্ম্ম হইল। স্বভাবে অভাব দেখি, ক্ষণেক নিরবে থাকি, বিনয়েতে কহিতে লাগিল॥ হাসিতে কপালে ব্যথা, হেন মান পেলে কোথা, হেন মান পেলে কোথা, কর কেন এত অভিমান। রহস্যে, ঔদাস্য করে, করাঘাত কর শিরে, ইথে কি আমার বাঁচে প্রাণ॥ এত কেন রুষ্টা হয়, তুষ্টা হয়ে কথা কও, না বুঝিয়া রহাস্যেতে এত। যে দেখি তোমার রীতি, হইলে লম্পট প্রতি, না জানি কি গতি তব হৈত॥ মিছা সাধে সাধ বাদ, করেছি যে অপরাধ, তাহার বিহিত দণ্ড কর। ত্যজ নিজ মান প্রিয়ে, কথা কহ হৃষ্ট হয়ে, নিজ মন না হয় অপর॥ এতে যদি রুষ্টা হও, নহে মোরে কটু কও, তথাপি এ জ্বালা যুড়াইবে। অগ্নি হইলে সুপ্রবল, স্নিগ্ধ কিম্বা উষ্ণ জল, সিঞ্চনে নির্ব্বাণ বুঝ হবে॥ তোমার বিরহানলে, দেখ প্রায় অঙ্গ জ্বলে, বাক্য জলে করহ নির্ব্বাণ॥ নিজ অনুগত জনে, হৈলে অতি সুকঠিনে, কেমনে যুড়াবে বল প্রাণ॥ যে ছিল প্রণয় শশী, রাগরূপ রাহু আসি, তারে ধরি করিল গ্রহণ। দেখি সেই অবিচার, চকোর যে মনামার, দুঃখী হয়ে করিছে

রোদন ॥ তুমি যদি মনে কর,রাহু বিনাশিতে পার, ধর
অস্ত্রীর প্রহারে। রাহু হৈলে অপমান, চকোর পাইবে
উদিত দেখিলে সে শরীরে ॥ যুবরাজ যত বলে, যুব
হিক ভুলে, মনে ভাবে একি হৈল দায়। নানা ছলে
লোতে, কথা কিছু কহাইতে, কত মতে করয়ে উপায়।
তীরে করি কোলে, নানামত বাক্য ছলে, যত্ন করে ঘুচ
ক্রোধ। সে কথা না শুনে ধনী, হয়ে রহে অভিমানী,
কোথা রহে উপরোধ ॥ রাজপুত্র অনন্তরে, যুবতীর করে
স্তুতি করি সাধিতে লাগিল। হেনকালে অকস্মাৎ,
ধনী নিজহাত, পতি অঙ্গে কঙ্কণ ঠেকিল ॥ যুবরাজ ঐ
কাতরে নারীরে বলে, ভার্য্যা হয়ে মারিলে পতিরে।
নাহি হেন দাঁড়া, সৃষ্টি ছাড়া কৈল বাড়া, সব পোড়া
লেক্তে করে ॥ দুঃখে মুখে হাসি পায়, না দেখি না শুনি
নারী হয়ে পতি ধরে মারে। মনোমত হৈলে পতি, না
এ দুর্গতি, থাকিতাম সদত আদরে ॥ অপ্রেমিক অরসিক
রূপ বিরূপাধিক, ধিক ধিক ধিক বিধাতারে। দাঁড়াইবার
নাই, রমণীর মার খাই, এ দুঃখ কহিব আর কারে ॥
রাম যতক্ষয়, ধনী অভিমানে রয়, ভাবে মনে কি দায় ঘ
নিজ মান প্রকাশিয়া, আপনি পশ্চাৎ হয়্যা, ছল করি শ
রহিল ॥ ক্ষণে ফেরে আশে পাশে, যুবতী মনেতে হাসে,
রূপে কি মান সাজে ভাল। যার কর্ম্ম সেই বিনে, নাহি প
অন্য জনে, সে ছল বিফল শেষে হৈল ॥ তদন্তস্য অধোমু
মৌন হয়ে মনোদুঃখে মনে মনে করয়ে চিন্তন। এই
ভাবি মনে, উঠে পুনঃ ততক্ষণে, শয়াসনে করিল শয়ন ॥
দিয়া পতির গতি, যুবতী দুঃখিত অতি, মনে ভাবে কথা
কই। পুনঃ ভাবে এই হবে, তাহে মাত্র মান যাবে, অ
কিছু কাল সহে রই ॥ সে উপায় নিরুপায়, ভাবে রায় হৈ
দায়, পুনরায় পায়ে ধরি সাধে। এত মান কেন প্রাণ, রা

আমার মান, দেহ প্রাণ দান অপরাধে। কি আমারে বিরসে রেখে, কেনথাক অধোমুখে, মনপ্রাণজ্বলে মনানলে। তুমি মান অপমান, তুমি যদি কর মান, কে সুধাবে প্রিয়তম বলে।। সঁপেছি তোমারে প্রাণ, রাখ বা বধবা প্রাণ, মান অপমান তব পাশে। তুমি দয়া না করিলে, কে জুড়াবে এ অনলে, গুরুমান কেন লঘুদোষে।। তোমারি আশাতে আশা, তুমি না পুরালে আশা, আশার আশা কে আর পুরাবে। আশা দিয়ে আমি মেয়েরে, সে আশা নিরাশা করে, কিবা আশে রহিলা নিরবে।। তব আশা পূর্ণ হৈল, মোর আশা ফুরাইল, মান ছলে ত্যজিলা আমারে। মানে মানে মান হত, প্রাণে মান নহে কত, মান লয়ে থাক মান ভরে।। মান লয়ে রসবতী, সসম্মানে কর স্থিতি, দেহ অনুমতি যাই দেশে। বুঝিয়া পতির মন, রসবতী ততক্ষণ, কহিতে লাগিলা মৃদু হাসে।। কি কহিলে প্রাণনাথ, একি কথা অকস্মাৎ, দেশে যাবে ত্যজিয়া আমারে। অয়স্কান্ত মণি যেই, লৌহ কি ছাড়য়ে সেই, অলি কোথা ত্যজে নলিনীরে।। অভিমান হৈল ভঙ্গ, কত মত করে রঙ্গ, নানারঙ্গ অপাঙ্গ ভঙ্গিতে। অনঙ্গ হইল সঙ্গ, কব কত রঙ্গ ভঙ্গ, পতি অঙ্গ সঙ্গ আনন্দেতে।। কহে রাজনারায়ণে, প্রেম বাড়ে অভিমানে, অভিমান প্রেমের তরঙ্গ। প্রেম জানে মর্ম্ম তার, অন্যে পার হওয়া ভার, দেখি রঙ্গ সাগরে তরঙ্গ।।

অথ রাজপুত্রের দেশে গমন।

পয়ার। অবশেষে রসাভাষে হাসি কহে ধনী। চিত্তহরা মনোচোরা হৈল কিসে শুনি। রসিকার রসের বাক্যেতে রসরাজ। বলে ছলে ছলিলাম জানিবারে কায।। কর কি না কর অভিমান ইহা শুনে। হিতে হৈল বিপরীত না বুঝিয়া মনে।। রসিকা হইয়া না বুঝিয়া এ চাতুরী।

অকারণ মান কেন করিলা সুন্দরী ॥ শুনি হাসি
সুখী কাছে ততক্ষণ। মন মান যেন প্রাণ বুঝিবারে
উভয়ের মনোকথা বুঝিয়া উভয়ে। সন্তোষে রহে
আনন্দ হৃদয়ে ॥ কিছু দিন এই রূপে বঞ্চিয়া দুজনে।
পুত্র দেশে যাইতে স্থির কৈল মনে ॥ রমণীরে তদন্তরে
নয়ে কহিল। উভয়ের মনের মানস পূর্ণ হৈল ॥ অতএব
প্রিয়ে আমার বচন। অতঃপর মোর সঙ্গে করহ গমন ॥
বাণী শুনি ধনী অনেক কহিল। প্রিয় বাক্যে প্রিয়া স্থির
তা হৈল ॥ বুঝি মন ততক্ষণ দিলেন সম্মতি। রাজপুত্র
লেন যথায় নরপতি ॥ সম্ভাষ করিলা ভূপ দেখিয়া জাম
বিজয় সুন্দর বলে বিদায়ের কথা ॥ হইল অনেক দি
সেছি বিদেশে। বিশেষত পিতা মাতা মরিবে ক্রন্দ
শুনি ভূপ কুমারেরে কহিছে তখন। পূর্ব্ব অপরাধ ক
রিবে মার্জ্জন ॥ বিজয় সুন্দর কয় এ কেমন কথা। আ
পুত্র মত জানিবা জামাতা ॥ এত শুনি নৃপমণি আন
হৈল। কন্যারে লইয়া যাইতে অনুমতি দিল ॥ তদন্তর
স্থির করিলা রাজন। অশ্ব রথ সৈন্য কত করিলা সাজ
বিদায় হইতে গেল রাজ অন্তঃপুরে। তদন্তরে প্রণ
রাজার রাণীরে। আশীর্ব্বাদ মনে মনে করিল মা
আমার কন্যার বশে থাক দিবানিশি ॥ জামাত
বসিবারে দিলেন আসন। সখী সম্বোধিয়া কপাটের ব
কন ॥ শুনিয়া শুনিয়া কথা কন ধীরে ধীরে। আর
দিন বাপু থাক মোর পুরে ॥ বাপের অধিক স্নেহ
বালকেরে। মায়ের অধিক স্নেহ বালিকা উপরে ॥
দিয়া পুত্র বাপু পেয়েছি তোমারে। গমনে ডুবিব
দুঃখের সাগরে ॥ চন্দ্র সম মোর ঘর আলোকরে ছি
এত দিনে মোর পুরী আন্ধার করিলে ॥ পুনঃ
নিষেধ করিতে যুক্তি নয় ॥ শ্বশুর বাটীতে কেবা চির

হয় ॥ দুই কিম্বা তিনটি যদ্যপি হৈত মেয়ে। তবু ত পাঠায়ে আমি থাকিতাম জিয়ে ॥ সর্ব্বদা সংবাদ দিত থাকিবা যেমন। অভাগী জীর্ণের কাক হইল এখন। বালিকা হইতে মোর কন্যা চিত্রাঙ্গিণী। থাকে নাহি গায়ে সয় অতি সোহাগিনী। সদত করেছে মান মায়ের উপরে। না জানি কেমনে রবে শ্বশুরের ঘরে ॥ ভাল মন্দ কর্ম্ম কোন না পারি বুঝিতে। পাছে বা বিরূপ ভাব জানিয়া মনেতে ॥ সে সকল দোষ বাপু আমারে ক্ষমিবে। না জানিলে শাশুড়ী হত্যার পাপ হবে ॥ যদি কথা রাখ বাপু শাশুড়ী বলিয়া। মাঝে মাঝে একবার দিও পাঠাইয়া ॥ সখী বলে সে কথা কেন- সো কও ওরে। বাপ মা রয়েছে তব মাথার উপরে ॥ রাণী বলে যে বলিলে সত্য এ সকলি। বলিতে দিয়েছে বিধি তৈই- দিন বলি ॥ হৃদন্তরে ডাকি রাণী নিজ তনয়ারে। কান্দিয়া কাতরে কিছু কহিছে তাহারে ॥ চলিলে পরের ঘরে সাবধানে থেকো। ভুলনাকো অভাগী মায়েরে মনে রেখো ॥ যদি বিধি মেয়ে দেয় তোমার উদরে। তখনি মায়ের মায়া জা- নিবে অন্তরে ॥ মা হৈলে মায়ের মায়া জানিতে পারিবে। বলে ছিল মা বটে বলিয়া মনে হবে ॥ সাবধানে সদা থেকো ওরে বাছাধন। সেখানে হওনা আছ এখানে যেমন ॥ শাশু- ড়ীর কথা শুন মন যোগাইয়ে। তবেসি তোমারে স্নেহ করি- বে অন্তরে ॥ ননদী সতীনে যদি কহে কুবচন। হইবে মাটির মেযে না কবে বচন ॥ গুণ শুনে মা বাপের প্রাণ জুড়াইবে। কলঙ্ক শুনিলে জলে ঝাঁপ দিতে হবে ॥ সতত পতির মন য- তনে যোগাবে। তবেসি নয়ন আড়ে তোরে হারাইবে ॥ এই মনে বুঝাইয়া অশেষ প্রকারে। আপনি রথেতে তুলি দিল তনয়াবে ॥ কান্দিয়া কহিছে কন্যা হায় কি করিব। মা বলে সেথায় আমি কার কাছে যাব ॥ তবে রাজা শত রথ পুরি দিল ধন। বহুতর সৈন্য দিল সঙ্গের রক্ষণ ॥ এইমত

। এ যত কে পারে বর্ণিতে। রথ চালাইয়া দিল অতি অ... পেতে।। অন্তঃপুরে কোলাহল ক্রন্দনের ধ্বনি। প্রবোধ করিতে গেলা নৃপতি আপনি। শ্যামাকুঞ্জ পাশেতে চলিল সর্বজন।। এথায় সাধুর গৃহে শুন বিবরণ।।

কন্যার বিরহ বর্ণনা ও রাজপুত্রের বাটী আগমন ও স্বর্গে গমন।

পয়ার। শ্যামা সাধুরসুতা [illegible] বিরহে। বিরহ শ্যামাকুঞ্জ বালা বিধিমতে কাঁদে।। দৈবদোষে উপনীত হৈল ফাল্গুন। বসন্ত বিষম ঋতু বাড়ায়ে আগুন।। কোকিল কুহু স্বরে ডাকিছে অনাথ। ভ্রমর গুঞ্জন শুনা সুন্দরী মরমে তাহে মলয় মারুত মন্দ মন্দ সমীরণ। মালতী মাধবী যুথী বকুল বিকশিত।। শুনে মত্ত প্রেম চিত্ত মদনের বাণ। বিরহে কুসুম বনে ভ্রমরী ভ্রমরা।। বিরহে শ্যামাকুঞ্জ নিজ মন্দিরে বসন্তে বিনোদ সাজে পতি বিরহিণী।। যথা মদনা মধু দেখে দুঃখে। নিরখে নয়ন জলা নাগরে না দেখে।। পতি প্রাণ পতিরে মদন। পঞ্চশরে পতি পদ্ম করে নিরীক্ষণ নিশাকর করে কলেবরে দাহ ক্রমে। যে রমণীর সুন্দরী হিয়ে শোক শেষে।। পতি বিনে পঞ্চবাণে প্রাণ পায় জ্বালা মদন যে জ্বালা সহে সহজে সরলা।। আশা নাথ আসিবে আশয়ে আশায়। আশাপথ আশ্বাসী আশায় অস্ত যায় একাকাল পেয়ে কাল কাল হৈল নিশি। নিশাশিতে বালা নিরখিয়ে শশী।। অঙ্গেতে অনল আগ্ন অলঙ্কার রিপু। অঙ্গ শুভ্র অনঙ্গ অঙ্গারে দহে বপু।। কলেবর কাতরা কাঁদিছে না সুখ। যার মন্ত্রী মধুকর মল্লিকা মকুল।। মল্লিকা মালতী যু

[illegible] কিংশুক কুসুম। আশে পাশে নাশে গ্রাসে আসে যেন যম ॥ [illegible] সম মঞ্জরিল নূতন পল্লব। তাহে কি তরুণী বাঁচে বিচ্ছে- দী কান্ত। দুঃখের অবধি নাই নাহি কোলে প্রিয়। সে সব তরুণী আছে কিবা যথা প্রিয় ॥ কুহুস্বরে কামজ্বরে কাঁদিয়া আকুল। বিরহ বিবাদে বাক বিরহে বিচ্ছেদ। তাহে আর [illegible] তাহে কুচগিরি। সবে আপন অঙ্গ কেও হৈল অরি [illegible] সে অচলা কাঁদিয়ে। নিশিতে নয়নে নীর [illegible] ॥ কবি কহে কবিতা রচিত আর কত। নিয়া- [illegible] নাহি [illegible] কেবল কথা ॥ মরিতে উচিত কিন্তু এই [illegible] পরাধীন হবে বন্ধু সবে পরকাশা ॥ সর্ব্ব জনে [illegible] বলে বলে রাজা। দুষ্টের দমন করে পালে শিষ্ট প্রজা। [illegible] আর আছে অধিকার। পুষ্পরে ফুকরে যেন [illegible] ॥ কোথাকার পোরে নীরে স্নানাগ্রে ধুলা। সেই [illegible] মত কারে দেয় জ্বালা ॥ দম্পতী জনেরে দেয় সুখো [illegible]। বিরহী জনের জন্য নাহি শাক দুখ ॥ দম্পতী [illegible] পেলে কাম রাজ্য। নমস্ত সম্ভোগ সুখে সাধে [illegible] ॥ উভয়ে উত্তম বেশে অঙ্গে আভরণ। বিবিধ [illegible] কেশ করয়ে সাজন। চপলা চিহ্নিত চেয়ে চমৎকার [illegible]। চন্দ্র চিহ্নে চন্দ্রমুখ চিন্তে চিহ্নে রাত ॥ তাহে আর চমৎকার [illegible] অতি। অমতী যুবতী সুখে রাখে রতিপতি অনঙ্গ তরঙ্গে অঙ্গে যদ্যপি উথলে। নাহি শঙ্কা তঙ্কা মারি তবে [illegible] ॥ রতিপতি কন্তু করে উপপতি সঙ্গে। রসিক রসিকা দোঁহে ভাসে রস রঙ্গে ॥ বসন্ত কৃতান্ত সম সদত বি- শ্রাম। নির্জ্জনে দুজনে জাগে জাগাইয়া কাম ॥ সুখে ভাসে সদত সোহাগে প্রিয় কোলে। কিবা সুখ সিন্ধু বিন্দু বোধ সেই কালে ॥ সেই সাজ দেখি লাজ পায় রতিপতি। সমস্ত সংবাদ কহে যথা নিজপতি ॥ শুনি সঙ্গে সসৈন্য সাজয়ে সঞ্চারী। কোকিলা কৌতুকে গায় কুহু কুহু করি ॥ ক্রোধে

হয় [illegible] যৌধ হানে ফুলবাণ । উঠিলে মদন বহ্নি বাড়িতে নির্ব্বাণ ।। ত্রিভুবনে হইলে বসন্ত অধিকারী । নিষ্করুণ নিশাকর সঙ্গেসখ্য তারি ।। সময়েতে শশধর শমনে সারথি । সতী জ্বালায় দুঃখে সন্তোষ অসতী ।। এই রূপে সাধুবালা দে শ্বাস ছাড়ে । কাক রূপী নাগ রাজ হয়ে গালি পাড়ে ।। এই রূপে খেদ করে সাধুরনন্দিনী । হেনকালে ঘোর বাদ্য কোলাহল ধ্বনি ।। চর আসি সাধুপুরে জানায় সংবাদ । শুনি পতির কথা যুবতী আহ্লাদ ।। ধরিয়া নরের দেহ যত সেনাগণ । সাধুপুরে প্রবেশ করিল সর্ব্বজন ।। রাজপুত্রে হেরি তবে সখা তিন জন । পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ করে আলিঙ্গন ।। রাজপুত্র পরে প্রবেশিল অন্তঃপুরে । সমস্ত সংবাদ সুখে কৈ সবাকারে ।। সাধুর পুরের যত পুর নারীগণ । রাজকন্যা সহ গেল করিয়া যতন ।। সাধুসুতা মনানলে পীড়িতা আছিল সে [illegible] সতীনে দেখে শীতল হইল ।। ভাবে মনে পতি মো দুঃখে ছিল ভুলে । আর কি ভ্রমর মধু খায় অন্য ফুলে ।। তে রজনী দোঁহা সহ করিয়া বঞ্চন । দুই ভার্য্যা লয়ে প্রাতে করিলা গমন ।। পরে তিন বন্ধু তথা বিদায় হইল । নিজ নিজ ভার্য্যা লয়ে পথেতে মিলিল ।। নানা ঘোর কান্তার ছাড়াই বহু দেশ । আপনার রাজ্যে আসি করিল প্রবেশ ।। দূত আসি চন্দ্রসেনে কহিল সংবাদ । শুনিয়া ভূপতি হৈল পরম আহ্লাদ ।। তদন্তরে রাজপুত্র উপনীত পুরে । গলবস্ত্র প্রণাম করিল ভূপতিরে ।। পরম আনন্দে রাজা আলিঙ্গন দিল । জননীরে প্রণমিতে অন্তঃপুরে গেল ।। রাজার রমণী শুনে তনয়ের কথা । কান্দি কহে এত দিন ছিলে বাছা কোথা ।। অভাগিনী দুঃখিনী জননী তোর তরে । তারা হীন নয়নে ভাসান ভাষ নীরে ।। প্রণমিয়া রাজপুত্র কহে বিবরণ । শুনি রাণী পুরনারী লয়ে ততক্ষণ ।। পুত্রবধু আনিতে আনন্দে রবে চলে । দেখিয়া নারীর রূপ নারীগণ ভুলে ।। বস্ত্র মধ্যে

ঙ্গল করিল সর্ব্বজন। প্রণমে রাণীর পদে বধূ দুই জনা॥ সাবিত্রী সমান হও ধর্ম্মে হউক মতি। আশীর্ব্বাদ করি রাণী আনন্দিত অতি॥ অন্তঃপুরে লইয়া চলিল ততক্ষণে। চন্দ্রসেন বহুদান দিল দ্বিজগণে॥ স্বর্ণে অন্নে বস্ত্র দানে তুষিলেন দীনে। রাজা চন্দ্রসেন দান করে হর্ষমনে॥ পাত্রসুত সাধুসুত মন্ত্রের নন্দন। নিজ নিজ আলয়েতে করিল গমন॥ রাজপুত্র সমভাবে তোষে দুই নারী। কত দিনে রাজা রাণী গেল স্বর্গপুরী॥ অন্ত্যেষ্ট্যাদি যত কর্ম্ম সমাপন করি। বিজয়সুন্দর হল রাজ্য অধিকারী॥ দুষ্টের দমন করে শিষ্টের পালন। মনে সুখে বহুকাল করিল যাপন॥ সময়েতে চারি বন্ধু দেহ ত্যাগ করে। পতি সহ সতীগণ স্বধর্ম্ম আচারে॥ চিতা মধ্যে যোগে ত্যজিল জীবন। স্বধর্ম্ম সাধিয়া স্বর্গে করিল গমন॥ দ্বিজ শিবচন্দ্র নাম দাঁঞীহাট বাস। তার আজ্ঞামতে হইল প্রকাশ॥

তাম্রধ্বজের বিবাহ।

পয়ার। তদন্তর মুনিবর কহে রাজসুতে। দেবতা হইয়া মজে নারীর লোভেতে॥ শিব বিষ্ণু আদি আর দিকপালগণ। সদত সন্তোষ সবে নারীর কারণ॥ দ্বাপরে হইলা হরি বিষ্ণু অবতার। নারী সহ লীলা খেলা করিলা বিস্তর॥ বিস্তারিয়া কহে মুনি সে সব ভারতী। বর্ণিতে পুস্তক বাড়ে এই ভয় অতি॥ কি কব মনের খেদ মনেতে রহিল। বোবার স্বপন প্রায় খেদে প্রাণ গেল॥ মুনি বাক্য তাম্রধ্বজ হইল সম্মত। ময়ূরধ্বজ নৃপতি হইল পুলকিত॥ বিভা দিয়া তাম্রধ্বজে কন্যা সমর্পিল। মুনিগণে তুষ্ট করি বিদায় করিল॥ তাম্রধ্বজ

সকল যত কর্ম্ম তদনুসার। বৈদমুনি ভারতে তাহা আছে সুবি-
স্তার॥ এই সার ইতিহাস আমি তথা হৈতে। শিবাপ্র-
সাদের রচিত কবি তাতে॥ তাহা করি প্রকাশিতে মম-
মনোরথ অতো; প্রকাশিতে কহিলেন মম অকিঞ্চনে॥ শিবপ্র-
সাদের রচিত যেমন। স্বীয় নামে প্রকাশিল রাজনা-
মণ॥ অতি দীন জ্ঞানহীন না জানি রচিতে। দয়া করি দো-
ষ কিছু না লবে পণ্ডিতে॥

ইতি রসিকরঞ্জন নামক গ্রন্থঃ সমাপ্ত।